বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) | Sumaya Sultana 479 (95.8%) | Nayan Jabi 469 (93.8%) | Farhin Aktar 468 (93.6%) | Sonia Akhtar 460 (92%) | Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form
Fill-up will Start From
10th December, 2025
login for
Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN — MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL — MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN — North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR — Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS — ECE, Jadavpur University
ABDUL AJIJ — Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI — MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR — MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM — MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN — MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com | ২৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা | বুলেটিন সংখ্যা

SAMSI AL-HAI MISSION

CO-ED EDUCATION

FOLLOWING CBSE CURRICULUM

(ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

ADMISSION + OPEN

ADMISSION + OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333

www.samsialhaimisson.in

ESTD : 2013

এ্যাকাডেমির লক্ষ

সম্মনীয় সুধীবৃন্দ,

শিক্ষাই প্রতিটি মানব সন্তানের সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করে। আবার শিক্ষাই হল মানব জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাহীন জাতি পঙ্গু ও অচল। শিক্ষা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। আমরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। এখানে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, আরবী গণিত, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়গুলি যত্ন সহকারে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর দ্বারা পড়ানো হয়। অতএব সমস্ত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আহ্বান করছি যে, আপনাদের আদুরে সন্তান/ সন্ততিদের "সামসী আল-হাই মিশন" এ ভর্তি করে তাদের জীবনকে সফল করুন।

SAMSI AL-HAI MISSION

GIRLS' CAMPUS

FOLLOWING CBSE CURRICULUM

(ENGLISH MEDIUM)

ADMISSION + OPEN

ADMISSION + OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333

www.samsialhaimisson.in

ESTD : 2013

এ্যাকাডেমির লক্ষ

- শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।
- শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

📞 9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com
২৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল [উঃ মাঃ]

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্ব:

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফার:

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

Mobile: 7865852758 / 9476268597

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com

২৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার । ৮ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪২০ সংখ্যা।। ১৮ পাতা

বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা ভাগের চক্রান্ত রুখতে হুংকার মমতার

‘বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেব’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘বাংলা-বিহার ভাগ করে নাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে। একবার বাংলায় হাত দিয়ে দেখাক! বেশি বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেওয়া হবে।’ বঙ্গভঙ্গ জল্পনার অভিযোগের বিরুদ্ধে ঠিক এই ভাষাতেই শনিবার ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে সরাসরি কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নেতাদের পৃথক উত্তরবঙ্গ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির কড়া সমালোচনা করে তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলার এক ইঞ্চি জমিও তিনি ছাড়বেন না। প্রশাসনিক সুবিধা বা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বিভাজনের যে রাজনীতি চলছে, তার নেপথ্যে ‘শয়তানদের’ মস্তিষ্ক কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দিল্লির মোদী সরকারকে নিশানা করে তাঁর তোপ, এই সরকার চন্দ্রবাবু নায়ডুর দয়ায় ‘টিমটিম’ করে জ্বলছে। তাই বাংলার গায়ে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখালে পরিণাম হবে মারাত্মক। এসআইআর ইস্যুতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে শুরু হওয়া ধরনামঞ্চ থেকেই এদিন জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফর নিয়ে মেজাজ হারালেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআর বিরোধী ধরনামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা সাফ জানান, বাংলা কিংবা বিহার ভাগ করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার যে ছক বিজেপি কষছে, তা কোনওভাবেই সফল হতে দেবেন না। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে আসলে বাংলাকে টুকরো করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। টুইটার বা এক্স হ্যান্ডেলের একটি তথ্যের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কাল আমি একটি টুইটে দেখলাম, দিল্লির বাবুরা খাইয়েছে, বাংলা-বিহার ভাগ করে নাকি ইউনিয়ন টেরিটরি করবে। বাংলায় হাত দিয়ে দেখ। ওদের ধান্দাবাজি হচ্ছে বাংলা ভাগ করার, আবার একটা বঙ্গভঙ্গ করার।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘বিহার ভাগ করে ঝাড়খণ্ড করেছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার যেখানেই সরকারে থাকবে, সেখানেই লুটেপুটে খাবে।’

শনিবার শিলিগুড়ির অনুষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রপতির করা অনুযোগের পাল্টা জবাব দিয়ে মমতা বলেন, ‘আই অ্যাম সরি ম্যাডাম। আই হ্যাভ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ। বাট ইউ আর ট্র্যাপড বাই দ্য বিজেপি’স পলিসি।’ রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুপস্থিতি নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তার সপাটে জবাব দিয়েছেন তিনি। মমতার সরাসরি অভিযোগ, বিজেপি রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রাজনীতি করাচ্ছে এবং তাঁকে একটি বিশেষ দলের ‘এজেন্ডা’ প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের কোনো গোপন পরিকল্পনা নিয়ে আগে থেকে ‘গান গেয়ে’ রাখা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘বিজেপির পরামর্শে বিধানসভা ভোটের সময় রাজনীতি করবেন না। এসআইআর নিয়ে একটাও কথা

বললেন না তো? কত আদিবাসীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই খবর রেখেছেন?’ আদিবাসী সমাজ মমতার সরকারের সুবিধা পায় না, রাষ্ট্রপতির এই আশঙ্কার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, মণিপুরের হিংসা বা আদিবাসীদের ওপর অন্য রাজ্যে আক্রমণের সময় কেন রাষ্ট্রপতি চুপ থাকেন?ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা সাফ জানান, তাঁর কাছে মানুষের অধিকার রক্ষা করা সবার আগে। রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাজ্য সরকার সম্যক অবগত ছিল না দাবি করে তিনি বলেন, ‘আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন, সেই ইনফর্মেশন আমরা পাই। সেই মতো চেষ্টা করি প্রস্তুতি নেওয়ার। কিন্তু রেগুলার যদি, কোনো দিন এ আসছেন, কোনো দিন বি, কোনো দিন সি আসেন, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারা দিন আপনাদের লেজুড় হয়ে ঘুরে বেড়াব? না কি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য?’ বছরে একবার এলে তাঁকে স্বাগত জানানো সম্ভব, কিন্তু ঘনঘন সফরে সারাক্ষণ সরকারি কাজ ফেলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়ার বিষয়টি তাঁর কাছে সবথেকে বড় ‘প্রায়োরিটি’। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তাঁর শাণিত কটাক্ষ, ‘ইউ আর প্রায়োরিটি অফ বিজেপি। মাই প্রায়োরিটি ইজ পাবলিক। কোন সংগঠন ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আমি-ই জানি না।’রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জয় জোহার প্রকল্প এবং অলচিকি লিপির প্রসারে তাঁর সরকারের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে বলানো হচ্ছে যে বাংলায় আদিবাসীদের উন্নয়ন হয়নি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মমতার অভিযোগের তির সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিকে। তিনি বলেন, ‘মাথায় যে আছে সেও সর্বগ্রাসী। দেশ জুড়ে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহের অত্যাচার চলছে।’ এসআইআর-এর নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন বলে তিনি দাবি করেন। সদ্য তৃণমূলের হাত ধরা প্রতীক-উর রহমানও এদিন মঞ্চে উপস্থিত থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান এবং ‘আমরা কাগজ দেখাব না’ বলে হুঙ্কার দেন।

মমতার অনুপস্থিতি ‘লজ্জাজনক’, দ্রৌপদীর আক্ষেপে তোপ মোদির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে উঠল জাতীয় রাজনীতি। শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য মন্ত্রিসভার কোনও প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকাকে কেন্দ্র করে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষয়টিকে দেশের সাংবিধানিক প্রধানের প্রতি ‘অসম্মান’ বলে অভিহিত করে তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও মমতা বলেছেন, রাষ্ট্রপতি সফরে কোনোও প্রোটোকল ভাঙেনি জেলা প্রশাসন । আবার তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে ‘ব্যবহার’ করছে বিজেপি। শনিবার শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে প্রোটোকল অনুযায়ী রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তরের কাউকে উপস্থিত না দেখে নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোট বোনের মতো। আমিও বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। মমতা বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি, কোনও মন্ত্রীও আসেননি। যাই হোক, এটা ব্যাপার নয় কোনও।রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়।রাষ্ট্রপতির সেই বার্তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে তীব্র প্রতিবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এই ঘটনাকে ‘লজ্জাজনক’ এবং ‘অভূতপূর্ব’ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ-জনজাতি সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রপতির প্রতি এই আচরণকে গোটা আদিবাসী সমাজের অপমান হিসেবে তুলে ধরেন মোদি।মোদির মতে, গণতন্ত্র এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী মানুষজন এই ঘটনায় মর্মাহত।প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, সাঁওতাল সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত হালকাভাবে দেখছে।রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে এবং এই পদের গরিমা রক্ষা করা প্রশাসনের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, আমি দুঃখিত কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ম্যাডাম, আপনাকে বিজেপি ব্যবহার করছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর না যাওয়ার স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি খাড়া করেন,মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, শিলিগুড়ির এই অনুষ্ঠানের কথা তিনি জানতেনই না। এটি কোনও সরকারি অনুষ্ঠান ছিল না, বরং সম্পূর্ণ বেসরকারি আয়োজন।কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বর্তমানে ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, মানুষ ভোটাধিকার হারাচ্ছেন, তাঁদের হয়ে লড়াই করছি। এখন এটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ।মমতার বার্তা, আপনি বিজেপির অগ্রাধিকার হতে পারেন, আমার কাছে আমার জনতাই সব।এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনাকে ‘বাংলার সংস্কৃতি বিরোধী’ বলে প্রচার শুরু করেছে। তাঁদের দাবি, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের প্রতি নূনতম সৌজন্য না দেখানো ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরের দাবি, নির্বাচনের আগে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ককে প্রভাবিত করতেই বিজেপি রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে এই ধরণের আবেগপ্রবণ মন্তব্য করাচ্ছে এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে এই বাকযুদ্ধ কেবল প্রোটোকল ভাঙার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের তিক্ততাকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

জোটের বার্তা দিয়েই মালদহে চার প্রার্থী ঘোষণা হুমায়ুনের

উমর ফারুক,নয়া জামানা, মালদহ ঃ ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই মালদহের রণকৌশল সাজিয়ে ফেলল ‘আম জনতা উন্নয়ন পার্টি’। শনিবার বহরম লজে এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলার চারটি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন দলের চেয়ারম্যান তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তবে কেবল প্রার্থী তালিকা নয়, ভোটের আগে বাম-আইএসএফ শিবিরের দিকে ফের জোটের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের এই বহিষ্কৃত নেতা। জোটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময়সীমা ১৫ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, সম্মানজনক আসনরফা না হলে রাজ্যের ১৮২টি আসনেই একক শক্তিতে লড়বে তাঁর দল। তালিকায় প্রথম নাম দলের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ নাসিমুল হকের। তিনি লড়বেন ৫৩ নম্বর সুজাপুর কেন্দ্র থেকে। এ ছাড়াও ৪৭ নম্বর মালতীপুর কেন্দ্রে রয়েল ইসলাম, ৪৮ নম্বর রতুয়া কেন্দ্রে আবু মিন্নাত শেখ এবং ৪৯ নম্বর মানিকচক কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন মহম্মদ তোহিদুর

রহমান। এ দিন হুমায়ুন বলেন, ‘আইএসএফ ও সিপিএমের সঙ্গে জোট নিয়ে ১০ মার্চ সেই দিন ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ আমরা তাদের জন্য ১৫ মার্চ পর্যন্ত জোট নিয়ে শেষ সিদ্ধান্তের জানালাম। তারা এগিয়ে না এলে আমরা আমাদের মতো সর্বশক্তি দিয়ে ১৮২ টি আসনে লড়াই করব।’ ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম ‘বিচারাধীন’ থাকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন হুমায়ুন। তাঁর দাবি, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারাধীন ভোটারদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না ওঠে ততক্ষণ নির্বাচন ঘোষণা করা যাবে না। বিচারাধীন এইসব বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকার বাইরে রেখে নির্বাচন করা যাবে না। আমাদের দলের পক্ষে এই দাবি নির্বাচন কমিশনে জানাবো।’ একই সুরে সুজাপুরের প্রার্থী নাসিমুল হক অভিযোগ করেন, ‘মালদা জেলায় সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম ষড়যন্ত্র করে বিচারাধীন করেছে কমিশন।

কমিশন ও বিজেপির এই অশুভ আঁতাত সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার। এর জবাব মানুষ নির্বাচনে দেবে।’

আজ কালো পোশাকে ‘হাতা-খুন্তি’ নিয়ে পথে মিছিলের ডাক মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৃণমূলের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন তিনি। শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকেই এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি জানান, বাংলার মহিলারা আগামী কাল কালো শাড়ি পরে এবং হাতে ‘হাতা-খুন্তি’ নিয়ে রাস্তায় নেমে এই জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানাবেন। বর্তমানে কলকাতায় ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ টাকা। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১৪.৫ টাকা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল ওরা এলপিজি-র দাম ৬০ টাকা বাড়িয়েছে। তারপর গ্যাস বুকিংয়ের জন্য ২১ দিনের লক-ইন পিরিয়ড নির্ধারণ করে দিয়েছে।’ কেন্দ্রীয় নীতির ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর প্রশ্ন, ‘সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেলে মানুষ কী করবে? এই ২১ দিন মানুষ কী খাবে? কেন্দ্রীয় সরকার এসে রান্না করা খাবার দেবে নাকি হোম ডেলিভারি দেবে?’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়েছেন, ‘গ্যাস নেই, রান্না নেই, গ্যাস নেই, খাবার নেই’ এই স্লোগানকেই প্রতিবাদের মূল হাতিয়ার করা হবে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে মিছিলের দায়িত্ব দিয়ে নেত্রীর নির্দেশ, ‘প্রয়োজনে কালো পোশাক পরুন। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করব।’ কেন্দ্রের পরিকল্পনাহীনতাকে বিঁধে তিনি আরও বলেন, ‘কেরোসিনের কোটাও কমিয়ে দিয়েছে। আপনারা জোর করে দাম বাড়াচ্ছেন। আপনারা কেন আগে থেকে এই সব পরিকল্পনা করেননি?’ পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। দলের নেতা মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের কর কাঠামোর দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পেট্রল এবং ডিজেলের দাম কেন বেশি?’ কেন রাজ্য সরকার জ্বালানির ওপর কর কমাচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

স্পিকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাবে সায় তৃণমূলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত শামিল হল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার থেকে শুরু হওয়া বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে স্পিকারের অপসারণের দাবিতে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে সরব হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। লোকসভা সচিবালয়ে জমা পড়া ওই অনাস্থা প্রস্তাবে এবার সই করবেন তৃণমূল সাংসদরাও। সংসদীয় অন্দরের খবর, খোদ দলনেত্রীর সবুজ সংকেত মেলার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব থেকেই স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে সরব ছিল বিরোধী শিবির। বিরোধীদের অভিযোগ, সংসদে তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে এবং স্পিকার ‘পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ’ করছেন। এই প্রেক্ষাপটেই গত ১০ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে সুরেশ লোকসভার সচিবালয়ে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা দেন। ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এনসিপি (শরদ পওয়ার)-র মতো দলগুলো তাতে সই করলেও শুরুতে তৃণমূলের কোনও নাম ছিল না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় স্পষ্ট করেছিলেন, বিজেপি-বিরোধী মঞ্চ ‘ইন্ডিয়া’-র যৌথ বিবৃতি থাকলে তবেই তৃণমূল স্বাক্ষর করবে। অবশেষে সেই জট কেটেছে।তৃণমূল সূত্রের খবর, সংসদের কার্যপ্রণালী এবং বিরোধীদের বক্তব্য পেশের সুযোগ না দেওয়া নিয়ে দলের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। বিশেষ করে গত অধিবেশনে রাহুল গান্ধী-সহ একাধিক সাংসদকে বলতে না দেওয়া এবং আট জন সাংসদকে নিলম্বিত বা সাসপেন্ড করার ঘটনায় ক্ষোভ চরমে পৌঁছয়। কংগ্রেসের সহকারী দলনেতা গৌরব গগৈয়ের কথায়, ‘প্রচণ্ড পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতিবাদেই স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি আমরা।’ তৃণমূল মনে করছে, বিরোধী ঐক্যের স্বার্থে এবং সংসদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় এই লড়াইয়ে শামিল হওয়া জরুরি।সংসদীয় পাটিগণিত অবশ্য বলছে, সংখ্যার বিচারে এই প্রস্তাব পাশ হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে রাজনৈতিকভাবে মোদী সরকারকে চাপে রাখাই বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। সংবিধানের ৯৪(সি) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকারকে সরাতে গেলে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। নিয়ম মেনে ১৪ দিন আগে নোটিস দিতে হয়, যা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর সংবলিত এই প্রস্তাব গৃহীত হলে নিয়মানুযায়ী স্পিকার আর সভা পরিচালনা করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ডেপুটি স্পিকার বা রাষ্ট্রপতি মনোনীত কোনও সদস্য অধিবেশন সামলাবেন।বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে এই অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে লোকসভায় বড়সড় সংঘাতের ইঙ্গিত মিলছে। সোমবার থেকেই বিষয়টি আলোচনার তালিকায় রাখা হয়েছে। বিড়লা অবশ্য নোটিস জমা পড়ার পর থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে রেখেছিলেন। সংসদীয় ইতিহাস বলছে, অতীতেও স্পিকারকে সরানোর চেষ্টা হলেও তা সফল হয়নি। তবে এবার তৃণমূলের এই সরাসরি সমর্থন দিল্লির রাজনীতিতে বিরোধীদের পাল্লা আরও ভারী করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যুবসাথীর টাকা পেয়েই উচ্ছ্বসিত আবেদনকারীরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ১ এপ্রিল নয়, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় শনিবার থেকেই বেকারদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছল যুবসাথী প্রকল্পের প্রথম দফার অনুদান। বিকেলে ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে এই ‘উপহার’ আসতেই উচ্ছ্বাসে ভাসলেন কয়েক লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। মূলত আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখেই নির্ধারিত সূচির আগেই টাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নবান্নের। অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পে মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন আবেদনকারীরা। সকালে ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘বলেছিলাম, ১ এপ্রিল থেকে যুবসাথীর টাকা অ্যাকাউন্টে যাবে। কাল আন্তর্জাতিক নারী দিবস রয়েছে। তার উপহার হিসাবে ১ এপ্রিলের দিন পরিবর্তন করে, শনিবার থেকেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে।’ সন্ধ্যায় সেই মঞ্চ থেকেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, ‘যুবসাথীর ১,৫০০ টাকা ঢুকে গিয়েছে। দিদি সকালে বলেছিলেন। বিকেলে ঢুকে গিয়েছে।’ ১০ম শ্রেণি উত্তীর্ণ বেকারদের জন্য চালু হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্যের ১ থেকে ৪০ বছর বয়সি প্রায় এক কোটি যুবক-যুবতী আবেদন জানিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, যা সংখ্যায় ৯ লক্ষ ৩৪ হাজারের বেশি।

প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চাইলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে প্রত্যাঘাতের আবহের মধ্যেই সুর নরম করল ইরান। শনিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ওপর আর নতুন করে কোনও হামলা চালানো হবে না। গত কয়েকদিনের উত্তেজনার পর তেহরানের এই অবস্থানবদলকে কূটনৈতিক চাল হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।জাতির উদ্দেশে ভাষণে পেজেশকিয়ান বলেন, দেশের অস্থায়ী নেতৃত্ব পরিষদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ওপর নতুন করে হামলা না চালানোর সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। যদি ইরান সরাসরি তাদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তবে তেহরানও আর হামলা চালাবে না। সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি আরও বলেন, অন্য দেশগুলোকে আক্রমণ করার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই শান্তির বার্তার অর্থ কোনও ভাবেই আত্মসমর্পণ নয়।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর পালটা আঘাত শুরু করে ইরান। প্রাথমিকভাবে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে হামলা শুরু হলেও দ্রুত তা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাহরিন, ওমান ও জর্ডনে ইরানের বেপরোয়া আক্রমণের ফলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সৌদি আরব পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিলে যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 6

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস

বিশ্বজুড়ে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সমতার দাবিকে সামনে রেখে প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনটি শুধু একটি উৎসবের দিন নয়, বরং নারীদের দীর্ঘ সংগ্রাম, অধিকার আদায়ের লড়াই এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রতীক। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো।নারী দিবসের সূচনা মূলত শ্রমজীবী নারীদের অধিকার আন্দোলন থেকে। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের শুরুতে ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প বিপ্লবের ফলে বহু নারী কারখানায় কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের কাজের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন, মজুরি ছিল কম এবং কাজের সময় ছিল দীর্ঘ। এই অবিচারের বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদে নামেন। ১৯০৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে প্রায় ১৫ হাজার নারী শ্রমিক রাস্তায় নেমে মিছিল করেন। তারা কাজের সময় কমানো, ন্যায্য মজুরি এবং ভোটাধিকারসহ নানা দাবিতে আন্দোলন করেন। এই আন্দোলন নারী অধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে।এরপর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে নারীদের অধিকার ও সমতার দাবিকে সামনে রেখে এই দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ১৭টি দেশের প্রায় ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ১৯১১ সালে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে। ওই দিন লক্ষাধিক নারী ও পুরুষ সমাবেশে অংশ নিয়ে নারীদের ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান এবং বৈষম্য দূর করার দাবি তোলেন। পরে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলেই ৮ মার্চ দিনটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার নারীরা রুটি ও শান্তিদর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনই পরবর্তীতে রুশ বিপ্লবের সূচনা ঘটায়। এরপর থেকেই ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে।১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু করে এবং ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়।

জীবনী

উস্তাদ জাকির হোসেন

উস্তাদ জাকির হোসেন কেবল একজন তবলা বাদক নন বরং তিনি বিশ্ব সংগীতের এক জীবন্ত কিংবদন্তি এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক আন্তর্জাতিক দূত। ১৯৫১ সালের ৮ মার্চ মুম্বাইয়ে এক অত্যন্ত গুণী সংগীত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন তবলার জাদুকর উস্তাদ আল্লাহ রাখা খাঁ। জন্মের পর থেকেই সুর আর তালের আবহে বড় হওয়া জাকির হোসেনের তবলার প্রতি হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর বাবার মাধ্যমেই। প্রচলিত আছে যে, জাকির যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁর বাবা তাঁর কানের কাছে তবলার নানা বোল বা তালের বাণী উচ্চারণ করতেন, যা তাঁর অবচেতন মনে সংগীতের বীজ বুনে দিয়েছিল। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তিনি তবলার তালিম নিতে শুরু করেন এবং বারো বছর বয়সেই পেশাদার সংগীতশিল্পী হিসেবে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন।জাকির হোসেনের তবলার শৈলী মূলত পাঞ্জাব ঘরানার অনুসারী হলেও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাদ্যযন্ত্র এবং তালের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর বাজানোর মধ্যে যে ক্ষিপ্রতা, স্পষ্টতা এবং সৃজনশীলতা রয়েছে, তা তাঁকে সমসাময়িক যে কারো চেয়ে আলাদা করে রাখে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের কাছে ভারতীয় সংগীতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। জন ম্যাকলাফলিন এবং এল. শঙ্করকে নিয়ে তাঁর গড়া 'শক্তি' ব্যান্ডটি বিশ্বজুড়ে ফিউশন মিউজিকের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছিল। তবলার মতো একটি ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রকে কীভাবে জ্যাজ বা অন্যান্য পাশ্চাত্য ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় তা তিনি নিপুণভাবে দেখিয়েছিলেন। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। তিনি কেবল একজন একক সংগীতশিল্পী নন বরং একজন দক্ষ সংগীত পরিচালকও। ১৯৮৩ সালে 'হিট অ্যান্ড ডাস্ট' ছবিতে তাঁর অভিনয় এবং সংগীত পরিচালনা ব্যাপক প্রশংসা পায়। ১৯৯৩ সালে ইসমাইল মার্চেন্টের 'ইন কাস্টডি' ছবির সংগীত পরিচালনা করে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ ছাড়া 'দ্য পারফেক্ট মার্ডার' বা 'লিটল বুদ্ধ'র মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞাপনের দুনিয়াতেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়; বিশেষ করে 'তাজমহল চা'-এর বিজ্ঞাপনে তাঁর সেই চিরচেনা হাসি আর 'ওয়াহ তাজ' সংলাপটি আজও মানুষের মনে গেঁথে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং প্রচারবিমুখ একজন মানুষ। নিজের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' এবং ২০০২ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'পদ্মবিভূষণ'-এ ভূষিত করে। এ ছাড়াও তিনি একাধিকবার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয় করেছেন, যা বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়। উস্তাদ জাকির হোসেনের বিশেষত্ব হলো, তিনি পরম্পরাকে শ্রদ্ধা জানিয়েও নতুনত্বের সন্ধানে পিছপা হননি। তাঁর হাতের জাদুতে তবলার বোল যেন কথা বলে ওঠে। তিনি শিখিয়েছেন যে সংগীতের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি এক পরম অনুপ্রেরণা। কেবল যান্ত্রিক দক্ষতা নয়, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে সংগীতকে অনুভব করার যে ক্ষমতা তাঁর আছে, তা-ই তাঁকে বিশ্ব সংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে অমর করে রেখেছে। আজও যখন তিনি মঞ্চে তবলার ওপর আঙুল রাখেন, তখন পুরো বিশ্ব নিস্তব্ধ হয়ে সেই তালের সম্মোহনে হারিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নাগরিকত্ব ও নতুন প্রশ্ন ঃ নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে ?

সাদ্দাম হোসেন, অধ্যাপক

সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি কেবল উৎসবের দিন নয়; এটি নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সমতার দাবি পুনরায় স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রতি বছর এই দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন থিম নির্ধারণ করা হয়, যাতে সমাজে নারীর অবস্থান ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুনভাবে ভাবা যায়। ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হল Give to Gain এই থিম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়;নারীদের এগিয়ে নিতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা, সমান মজুরি নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা; এসবই নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল বার্তাই হল;নারীরা এগিয়ে গেলে সমাজও এগিয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল;বাস্তবে কি নারীরা সত্যিই সেই অধিকার ও নিরাপত্তা পাচ্ছেন? প্রায়ই আমরা নারীর অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে সফল, শহুরে বা আলোচিত নারীদের উদাহরণ তুলে ধরি। কিন্তু সমাজের এক বড় অংশের নারীরা; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারী, শ্রমজীবী নারী, আদিবাসী ও দলিত নারী;আজও নানাভাবে বঞ্চনার শিকার। তাদের অনেকেই প্রতিদিন জীবিকার জন্য সংগ্রাম করেন, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, এবং তাদের কণ্ঠস্বর খুব কমই মূলধারার আলোচনায় উঠে আসে। নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমাজ ও গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপনা। সিনেমা, বিজ্ঞাপন কিংবা জনপ্রিয় সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে এখনও নারীদের অনেক সময় পণ্য বা ভোগ্যবস্তুর মতো করে দেখানো হয়। বিভিন্ন গবেষণায় বারবার এই বিষয়টি উঠে এসেছে। ফলে প্রশ্ন থেকেই যায়;নারীরা কি সত্যিই তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার পাচ্ছেন? এই প্রশ্নকে আরও জটিল করে তুলেছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে এস আই আর,এর একটি তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেছে, সেখানে বহু নারীর নাম বিবেচনাধীন হিসেবে রাখা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে নাম বাদ পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে।

এখানে বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হল;এই তালিকায় সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি বলে অভিযোগ উঠছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে; এই প্রক্রিয়ায় কি কোথাও কোনো প্রশাসনিক ত্রুটি বা বৈষম্য ঘটেছে? এখানে অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক কাজের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। ভোটার তালিকা সংশোধন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;কেন এই তালিকায় তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক নারী, বিশেষ করে প্রান্তিক সমাজের নারীরা, সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছেন?সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের নিজের নামে নথিপত্র কম থাকে। তারা বিয়ের পর বাড়ি বদলান, শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকে, এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যোগাযোগও কম। ফলে নথির সামান্য অসঙ্গতিও তাদের নাগরিকত্ব বা পরিচয়ের প্রশ্নে জটিলতা তৈরি করতে পারে।নির্বাচন কমিশন অবশ্যই তাদের নির্ধারিত কাজ করেছে। কোনো তথ্য বা নথিতে ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়া চালু থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যেসব নারীর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বা বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যে যুক্তি বা ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তা অনেক সময় স্পষ্ট নয় বলে অভিযোগ উঠছে।অনেক নারী দাবি করেছেন, তারা সমস্ত বৈধ নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম এখনও নিশ্চিত তালিকায় নেই। ফলে তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে;তাদের নাগরিক অধিকার কি প্রশ্নের মুখে পড়ছে?নারীর ক্ষমতায়নের কথা যখন আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে নাগরিক অধিকার তার একটি মৌলিক অংশ। ভোটাধিকার শুধু একটি রাজনৈতিক অধিকার নয়; এটি একজন নাগরিকের সামাজিক ও সাংবিধানিক মর্যাদার প্রতীক। যদি কোনো নারী নিজের পরিচয় প্রমাণ করার জন্য বারবার প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে বাধ্য হন, তাহলে তা তার সামাজিক অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়;নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধু কিছু প্রতীকী সাফল্যের গল্প নয়। প্রকৃত ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রতিটি স্তরের নারী;গ্রামের শ্রমজীবী নারী থেকে শুরু করে শহরের কর্মজীবী নারী;সমান অধিকার ও মর্যাদা পান।

যখন কোনও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পরিচয় নিয়ে বারবার সন্দেহ তৈরি হয়, তখন সেই সমাজে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। নাগরিকত্বের প্রশ্ন তখন শুধু প্রশাসনিক বিষয় থাকে না; তা সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং অধিকার;সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে তাই এই প্রশ্নগুলি নতুন করে ভাবা জরুরি। নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলার পাশাপাশি আমাদের দেখতে হবে;সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক নারীরা কি তাদের মৌলিক অধিকার, পরিচয় এবং নাগরিক মর্যাদা পাচ্ছেন? কারণ নারীর প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রতিটি নারী;শহর বা গ্রাম, ধনী বা দরিদ্র, সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু;সমানভাবে অধিকার ও মর্যাদা পাবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস তাই শুধু উদযাপনের দিন নয়; এটি আত্মসমালোচনা ও দায়বদ্ধতার দিনও। এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়;নারীর অধিকার, নাগরিকত্ব এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্ন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বরং সেই লড়াই আজও চলছে।

আজ তাই প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করার পাশাপাশি আমাদের প্রশ্ন করতে হবে;আমরা কি সত্যিই নারীদের জন্য সেই সমান সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছি? নারীর অধিকার কেবল একটি দিবসের আলোচনার বিষয় নয়; এটি একটি চলমান সামাজিক আন্দোলন।

যতদিন না পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি নারী তার অধিকার, নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত এই প্রশ্ন আমাদের সামনে থেকেই যাবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

এম ওয়াহেদুর রহমান , শিক্ষক

বিশ্বে যা - কিছু সৃষ্টি চির - কল্যাণকর,অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' নারী - পুরুষ সম অংশগ্রহণ ব্যতীত সমাজের আসল উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের সম্মান, ক্ষমতায়ন ও সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেই হয়তো আমরা সমতাভিত্তিক তথা প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারবো। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাদের সামাজিক , সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাফল্য স্মরণ করার উদ্দেশ্যে ১৯১১ সাল থেকে প্রতিবছর ৮ মার্চ তারিখে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকবর্তিকা,যা নারীদের সমতা ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তবে বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথাও নারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও নারীদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়।

বর্তমান যুগ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক নারী দিবস শুধুমাত্র উদযাপনের একটি দিন নয়, বরং লিঙ্গ সমতা, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি শোষণের বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি দিন। বিশ্বজুড়ে নারীরা বর্তমান সময়েও সমান মজুরি, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছানোর লড়াই করছেন। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস টি নারীদের অধিকার আদায়ের দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। এখনও তাঁরা হয়তো ঘরোয়া ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। তবে কি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ও বাক - সর্বস্ব ! এই দিনে মোমবাতি প্রজ্বলন, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, সেমিনার , আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ, ব্যানার ফেস্টুন হাতে নিয়ে মিছিল প্রভৃতি কি লোক দেখানো ক্ষুদ্র আদিখ্যেতাক্ষুদ্র ! এ কথা সমুত্থিত সত্য যে, একটি বিশেষ দিনে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কিংবা তার বিরুদ্ধে সংগঠিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই কি নারী সমাজ মুক্তি পাবে ? আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম । ১৮৫৭ সালে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলেছিল সরকারি লেঠেল বাহিনীর দমন - পীড়ন।১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্লারা ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে ক্লারা প্রতিবছর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ সাল থেকে নারীদের সম অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকেই বিশ্বজুড়েই পালিত হচ্ছে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস।নারীদের প্রতি বৈষম্য কেবলমাত্র একক কোনও দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি একটি বিশ্বব্যাপী বহু শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা। অতীতে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। তাঁরা ভোট দিতে পারতেন না , সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন না। এমনকি স্বাধীনভাবে নিজের জীবন পরিচালনার অধিকারও তাঁদের ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছেন। নারীরা শিক্ষা , ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার সহ নানান ক্ষেত্রে ক্রমশই অগ্রসর হয়েছেন । সভ্যতার বিকাশে তাঁরাও সমাহারে অংশগ্রহণ করেছেন। তবুও নারীর প্রতি সহিংসতা রয়ে গেছে। আসলে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজের ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য শুধু উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি নারীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রতীক।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 7

মহানগর
নয়া জামানা

রাজ্যের প্রশিক্ষণে সিভিল সার্ভিসে ১১

তালিকায় সফলদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার' (এস.এন.টি.সি.এস.এস.সি) থেকে কোচিং নিয়ে ২০২৫ সালের ইউপিএসসি পরীক্ষায় বাজিমাত করলেন ১১ জন প্রার্থী। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবারের সফলদের তালিকায় নারীশক্তির উত্থান বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্র থেকে উত্তীর্ণ ১১ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মহিলা। বাংলার এই অভাবনীয় সাফল্যে গর্বিত নবান্ন।মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, সফল প্রার্থীদের পিতামাতা/অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা, এবং ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য সকল প্রার্থীদের শুভেচ্ছা। আমরা খুশি যে রাজ্যের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের প্রার্থীদের উচ্চ ভর্তুকিযুক্ত কোচিং সহায়তা প্রদান করতে পেরেছি। আমাদের সময়ে, আমরা এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমি গর্বিত বোধ করছি। প্রশাসন সূত্রে খবর, অত্যন্ত স্বল্প খরচে বা উচ্চ ভর্তুকিযুক্ত ফি-তে এই কেন্দ্রে সিভিল সার্ভিসের পাঠ দেওয়া হয়। মেধার জোরে এবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন দীক্ষা রাই (৪০), আকাশ কুমার রাই (২৭৯), বৈষ্ণব বিশ্বাস (৩৬৭), গৌতম ঠাকুরি (৪৩২), দেবজ্যোতি হালদার (৪৪৩), দেবব্রত প্রামাণিক (৪৬৭), এস. নিবেদ কুমার (৪৮৬), মহসিনা বানো (৬৪৮), জুহি দাস (৬৪৯), কীর্তি চৌধুরী (৭৬০) এবং আন্নিলা শেরপা (৮৯৩)। এঁদের প্রত্যেকেই আইএএস, আইপিএস বা সমতুল্য সর্বভারতীয় উচ্চপদে আসীন হতে চলেছেন। বাংলার ছেলেমেয়েদের এই উত্তরণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সংযোজন করেছেন, আমাদের সেন্টার থেকে প্রশিক্ষিত ১১ জন প্রার্থী ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা ২০২৫ এর চূড়ান্ত মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ মেয়ে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বাংলার আরও অনেক প্রতিভাশালী পরীক্ষার্থী এই কঠিন লড়াইয়ে সফল হয়েছেন। নবান্নের আশা, এই ফল রাজ্যের পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় বসতে উৎসাহিত করবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'এই মেধাবী ছেলেমেয়েদের তাদের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনার সঙ্গে আছে।'

এই সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে আগামী দিনে প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো আরও উন্নত করার ইঙ্গিত দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ইউপিএসসি-র এই মেধা তালিকায় রাজ্যের এই জয়জয়কার আদতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থারই জয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

বিজেপিকে বয়কটের পাল্টা অভিষেককে 'সামাজিক' হওয়ার পরামর্শ দিল রুদ্রনীল

নয়া জামানা, বোলপুর ঃ ভোটকুশলীদের ছক আর টিভির পর্দায় রাজনীতি হয় না, সমাজকে চিনতে হলে আগে ছাড়তে হবে বোমা-বন্দুকের কারবার। 'সামাজিক বয়কট' ইস্যুতে এভাবেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে বয়কট করার যে ডাক অভিষেক দিয়েছিলেন, বোলপুরের মাটি থেকে তার পাল্টা জবাব দিলেন রুদ্রনীল। তাঁর সাফ কথা, সমাজকে চিনতে হলে অভিষেককে আগে তোলাবাজির রাজনীতি ছাড়তে হবে।বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরভূমে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছিলেন অভিনেতা। সেখানেই অভিষেকের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র টিভি, মোবাইলে আর পিসির মুখের কথায় ও লোকাল ক্রিমিনালদের কথায় রাজনীতি করতে চান। তিনি (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজের টেনশনে মত্ত হয়ে আছেন। তাঁকে বলব সুস্থ রাজনীতি শিখুন, লড়াই করার রাজনীতি শিখুন। বোম, বন্দুক, গুলি, টাকা-পয়সার রাজনীতি ছেড়ে, তোলাবাজির রাজনীতি ছেড়ে সমাজকে চিনুন।' রুদ্রনীলের দাবি, বাংলার মানুষ এখন এই যন্ত্রণাময় রাজনীতি থেকে মুক্তি চাইছে।তৃণমূলের অন্দরের 'মাছ-রাজনীতি' নিয়েও এদিন বোলপুরে তীব্র বিদ্রুপ করেন রুদ্রনীল। কাজল শেখ ও চন্দ্রনাথ সিংহের মধ্যে উপহার আদান-প্রদানকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, একদিকে অনুব্রত মণ্ডল বোমা বাঁধার নির্দেশ দিচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁরই দলের নেতারা একে অপরের বাড়িতে মাছ-ফল পাঠিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতে চাইছেন। রুদ্রনীলের কথায়, 'এই যে বোলপুরে আছি, এখানে অদ্ভুত রকম রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে অনুব্রত মণ্ডল, অন্যদিকে কাজল শেখ ও চন্দ্রনাথ সিংহ। এ ওর বাড়িতে ইফতারের ফল পাঠাচ্ছে, ও ওর বাড়িতে মাছ পাঠাচ্ছে কেষ্ট মণ্ডলের বিরুদ্ধে। আর কেষ্ট মণ্ডল অন্য লোকেদের বলছে বোমা বাঁধুন। আর তাতে আহত হচ্ছে অন্য মানুষ।'

রাজ্যের বেকারত্ব ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যু তুলে ধরে রুদ্রনীল মনে করিয়ে দেন যে, কেবল ভাতায় মানুষের পেট ভরে না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, মানুষ যদি সরকারি সুবিধায় খুশিই হতো, তবে কাজের খোঁজে কেন ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে? শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষই আজ নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। সব মিলিয়ে পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চ থেকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বিঁধে বীরভূমের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন রুদ্রনীল।

ধর্মতলার মঞ্চে 'ভবানীপুরের ভূত' হাঁটিয়ে কমিশনকে বিঁধলেন মমতা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ৪৭ হাজার ভোটারের নাম 'ভ্যানিশ'! ভবানীপুরের সেই বাদ পড়া ভোটারদের ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে হাজির করে শনিবার এক নজিরবিহীন প্রতিবাদ দেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় সরাসরি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিজেপির কথায় কমিশন 'পক্ষপাতদুষ্ট' আচরণ করছে বলে তোপ দাগেন তিনি।শনিবার ধর্মতলার মঞ্চে হাজির ছিল একদল মানুষ, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তাঁদের দেখিয়ে মমতা বলেন, 'বিজেপি ও কমিশন সাধারণের ভোটাধিকার কাড়ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অমান্য করছে।' নেত্রীর অভিযোগ, 'নটি-ন্যাস্টি বিজেপি পক্ষপাতদুষ্ট কমিশনকে ব্যবহার করে এই কাজ করছে।' ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দেন, 'বিজেপি ও কমিশন

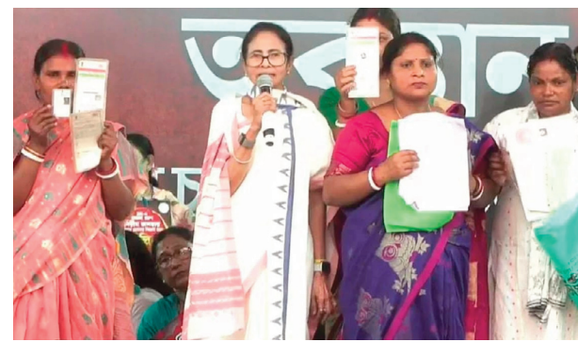

নাম ভ্যানিশ করেছে। জনগণকে কাগজ দেখান।'এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ গিয়েছে। মমতা এদিন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আধার কার্ড যুক্ত করতে বলেছিল। কিছু করেনি। এটা মাত্র কয়টি উদাহরণ। আরও ভোটার রয়েছে। বিজেপির কথায় কমিশন এই কাজ করেছে।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি 'জনতার দরবারে' বিচার চেয়েছেন।বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, নোটবন্দির পর এবার 'ভোটবন্দি'র রাজনীতি শুরু হয়েছে। কমিশনকে ব্যবহার করে বাংলায় জেতার স্বপ্ন দেখছে গেরুয়া শিবির। মমতার কথায়, 'ওরা বিজ্ঞাপন দেয় ভোটারদের নিয়েই গণতন্ত্র। তাহলে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন? ভারতের জনগণকে জবাব দিতেই হবে।' সংবিধান ও গণতন্ত্র বিপন্ন দাবি করে তিনি সাফ জানান, কেউ লড়াই না করলেও বাংলা লড়বে এবং মানুষই এর উপযুক্ত জবাব দেবে।

বকেয়া ডিএ আদায়ে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক কর্মী সংগঠনগুলির

নয়া জামানা, কলকাতাঃ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটানো নিয়ে রাজ্য ও সরকারি কর্মচারীদের সংঘাত এবার চরম আকার নিল। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে নবান্ন পাল্টা আবেদন করতেই রণকৌশল বদলে ফেলেছে কর্মী সংগঠনগুলি। আদালতের অন্দরে আইনি লড়াই এবং রাজপথে কর্মবিরতি এই 'জোড়াফলা' আক্রমণেই নবান্নকে কোণঠাসা করতে মরিয়া আন্দোলনকারীরা। একদিকে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট ও আদালত অবমাননার মামলা, অন্যদিকে আগামী ১৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে শাসকের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছে সংগঠনগুলি। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছিল, ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ মেটানোর রূপরেখা তৈরির জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মলহোত্রের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিও গড়ে দেয় আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার'। কিন্তু প্রশাসনিক ও আর্থিক জটিলতার অজুহাত দেখিয়ে শুক্রবার রাতে রাজ্য সরকার সময় চেয়ে আবেদন করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কর্মীরা।আন্দোলনকারীদের দাবি, রাজ্য সরকার আসলে সময় নষ্ট করে পাওনা টাকা আটকে রাখতে চাইছে। কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমরা জেনেছি ইমেল মারফত রাজ্য সরকার তাদের আবেদন সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানিয়েছে। যদিও আমরা রাজ্য সরকারের ডিএ না-দেওয়ার অভিসন্ধি বুঝতে পেরেই আগে থেকে আদালত অবমাননার মামলা করে রেখেছি।' একই সুর শোনা গিয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর গলায়। তিনি বলেন,

'১৩ মার্চ রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা প্রতিবাদ করে রাজ্য সরকারকে তাঁদের শক্তি বুঝিয়ে দেবে।' সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের লড়াই এবার সরাসরি ধর্মঘটের পথে। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, '১৩ মার্চ আমরা বন্ ধ মোবারক কর্মসূচির ডাক দিয়েছি। সেই কর্মসূচি দিয়ে এই সরকারকে আমরা বোঝাতে চাই আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া সহজ বিষয় নয়।'

যুব সাথী' প্রকল্পের টাকা আসতেই হাওড়ার বাগনানে আবির খেলায় মাতলেন শিক্ষিত যুবকরা। নির্ধারিত সময়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা পৌঁছে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও জয়ধ্বনি জানান তাঁরা। ছবি ও তথ্য- সন্দীপ মজুমদার ।

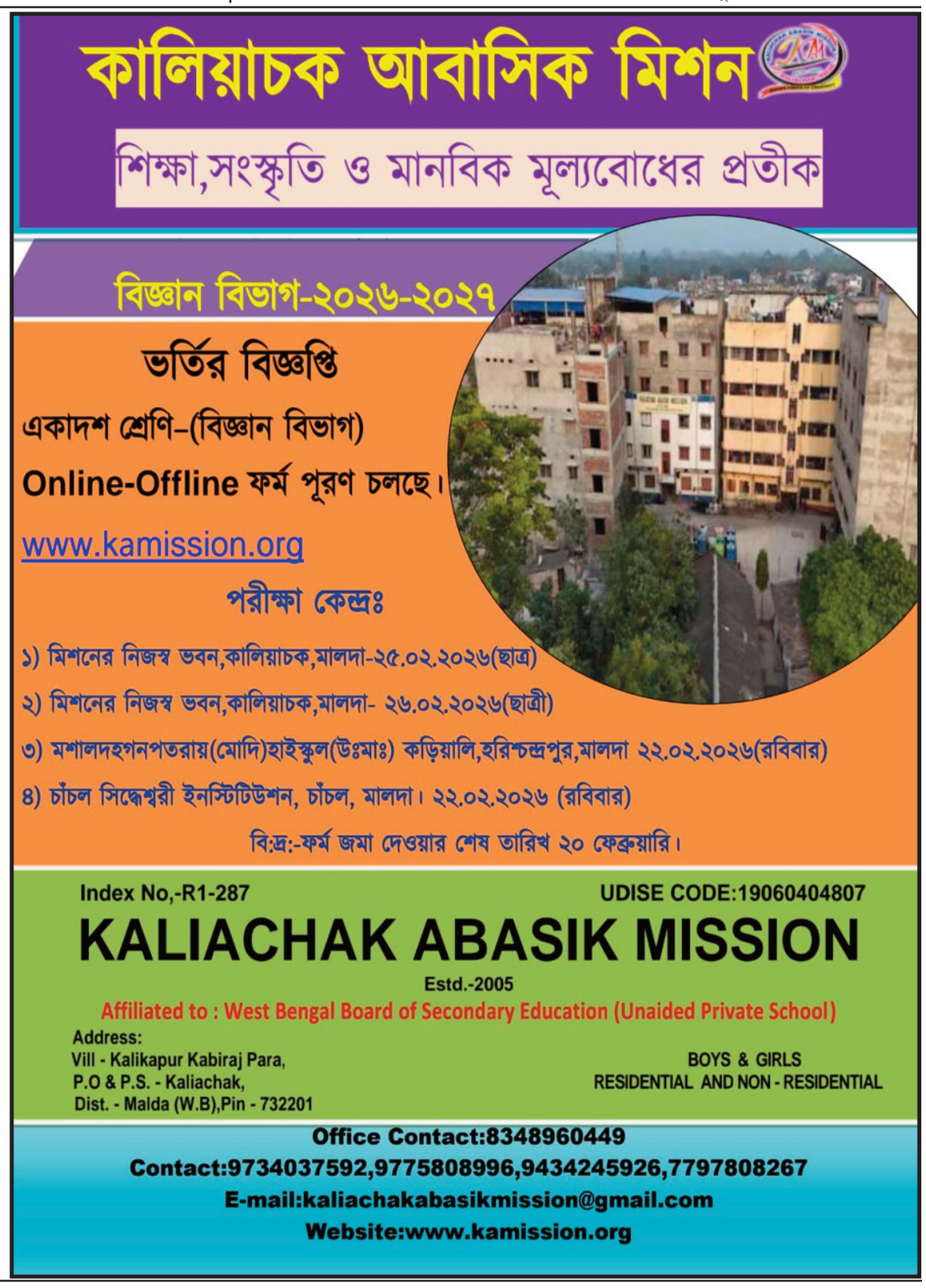

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 8

৮
৮ মার্চ ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাষ্ট্রপতির

কুশল রায় , নয়া জামানা , শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার গোসাইপুরে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও আয়োজকদের একাধিক বিষয় নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি জানান, বাংলার সাঁওতাল সমাজ এখনও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। একইসঙ্গে অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতি বলেন, আয়োজনের বহর দেখে এটিকে আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন বলে মনে হচ্ছে না। পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় একাধিক ত্রুটি রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন উদ্যোক্তাদের এক প্রতিনিধি প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ করলে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই ধরনের সমস্যার কারণেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি আরও বলেন, বাংলার সাঁওতাল সমাজের উন্নয়নে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। তাঁর কথায়, বাংলায় সাঁওতালরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি প্রথমে গোসাইপুরের অনুষ্ঠানস্থলে যান এবং পরে বিধাননগরের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সেখানে তিনি জানান, বিধাননগরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার অজুহাতে প্রথমে এখানে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে উদ্যোক্তাদের চারবার অনুষ্ঠানস্থল পরিবর্তন করতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে 'বোন' সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বোনের মতো, আমিও বাংলার বেটি। তা সত্ত্বেও কেন এমন বাধা তৈরি হল, তা দুর্ভাগ্যজনক। প্রোটোকল নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী, দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও সিনিয়র মন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এটিকে প্রোটোকলবিরুদ্ধ বলেই উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। যদিও সম্মেলনকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি সাঁওতাল সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বার্তাও দেন।

তবে তাঁর বক্তব্যে প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব ও কেন্দ্র,রাজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

চা বাগানে ফিন্যান্সার নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জন বার্লা

নয়া জামানা ।। আলিপুরদুয়ার

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে ফিন্যান্সার নীতিকে ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে শ্রমিক ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে। শুক্রবার এই ইস্যুতে সরব হলেন তৃণমূল নেতা ও আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লা। চা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করেন। বারলার অভিযোগ, চা বাগান বন্ধ করে মালিকপক্ষ চলে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার ফিন্যান্সারের হাতে বাগানের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এতে স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

তাঁর বক্তব্য, শ্রমিকরা চা বাগানে স্থায়ী মালিক চায়, ফিন্যান্সার নয়। শুধু চা পাতা তুলে বিক্রি করলেই শিল্প টিকে থাকবে না। মালিকদেরই বাগান চালাতে হবে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক চা বাগান বর্তমানে ফিন্যান্সারের মাধ্যমে চলছে। জলপাইগুড়ির বামনডাঙ্গা ও সামসিং চা বাগানে স্থায়ী মালিক নেই। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি চা বাগান ও রায়মাটাং চা বাগান নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

মাসখানেক আগে নতুন ফিন্যান্সার এই দুই বাগানের দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয়। এই ইস্যুতে বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও বারলার বক্তব্যকে সমর্থন করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা জানান, শ্রমিকদের স্বার্থে স্থায়ী মালিকানাই একমাত্র সমাধান। তবে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বীরেন্দ্র ওরাওঁ বলেন, অনেক সময় পরিস্থিতির কারণে ফিন্যান্সারের মাধ্যমে বাগান চালাতে হয়। এদিকে রাজনৈতিক মহলেও নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর এখন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন জন বারলা। অন্যদিকে কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মাও শাসকদলে যোগ দিয়েছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডুয়ার্স ও পাহাড়ে এই দুই নেতার যৌথ প্রচার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ধূপগুড়িতে 'পরিবর্তন যাত্রা' ঘিরে উত্তেজনা, মুখোমুখি তৃণমূল,বিজেপি

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা' ধূপগুড়িতে প্রবেশ করতেই শনিবার ঘোষপাড়া এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মিলনী ময়দানে দলের সভার আগে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রথ বরণ করতে ঘোষপাড়া পর্যন্ত গেলে সেখানে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। পাল্টা বিজেপি সমর্থকেরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুললে দুই পক্ষের স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূল কর্মীদের সেখান থেকে সরে যেতে অনুরোধ করে। যদিও স্থানীয় এক তৃণমূল যুব নেতার দাবি, তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচি ছিল এবং শান্তি বজায় রাখতেই তাঁরা স্বেচ্ছায় সরে যান। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে

বিজেপি নেতা চন্দন দত্ত মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দেন, ধূপগুড়িতে তৃণমূল বড় ব্যবধানে পরাজিত হবে।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে এলাকায় দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে মিলনী ময়দানের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় এবং বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ। তাঁরা সভা থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই সভা শেষ হলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

নিম্নমানের রাস্তার অভিযোগে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ পথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মাণ রাস্তার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়া এলাকার ২২২ নম্বর বুথে। অভিযোগ, পিচ ঢালাইয়ের মাত্র সাত দিনের মধ্যেই রাস্তার আস্তরণ উঠে যাচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভোটপট্টি ফাঁড়ির পুলিশ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। গ্রামবাসীরা ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, কলতাপাড়া থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি যাতায়াত করেন। কৃষকেরাও এই

রাস্তা ব্যবহার করে কৃষিপণ্য পরিবহন করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঠিকমতো পাথর ও পিচ ব্যবহার না করায় হাত দিয়েই পিচ উঠে যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার হিল্লোল সরকার জানান, রাস্তা শুকোতে সময় লাগবে, তবুও অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হিমঘর নির্মাণ ঘিরে বিক্ষোভ ময়নাগুড়িতে

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের রাজারহাট পূর্ব শিশুর বাড়ি এলাকায় শ্রীগুরু হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-এর নির্মাণকাজ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হিমঘর তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে গ্যাস ব্যবহারের সময় এলাকাবাসীর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। গ্রামবাসীদের দাবি, কিছুদিন আগে নির্মাণস্থলে শর্ট সার্কিটে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও ছাদের ঢালাইয়ের পর ফাটল ও রড বেরিয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে স্থানীয়রা নির্মাণস্থলের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে আপাতত কাজ বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে সংস্থার পক্ষের সঞ্জয় কুমার ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, সরকারি অনুমতি নিয়েই সমস্ত নিয়ম মেনে নির্মাণকাজ চলছে।

নতুন রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস বুড়াগঞ্জে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের রাস্তার দাবিপূরণে শনিবার দেওয়ানভিটা সংসদ এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ এই প্রকল্পের সূচনা করেন। ১৫তম অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭০০ মিটার দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে। রাস্তা তৈরি হলে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কেশরী মোহন সিংহ বলেন, এই রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের ছিল। মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে সেই দাবিপূরণ শুরু হয়েছে। আপাতত ৭০০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও ভবিষ্যতে আরও প্রায় ২০০ মিটার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন যাতে সাধারণ মানুষ শিগগিরই এর সুবিধা পান।

উৎকর্ষের উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনা

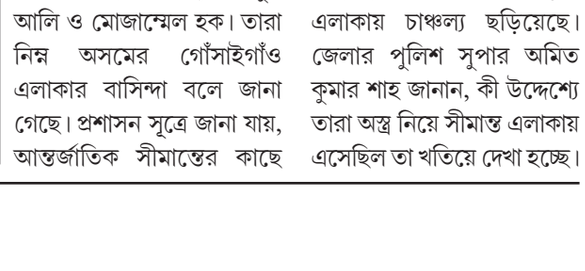

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'উৎকর্ষ'-এর উদ্যোগে শনিবার ভুটনীরঘাট ফুটবল মাঠে গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ময়নাগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়েতে শুক্রবার রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু ও দু'জন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম ছোটু কান্ত রায় (প্রায় ৮০)।

আহত শেফালী রায় ও তাঁর পুত্র পীযুষ কান্তি রায় (২৯) কে গুরুতর অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,

শুক্রবার রাতে হেলাপাকড়ি এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠান থেকে একই মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনজন।

এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ট্রাফিক পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ছোটু কান্ত রায়কে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

দুটি কমিউনিটি টয়লেটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। শনিবার খড়িবাড়ি ব্লকে দুটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে একটি শৌচাগার নির্মিত হবে খড়িবাড়ির লোহাসিং জোত এলাকায় অবস্থিত প্রাচীন শিব মন্দির সংলগ্ন স্থানে।

কেশরী মোহন সিংহ জানান, প্রতি রবিবার ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়। দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের, বিশেষ করে মহিলাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশ্রমের মোহন গিরি জানান, এতদিন শৌচাগারের অভাবে ভক্তদের সমস্যায় পড়তে হতো।

এই উদ্যোগে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারাও মহকুমা পরিষদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ভারত-ভুটান সীমান্তে গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ভারত,ভুটান সীমান্ত এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজসহ অসমের তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও এসএসবি। শনিবার কুমারগ্রাম থানার অধীন কালিখোলা এসএসবি বর্ডার আউটপোস্টের কুলকুলি এলাকা থেকে তাদের ধরা হয়। ধৃতদের নাম আজাহার আলি, মফিদুল আলি ও মোজাম্মেল হক। তারা নিম্ন অসমের গোঁসাইগাঁও এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এসএসবি জওয়ানরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ায় তল্লাশি চালানো হলে তাদের কাছ থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও কয়েক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। ভোট ঘোষণার মুখে সীমান্ত এলাকায় অস্ত্রসহ তিনজন ধরা পড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ জানান, কী উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্র নিয়ে সীমান্ত এলাকায় এসেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফালাকাটায় ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার ২

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ব্রাউন সুগারসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও ফালাকাটা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। ফালাকাটা শহরের মাদারীরোড অটোস্ট্যান্ড এলাকা থেকে দু'জনকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রায় ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

ধৃতদের নাম রফিকুল ইসলাম ও সফিউল হোসেন। রফিকুলের বাড়ি কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার টাকাগাছ এলাকায় এবং সফিউল ফালাকাটার কালীপুরের বাসিন্দা। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই সুমিষ্ট বর্মন। ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস জানান, এই মাদক চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে রবিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে।

বক্সা জঙ্গলে রহস্যমৃত্যু প্রৌঢ়ের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে এক প্রৌঢ়ের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের চেংমারি এলাকায়। মৃতের নাম চরণ মুর্মু (৬০)। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভল্কা রেঞ্জের চেংমারি বিটের জঙ্গলের ৫ নম্বর কম্পার্টমেন্ট থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। একটি ছোট গাছে গামছা বাঁধা ছিল এবং তার অন্য প্রান্ত মৃতের গলায় জড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে দেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় নয়, হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ছিল। পরনের গেঞ্জিও ছেঁড়া অবস্থায় ছিল বলে জানা গেছে। মৃতের ছেলে রাজিব মুর্মু জানান, গত শুক্রবার থেকে তাঁর বাবা নিখোঁজ ছিলেন। শনিবার পরিবারের সদস্যরাই জঙ্গলে তাঁর দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 9

মাঝিয়ান আবহাওয়া কেন্দ্রের উদ্যোগে কৃষকদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির

সাজাহান আলি ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে কৃষিকাজকে আরও লাভজনক ও সুরক্ষিত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। গত শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে অবস্থিত আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে (আরআরএস) গৌড়বঙ্গের প্রগতিশীল কৃষকদের নিয়ে আয়োজিত হল এক বিশেষ সচেতনতা শিবির।

দক্ষিণ দিনাজপুর ছাড়াও মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে আরও সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বর্তমানে মাঝিয়ান কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে দুবার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে গৌড়বঙ্গের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

এতদিন মূলত বুলেটিনের মাধ্যমে খবর পৌঁছালেও, এখন থেকে অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে তাৎক্ষণিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শিবিরে উপস্থিত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের ডঃ সুকুমার রায় এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আবহাওয়ার আগাম তথ্য সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে চাষের খরচ যেমন কমবে, তেমনই ফলনও বাড়বে। মাঝিয়ান কলেজ অফ এগ্রিকালচারের ডিন ডঃ জ্যোতির্ময় কারফর্মা কৃষকদের জানান, কীভাবে নতুন অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি আবহাওয়ার আপডেট পাওয়া যাবে এবং এর জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া কী। শিবিরে কৃষকরা তাঁদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং বিশেষজ্ঞরা তার সমাধান দেন। মূলত প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত থেকে ফসল রক্ষা করে কীভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়, সেই দিশাই দেওয়া হয়েছে এই শিবিরে। উপস্থিত কৃষি আধিকারিকরা আশাপ্রকাশ করেছেন যে, প্রযুক্তির এই ব্যবহার আগামী দিনে গৌড়বঙ্গের কৃষি মানচিত্রে এক নতুন সাফল্যের অধ্যায় তৈরি করবে।

গাজোলে বিজেপির অন্দরে ফাটল ? বিধায়ক বদলের দাবিতে পোস্টার ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, গাজোল ঃ মালদা জেলার গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই উত্তাপ ছড়াল পোস্টার বিতর্ককে কেন্দ্র করে। শুক্রবার গাজোলের বিভিন্ন এলাকায় বর্তমান বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনকে আগামী নির্বাচনে পুনরায় প্রার্থী না করার দাবি জানিয়ে পোস্টার পড়ে। 'নতুন মুখ চাই';এই বার্তাসম্বলিত পোস্টারগুলি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে জোরদার রাজনৈতিক চাপানউতোর। ২০২১ সালে গাজোল আসনে প্রথমবারের মতো জয়ের মুখ দেখেছিল বিজেপি।

তবে স্থানীয় সূত্রের খবর, গত পাঁচ বছরে বিধায়কের কাজে দলেরই একাংশ কর্মী-সমর্থক সন্তুষ্ট নন। এর আগে 'শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ' তৈরি করে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা গোপন বৈঠক ও প্রকাশ্যে সভা করে চিন্ময় দেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

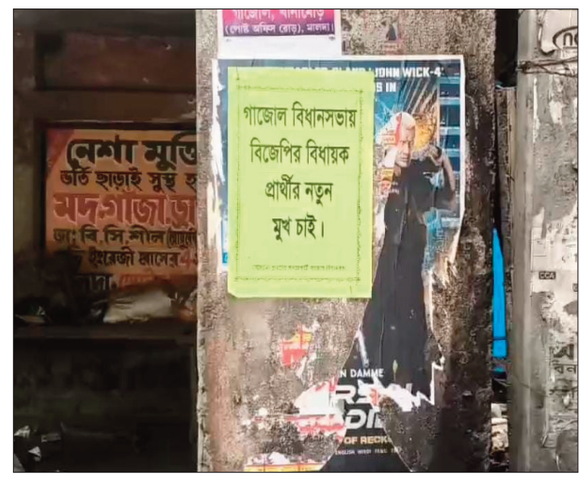

উগরে দিয়েছিলেন। শুক্রবারের পোস্টারকাণ্ড সেই অভ্যন্তরীণ অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, এটি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পরিকল্পিত চাল। নির্বাচনের আগে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে এবং দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তৃণমূলই রাতের অন্ধকারে এই পোস্টার লাগিয়েছে। অন্যদিকে, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী পাল্টাপাল্টি অভিযোগে জানিয়েছেন যে, বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বলেই তারা এখন নিজেদের দোষ অন্যের ওপর চাপাচ্ছে। তাঁর মতে, বিজেপির আদি ও নবীন কর্মীদের লড়াই এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে এবং এই পোস্টার সাধারণ বিজেপি কর্মীদেরই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিফলন। সব মিলিয়ে, প্রার্থী পদ নিয়ে বিজেপির অন্দরের এই টানাপড়েন গাজোলের নির্বাচনী সমীকরণকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।

ছেলে ধরার অভিযোগে মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ছেলে ধরা সন্দেহে এক মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদহের ভাবুকের আমতলা গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা ভরত মণ্ডলের ছোট্ট কন্যা বাড়ির কাছের একটি মন্দিরের সামনে খেলছিল।

অভিযোগ, সেই সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা আচমকাই শিশুটির দিকে এগিয়ে এসে তাকে ধরার চেষ্টা করেন। বিষয়টি নজরে পড়তেই আশেপাশের মানুষ দ্রুত ছুটে এসে মহিলাকে ঘিরে ফেলেন এবং আটক করেন। গ্রামবাসীদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছেলে ধরা নিয়ে গুজব ছড়ানোয় তারা আগেই সতর্ক ছিলেন। তাই মহিলার আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। মহিলার পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।একইসঙ্গে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

ইসলামপুরে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত ২ শিশু

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত ধনতলার ভাঙাপুল এলাকায় জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বিহারের এক মহিলা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দুই শিশুসহ আরও তিনজন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম বৈষ্ণবী সিং (৩৫)। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের অফিসার রিত্তিক সিং। ঘটনাটি ঘটে শনিবার, যখন শিলিগুড়ি থেকে একটি ফর্চুনার গাড়িতে চড়ে পরিবারটি বিহারের পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। ইসলামপুরের ধনতলা এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতিতে থাকা গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝখানের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই বৈষ্ণবী সিংয়ের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে রিত্তিক সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যায় এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কর্মরত একজন সরকারি আধিকারিকের পরিবারের এই আকস্মিক বিপর্যয়ে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবর্তন যাত্রার সমর্থনে মানিকচকে গেরুয়া শিবিরের মেগা বাইক র‍্যালি

পার্থ ঝা, নয়া জামানা, মানিকচক ঃ মালদা জেলার মানিকচকে আসন্ন 'পরিবর্তন যাত্রা' ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ এখন তুঙ্গে। কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির এই বিশেষ কর্মসূচিকে সফল করতে শনিবার বিকেলে মানিকচকে এক বিশাল বাইক মিছিলের আয়োজন করল বিজেপি যুব মোর্চা। কয়েকশো কর্মী-সমর্থকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এদিনের এই মিছিলটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বিকেল নাগাদ মানিকচক থেকে এই বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়।

এরপর রাজ্য সড়ক ধরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চন্ডিপুর এলাকায় গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সমর্থকদের হাতে ছিল দলীয় পতাকা এবং মুখে ছিল পরিবর্তন যাত্রার সমর্থনে নানা স্লোগান।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল রথযাত্রার উদ্দেশ্যকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং জনসমর্থন সুসংহত করা। এদিনের এই মিছিলে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক মণ্ডল-২ যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ রজক, জেলা বিজেপি নেতা অভিজিৎ মিশ্র সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। মিছিল শেষে আয়োজিত সভায় বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করেন। তাঁরা দাবি করেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটাতেই তাঁদের এই লড়াই। নেতৃত্বের কথায়, 'রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। সাধারণ মানুষ বর্তমানে বিকল্প শক্তির খোঁজ করছেন। আসন্ন পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমেই আমরা মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করব।' তাঁরা আরও জানান যে, আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে একটি নতুন এবং জনমুখী সরকার গঠন করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এদিনের এই সফল কর্মসূচি মানিকচকে বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রিলসের টানে উধাও ? ১৩ দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ, দুশ্চিন্তায় পরিবার

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বোনের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই আর কোনও খোঁজ নেই। টানা ১৩ দিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ রয়েছেন এক গৃহবধূ।এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর,১ নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাবাড়ি গ্রামে। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম বিসো মল্লিক (৩৪)। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়িতে রয়েছেন স্বামী বিকাশ মল্লিক এবং তাদের দুই নাবালক ছেলে। বিকাশ মল্লিক ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। প্রায় ১৫ দিন আগে তিনি বাড়িতে ফিরেছিলেন।অভিযোগ,গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাশ মল্লিক পাশের গ্রামে কাজে গেলে তার স্ত্রী বোনের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিনের পর আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের তরফে বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলেও এখনও পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি।স্বামী বিকাশ মল্লিকের দাবি, তার স্ত্রী মোবাইলে রিলস তৈরি করতেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত পোস্ট করতেন। সেই সূত্রে কারও সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল কি না তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি।ঘটনার পর হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত গৃহবধূর কোনও হদিশ মেলেনি।দ্রুত তদন্ত করে নিখোঁজ স্ত্রীর খোঁজ পাওয়ার আশায় দিন গুনছে পরিবার।

অবসরের মঞ্চে অনন্য নজির, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে লক্ষাধিক টাকা দান শিক্ষক চিত্তরঞ্জনের

নয়া জামানা, গঙ্গারামপুর ঃ দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের ইতি টেনে অবসরে গেলেন তপনের করদহ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন রায়। তবে তাঁর এই বিদায়লগ্ন কেবল অশ্রুসিক্ত স্মৃতিতে নয়, বরং এক মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। শনিবার বিদ্যালয়ের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিজের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি এক লক্ষ টাকার চেক প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দেন। গঙ্গারামপুর থানার গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন বাবু ১৯৯১ সালে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকে তিনি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন। গত ৩১ জানুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিলেও, শনিবার বিদ্যালয়ের আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় তিনি উপস্থিত হন। নাচ, গান ও স্মৃতিচারণায় ঘেরা আবেগঘন সেই পরিবেশেই তিনি সকলকে চমকে দিয়ে এই অনুদান ঘোষণা করেন। তাঁর এই উদারতায় আপ্লুত সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরজিত দাস জানান, চিত্তরঞ্জন বাবু প্রমাণ করলেন একজন আদর্শ শিক্ষক অবসরের পরেও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ থাকতে পারেন।

বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পুরাতন মালদায় তৃণমূলের দেওয়াল লিখন ও প্রচার

কুঞ্জবিহারী শর্মা, নয়া জামানা, পুরাতন মালদহ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল তৃণমূল কংগ্রেস।

শনিবার দুপুরে পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হয়।

স্থানীয় কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মার নেতৃত্বে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষসহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিন প্রচারের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এসআইআর ইস্যু। বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দেওয়ালে বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান লেখেন কর্মীরা। কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা স্পষ্ট জানান, প্রার্থী যেই হোন না কেন, লক্ষ্য একটাই;মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করা। মানুষের সমর্থন তাঁদের সঙ্গেই রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে এবং কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই এখন থেকে এই জোরদার প্রচার শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 10

ভাগীরথীর পাড়ে রহস্যের ইঁদারা, কাঠগোলা বাগানবাড়ির ইতিবৃত্ত

নয়া জামানা ডেস্ক

ভাগীরথীর পাড়ে আজও ফিসফিস করে ইতিহাস। মুর্শিদাবাদের অলিগলি জুড়ে নবাবী আমলের যে মায়াবী হাতছানি, তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কাঠগোলা বাগানবাড়ি। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থাপত্য ঘিরে দানা বেঁধেছে নানাবিধ রহস্য। স্থানীয় জনশ্রুতি আর ইতিহাসের চোরাস্রোতে এই বাগানবাড়ির নাম ও উৎস নিয়ে তৈরি হয়েছে এক ধোঁয়াশা। কেউ বলেন কাঠের কারবার, কেউ আবার খুঁজে পান দুষ্প্রাপ্য কাঠগোলাপের সুবাস। তবে সব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে এক গুপ্তধন প্রাপ্তির রোমহর্ষক কাহিনি।

জিয়াগঞ্জের দুগর পরিবারের চার ভাই লক্ষ্মীপৎ, জগপৎ, মহীপৎ এবং ধনপৎ সিংয়ের হাত ধরে গড়ে ওঠা এই প্রাসাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য এক মুর্শিদাবাদ।

কাঠগোলা নামের উৎপত্তি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। বাগানবাড়ির প্রবেশপথে যে বিশাল নহবত গেটটি রয়েছে, তার সামনের রাঙ্গা স্তাটি একদা কাঠের গোলার জন্য পরিচিত ছিল। সেখান থেকেই লোকমুখে নাম হয়েছে 'কাঠগোলা'। আবার বিপরীত মেরুর মত অনুযায়ী, এই বাগান এককালে উপচে পড়ত নজরকাড়া সব ফুলে। বিশেষ করে কাঠগোলাপের প্রাচুর্য ও খ্যাতির কারণেই নাকি এই নামকরণ। নামের এই দ্বৈরথ আজও পর্যটকদের কৌতূহলী করে তোলে। তবে কেবল নাম নয়, এই বাড়ির মালিকদের পরিচয় নিয়েও রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। কেউ তাঁদের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হিসেবে সম্মান দেন, আবার কেউ বা তাঁদের অতীতের আড়ালে খুঁজে পান দস্যুবৃত্তির কালো ছায়া। কথিত আছে, বাগানবাড়ির পূর্ব দিকে এক পুরনো মসজিদ ও কবরস্থানের পাশে থাকা একটি প্রাচীন ইঁদারা বদলে দিয়েছিল দুগর ভাইদের ভাগ্য। সেখান থেকেই নাকি বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন উদ্ধার করেছিলেন তাঁরা। সেই ধনের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই জমকালো প্রাসাদ ও বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির। এই জৈন মন্দিরটি কাঠগোলার স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। প্রাসাদের চত্বরে আজও চার ভাইয়ের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি তাঁদের সেই দাপুটে অতীতের সাক্ষ্য দেয়।

এককালে এখানে বসত সুর আর তালের জলসা। নবাব থেকে শুরু করে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্তারা নিয়মিত যাতায়াত করতেন এই প্রমোদভবনে।

আভিজাত্যের আড়ালে এই বাগানবাড়িই হয়ে উঠেছিল রাজনীতির গোপন আঁতুড়ঘর। কাঠগোলার সবচেয়ে রহস্যময় অংশ হলো এর ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ। ভাগীরথী নদীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই গোপন পথটি নাকি বিস্তৃত ছিল জগৎশেঠদের বাড়ি পর্যন্ত। পলাশীর যুদ্ধের আগে ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের যে গভীর ষড়যন্ত্র দানা বেঁধেছিল, এই বাগানবাড়ির দেওয়ালগুলো তার নীরব সাক্ষী। আজ সেই জৌলুস হয়তো কিছুটা স্তিমিত, কিন্তু এর সংগ্রহশালা, চিড়িয়াখানা আর বাঁধানো পুকুর দেখতে আজও ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ।

নবাবী শাসনের অবসান আর কলকাতার উত্থানের মাঝে কাঠগোলা আজও তার গোপন সুড়ঙ্গ আর গুপ্তধনের আখ্যান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। 'এক সময়ে এই বাগানবাড়িতে নিয়মিত জলসা হত। নবাব এবং অভিজাতদের যাওয়া আসা ছিল এখানে। ইংরেজরাও এখানে আসতেন। মুর্শিদাবাদে ব্রিটিশদের ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রেও এই বাগানবাড়ি জড়িয়ে ছিল। বাগানের ভিতর একটি সুড়ঙ্গপথ আছে, যা ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত। ওই গোপন পথে জগৎশেঠদের বাড়ি যাওয়া যেত বলে শোনা যায়।

এখানকার প্রাসাদ, সংগ্রহশালা, বাগান, আদিনাথ মন্দির, চিড়িয়াখানা, বাঁধানো পুকুর, গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে ভিড় করেন প্রচুর মানুষ।' ছবি সংগৃহিত।

পরিবর্তন যাত্রার'রথ' আটকানো নিয়ে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে বচসা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বড়ঞায় বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'কে কেন্দ্র করে এদিন ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জালিবাগান এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে যাত্রার সুসজ্জিত রথটি আটকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের দীর্ঘক্ষণ ধস্তাধস্তি ও বচসা চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। বিজেপির অভিযোগ, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে মিছিলে বাধা সৃষ্টি করেছে।বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বড়ঞার আন্দি এলাকা থেকে এই 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'র সূচনা হয়। মিছিলে ছিল একটি সুসজ্জিত রথ, একাধিক ট্যাবলো এবং দলীয় কর্মীদের অসংখ্য ছোট-বড় গাড়ি। মিছিলে রাজ্য ও জেলা স্তরের একাধিক প্রথম সারির বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন। মিছিলটি আন্দি থেকে যাত্রা শুরু করে জালিবাগান এলাকায় পৌঁছালে সেখানে আগে থেকে মোতায়েন থাকা পুলিশ বাহিনী রথের গতিপথ আটকে দেয়।কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং বড়ঞা থানার আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী রথটির সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিশেষ কিছু কারণে রথটিকে আর এগোতে দেওয়া সম্ভব নয়।

এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। ঘটনাস্থলেই পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়।

গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ আগেই জমা দেওয়া হয়েছিল, তবুও মিছিল বিলম্বিত করতে পরিকল্পিতভাবে এই বাধা দেওয়া হয়েছে।দীর্ঘক্ষণ টানাপোড়েনের পর পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। পরে পরিবেশ শান্ত করতে পুলিশ রথটিকে নিজেদের কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ বজায় ছিল। অশান্তি এড়াতে গোটা যাত্রাপথে বাড়তি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশ সময় নষ্ট করে তাদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

তৃণমূল-সিপিএম ছেড়ে জেইউপিতে যোগদান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভগবানগোলা দু'নম্বর ব্লকের আখেরীগঞ্জ অঞ্চলে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শনিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে প্রায় ৬০০ জন কর্মী-সমর্থক আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগদান করেছেন বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। যোগদানকারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি জানান, দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা কখনও কোন পদ বা সুযোগের প্রত্যাশা করেননি। নতুন দলে যোগ দিয়েও তাদের কোন পদের দাবি নেই। তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এবং অনেকেই হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির ব্লক সভাপতি শাজাহান আলী বলেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনই প্রমাণ করছে যে বহু মানুষ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে দলে দলে আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন।

হারানো গড় ফেরাতে মরিয়া কংগ্রেস, অধীরের আগাম প্রার্থী ঘোষণা

নয়া জামানা , কান্দি ঃ বঙ্গে নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজেদের পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতীয় কংগ্রেস। একদা কংগ্রেসের অভেদ্য দুর্গ হিসেবে পরিচিত কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রটি পুনরায় দখলে নিতে এবার বড়সড় চমক দিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শামিম রানার নাম ঘোষণা করেছেন বর্ষীয়ান নেতা অধীর চৌধুরী।এদিন সালারের এক যোগদান সভা থেকে অধীর চৌধুরী এই চমকপ্রদ ঘোষণাটি করেন। তিনি জানান, কান্দি বিধানসভা আসনটি কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও সম্মানের লড়াই। সেই হৃত গৌরব ফিরে পেতেই এআইসিসি-র কাছে ডাক্তার শামিম রানার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। অধীর চৌধুরী বলেন, আমরা চাই রাজনীতিতে ভালো মানুষ আসুক। পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মানুষকে সামনে রেখে কান্দিতে আমরা নতুন লড়াই শুরু করছি।কান্দি শহরের সুপরিচিত চিকিৎসক শামিম রানার নাম ঘোষণা হতেই স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়।কান্দি বিধানসভার রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন প্রয়াত 'রাজাবাবু' অর্থাৎ অতীশচন্দ্র সিংহের দখলে ছিল। তিনি ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে কংগ্রেসের প্রতীকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ২০০৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের অন্দরেই সমীকরণ বদলে যায়। অতীশচন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করে জয়ী হন অপূর্ব সরকার। পরবর্তীতে অতীশচন্দ্র সিংহ তৃণমূলে যোগ দিলেও ২০১০ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে পুনরায় অপূর্ব সরকার কংগ্রেসের টিকিটে জিতলেও ২০২১ সালে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন।বর্তমানে কান্দি তৃণমূলের দখলে থাকলেও পেশাদার এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শামিম রানাকে প্রার্থী করে কংগ্রেস সাধারণ ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে চাইছে। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকেই হাতিয়ার করছে দল। এ প্রসঙ্গে ডাক্তার শামিম রানা অত্যন্ত সংযতভাবে জানান, দল আমাকে যে সম্মান ও দায়িত্ব দিচ্ছে, আমি সাধ্যমতো তা পালন করার চেষ্টা করব। দলের নির্দেশ মেনেই মানুষের সেবায় কাজ করে যাব।

রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূলের মিছিলে স্কুলছাত্রী, নারী দিবসের কর্মসূচিতে বিতর্কের ছায়া

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে এক রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের মিছিলে সরকারি স্কুলের ছাত্রীদের উপস্থিতি ঘিরেই তৈরি হয়েছে এই চাপানউতোর। একটি রাজনৈতিক দলের মিছিলে কেন স্কুলপড়ুয়াদের শামিল করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। শনিবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ শহরে এই পদযাত্রার ডাক দিয়েছিল জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সভানেত্রী হালিমা খাতুন। অভিযোগ, এই মিছিলে সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি পা মেলায় স্থানীয় একটি সরকারি স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রী।

স্কুল চলাকালীন বা স্কুলপড়ুয়াদের এভাবে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যবহার করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিরোধী পক্ষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। তাদের অভিযোগ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কৌশলে রাজনীতির ময়দানে টেনে আনা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের এভাবে দলীয় মিছিলে ব্যবহার করা অনভিপ্রেত ও অনৈতিক। যদিও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন হালিমা খাতুন। তাঁর সাফাই, স্কুলের ছাত্রীদের হাতে কোনো দলীয় পতাকা দেওয়া হয়নি। আমাদের কর্মীরাই দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে ছিলেন। নারী দিবস উপলক্ষে সচেতনতার বার্তা দিতেই এই পদযাত্রা করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় বরং সচেতনতা বৃদ্ধির লড়াই ছিল। কিন্তু মিছিলে দলীয় পতাকার উপস্থিতি এবং ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিরোধীরা সরব হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের রাজনৈতিক মহলে এখন উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও, ঘটনার রেশ সহজে কাটছে না।

ভোটের মুখে হরিহরপাড়ায় সকেট বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায়। শনিবার বিহারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর মাঠ সংলগ্ন পুকুর পাড় থেকে একটি ব্যাগ ভর্তি সকেট বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ব্যাগে পাঁচটি বোমা ছিল বলে জানা গিয়েছে। ভোটের আগে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন সকালে মাঠে কাজ করতে গিয়ে একটি সন্দেহজনক নাইলনের ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় কৃষকরা। ব্যাগের ভেতর বোমা রয়েছে বুঝতে পেরেই খবর দেওয়া হয় হরিহরপাড়া থানায়। পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই লাইলনের ব্যাগে পাঁচটি সকেট বোমা রয়েছে। কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলটি কর্ডন করে দেয় এবং বোম স্কোয়াডকে খবর পাঠানো হয়।কারা এই বোমাগুলো সেখানে রেখে গেল কিংবা নির্বাচনের আগে কোনো বড়সড় নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মাঠের ধারে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় রামকৃষ্ণপুর এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

প্রতিকূলতা ছাপিয়ে ইউপিএসসির ৭৬৪তম স্থান দখল সাগরদিঘির কৃষক-কন্যা সানার

নয়া জামানা, সাগরদিঘি ঃ দারিদ্র্য কোনোদিন মেধার পথে বাধা হতে পারে না, ফের তা প্রমাণ করলেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির মেয়ে সানা আজমি। শুক্রবার প্রকাশিত ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে ৭৬৪তম স্থান দখল করেছেন তিনি। অভাবী কৃষক পরিবারের এই কন্যার সাফল্যে খুশির জোয়ার জেলাজুড়ে। বর্তমানে তাঁর লক্ষ্য দেশের সেবায় আইপিএস অফিসার হওয়া। সাগরদিঘি থানার কাবিলপুর পঞ্চায়েতের পাঁকালপাড়া গ্রামের এক অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে সানার বড় হয়ে ওঠা। বাবা মইজুদ্দিন শেখ পেশায় চাষি, অভাবের সংসারে মাঝেমধ্যে শ্রমিকের কাজও করতে হয় তাঁকে। মা ফুলবানু বিবি গৃহবধূ। প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই কেল্লাফতে করেছেন সানা। মেয়ের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা-মা থেকে প্রতিবেশী সকলেই। সানার দাদা ইমরান আলি বলেন, 'দিদি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক, ভাই ও বোনদের তৈরি করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। সেটা ছোটো বোন করে দেখিয়েছে। ওকে দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।' লেখাপড়ার হাতেখড়ি গ্রামের স্কুল থেকেই। কাবিলপুর হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর আল-আমিন মিশন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন সানা। এরপর উচ্চশিক্ষার টানে পাড়ি দেন দিল্লি। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় সিভিল সার্ভিসের কঠিন লড়াইয়ের প্রস্তুতি। সানার সাফল্যে গর্বিত জেলা প্রশাসনও। ইন্টারভিউয়ের আগে সানাকে সাহায্য করেছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুধীরকুমার রেড্ডি। তিনি বলেন, 'ইন্টারভিউয়ের আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি ওঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমরা দেশের জন্য আরও ভালো কিছু করব।' অন্যদিকে, কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমানের মতে, 'সানা আজমীর এই সাফল্য রাজ্য স্তরীয় সাফল্য, বলা যায় গোবরে পদ্ম ফুল, এরকম প্রত্যন্ত এলাকায় মেধা ও পরিশ্রমকে সম্বল করেই সাফল্যের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে।' অভাব থাকলেও সন্তানদের শিক্ষায় কোনোদিন খামতি রাখেননি মইজুদ্দিন দম্পতি। সানার এক দিদি চিকিৎসক এবং মেজ দিদি বর্তমানে দার্জিলিংয়ে এমবিবিএস পড়ছেন। দাদা ব্লকের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। মেধা ও জেদকে সম্বল করে সানার এই জয় এখন মুর্শিদাবাদের হাজারো পড়ুয়ার কাছে অনুপ্রেরণার নাম।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 11

পঞ্চম দোলের আগের দিন খরুণে ঐতিহ্যবাহী ‘ন্যাড়া পোড়া উৎসবে’ মেতে উঠলো গোটা গ্রাম

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পঞ্চম দোলের আগের দিন বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত খরুণ গ্রামে পালিত হল বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ন্যাড়া পোড়া উৎসব। শনিবার সন্ধ্যে থেকেই গ্রামজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ। এই প্রাচীন লোকাচার দেখতে গ্রামের বহু মানুষ ভিড় জমান। প্রথা অনুযায়ী এদিন খরুণ গ্রামের রায় বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ঢোল কাঁসর ঘণ্টা ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে নারায়ণ ঠাকুরকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের শ্যামতলায়। শোভাযাত্রায় গ্রামের বহু বাসিন্দা অংশ নেন। সেখানে ন্যাড়া পোড়ার নির্দিষ্ট স্থানে নারায়ণ ঠাকুরকে স্থাপন করে শুরু হয় পূজা অর্চনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার। গ্রামের পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় পূজার সমস্ত বিধি।পূজা শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনে ন্যাড়া পোড়ার স্থানের চারপাশে নারায়ণ ঠাকুরকে আট পাক ঘোরানো হয়। এরপর পঞ্চম দোলের রঙ দিয়ে সেই স্থানকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়। সমস্ত আচার সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত ন্যাড়া পোড়া অনুষ্ঠান।স্থানীয়দের কথায় সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ তালের পাতা দিয়ে তৈরি ন্যাড়া পোড়ায় আগুন ধরানো হয় এবং রাত প্রায় আটটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আগুন জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের ভিড় আরও বেড়ে যায় এবং উৎসবের আবহে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম।এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে গ্রামের মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামের ছোট বড় সকলেই এমনকি বাড়ির মেয়ে ও বউরাও ভিড় করেন এই ঐতিহ্যবাহী রীতি দেখতে। স্থানীয়দের দাবি যুগ যুগ ধরে খরুণ গ্রামে পঞ্চম দোলের আগের দিন এই ন্যাড়া পোড়ার প্রথা পালিত হয়ে আসছে এবং আজও সেই ঐতিহ্য একইভাবে বজায় রয়েছে হলে জানান তারা।

পানীয়জল সংকটের অবসান ! প্রশাসনিক উদ্যোগে খরুন গ্রামে বসলো টাইম কল

সায়ন ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা ইতিমধ্যেই বেজে উঠেছে। এখন নির্বাচন কমিশনের তরফে কবে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ। তারই মধ্যে বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের খরুণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছাল কিছুটা স্বস্তির খবর। দীর্ঘ দিন ধরে তীব্র জলসংকটে ভুগতে থাকা খরুণ গ্রামের কামারপাড়া ও পুটটি গড়ে পাড়ার বাসিন্দারা অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই দুই পাড়ায় পানীয় জলের তীব্র সমস্যা ছিল। প্রতিদিন জল সংগ্রহ করতে দূরদূরান্তে যেতে হত এলাকাবাসীদের।
বিশেষ করে গরমের সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠত। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে গ্রামবাসীরা একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হন।গ্রামবাসীদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং খরুণ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব সাহার কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সে সময় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নির্বাচনের আগেই সমস্যার সমাধান করা হবে এবং যে জায়গা পর্যন্ত টাইম কল বসানোর কথা বলা হয়েছে, সেখান পর্যন্তই কাজ সম্পন্ন করা হবে। এরপরই ওই এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয় বলে দাবি গ্রামবাসীদের। টাইম কল বসানোকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। কাজের পথে কিছু প্রশাসনিক ও স্থানীয় সমস্যাও সামনে আসে বলে জানা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সব বাধা কাটিয়ে নির্ধারিত জায়গা পর্যন্ত টাইম কলের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। অবশেষে দীর্ঘদিনের জলকষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কামারপাড়া ও পুটটি গড়ে পাড়ার বাসিন্দারা। এলাকায় এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে পানীয় জলের পরিস্থিতি। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি দুই পাড়ার মানুষজন।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলাকাবাসীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, খরুণ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব সাহা এবং সংশ্লিষ্ট বুথ সভাপতিকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।সব মিলিয়ে দীর্ঘদিনের জলসংকটের অবসান ঘটায় দুই পাড়ার মানুষের মুখে এখন স্বস্তির হাসি ফুটেছে। স্থানীয়দের আশা, ভবিষ্যতেও এভাবেই এলাকার উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে।

কীর্ণাহারে তৃণমূল- বিজেপি ব্যাপক সংঘর্ষ, আটক ২ বিজেপি সমর্থক

রুম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের কীর্ণাহারে। জয় বাংলা ও জয় শ্রীরাম স্লোগানকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা এবং পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটের পর পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা সিউড়ি-কাটোয়া ৬ নম্বর রাজ্য সড়ক ধরে কীর্ণাহার হাসপাতাল সন্নিকট পৌঁছায়। সেই সময় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা দলীয় পতাকা নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন।পাল্টা বিজেপি কর্মীরাও জয় শ্রীরাম স্লোগান তুললে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়।অভিযোগ, এরপর কীর্ণাহার ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি নেতা তারকেশ্বর সাহা অভিযোগ করেন, পরিবর্তন যাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান তুলে উসকানি দেন এবং পরে বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হন। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় বিজেপি কর্মীরাই আক্রমণ চালান। তৃণমূলের দাবি, দলীয় কার্যালয়ের সামনে থাকা একাধিক চেয়ার ভাঙচুর করা হয় এবং দলীয় পতাকাও ছিঁড়ে দেওয়া হয়।ঘটনার প্রতিবাদে একই দিন বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দফতরের সামনে ধর্নায় বসেন বিজেপি নেতাসহ অন্যান্য বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনার পর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শনিবার সন্ধ্যায় কীর্ণাহার বাজার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রোডমার্চ করা হয়। রোডমার্চ এর মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই ঘটনাই ২ জন বিজেপি কর্মী সমর্থককে আটক করেছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ।বিজেপির পক্ষ থেকে অবিলম্বে তাদের কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথা জানিয়েছে রবিবার।

নবদ্বীপে কেরোসিনের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! আগুন নেভাতে নাজেহাল দমকল

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মজুত রাখা এক অবৈধ কেরোসিন তেলের গোডাউনে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঈদিলপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে কেরোসিন তেল মজুত থাকা একটি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঈদিলপুরের কেরোসিন গোডাউনে লাগা আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়ানক আকার ধারণ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তার পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকলকে।এরপর দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকল পৌঁছাতে বেশ কিছু সময় দেরি করে এবং দমকলের প্রথম ইঞ্জিন আসার পর আধঘন্টা ধরে চেষ্টা করেও ইঞ্জিন চালাতে পারেনি। শেষমেষ ইঞ্জিন চালু হলে দেখা যায় দমকলের দুটি নজেলের মধ্যে একটি নজেল কাজ করছে।প্রায় এক ঘন্টা পর কৃষ্ণনগর থেকে আরও একটি ইঞ্জিন আনা হয়। ততক্ষণে আগুনের তীব্রতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।পরে কৃষ্ণনগর থেকে আসা ওই ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও আগুন লাগার প্রাথমিক কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,কেরোসিন তেল মজুত করে রাখা হতো ওই জায়গায় আর সেই থেকেই কোনও কারণবশত আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। গোটা ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত করছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

পুলিশের হানায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাকড়াও যুবক

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই অতি সক্রিয় হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। এবার গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার দুপুরে ধৃতকে তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। সূত্রের খবর,
নদীয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, এরপর ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার করে কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেপ্তার করা হয় সেই যুবককে। তবে কি কারনে অস্ত্র নিয়ে সে ঘোরাফেরা করছিল তার তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অসামাজিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল ওই যুবকের। যদিও আরো কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত তার তদন্তের স্বার্থে আদালতে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।
উল্লেখ্য, যত দিন যাচ্ছে ততই বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাড়ছে রাজনৈতিক পারদ। পরিবেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতি সক্রিয় রয়েছে পুলিশ।পুলিশের এই অতি সক্রিয়তার কারণেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ পাকড়াও হলো এই যুবক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমিতে হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিকল্পনার অভিযোগ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঘিরে সিউড়িতে তোলপাড়

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়িতে অবস্থিত বীরভূম ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাম আমলে সরকারের তরফে দেওয়া প্রায় ২৭ একর জমির উপর গড়ে উঠেছিল এই কলেজ। কিন্তু সেই জমি ও কলেজের এগ্রিমেন্ট না মেনে মাত্র ২ কোটি টাকায় একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন জগন্নাথ চ্যাটার্জী।
এই অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। জগন্নাথ চ্যাটার্জীর দাবি, সরকারি জমি এভাবে বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা আইনসঙ্গত নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে এই জমি হস্তান্তর করা হলো এবং কোন প্রক্রিয়ায় এত বড় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি মাত্র ২ কোটিতে বিক্রি হয়ে গেল।তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমানে ওই ট্রাস্টের সভাপতি রয়েছেন সরকারি আইনজীবী মলয় মুখার্জি। তাঁর দাবি, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের মালিক মলয় পিটের একটি সংস্থার কাছেই এই জমি বিক্রি করা হয়েছে।জগন্নাথ চ্যাটার্জীর আশঙ্কা, কলেজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই জমির উপর হোটেল ও রেস্তোরাঁ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ জমিতে এ ধরনের বাণিজ্যিক প্রকল্প কীভাবে করা সম্ভব, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।এই বিষয়ে তিনি শীঘ্রই প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

একই বুথে ডিলিটেড দুশো’র অধিক ভোটার, নথির আতঙ্কে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীর

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ একই বুথে ২২২ জন বৈধ ভোটারের নাম বাদ,আতঙ্কে গোটা গ্রামের মানুষ।ভোটার লিস্টে নাম না উঠলে আত্মহত্যা করার হুঁশিয়ারি প্রত্যেক ভোটারের। বর্তমানে কালো ছায়া গোটা গ্রামে।নদীয়ার শান্তিপুর হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রাম ৭৪ নম্বর বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৫০, শুনানিতে ডাক পরে ৩৭৭ জনের। বৈধ কাগজপত্র জমা দিয়েও ২২২ জন ভোটারের নাম বাদ চলে যায়, এরপরে গোটা গ্রামের মানুষের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ উঠে আসে। প্রত্যেকটি বৈধ ভোটারের দাবি, তাদের চক্রান্ত করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলছেন ভোটাররা।অনেকেই জানাচ্ছেন, জন্ম থেকে এই দেশে বসবাস করছেন তারা, পড়াশোনা থেকে শুরু করে চাকরি এই দেশেই। ২০০২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ভোট দান করেছেন, তবুও কেন এইভাবে তাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গেল। এসআইআর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছেন, তবুও রেহাই মিলল না। বাদ দেয়া হলো ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে। আর তাতেই ক্ষোভে ফুসছে গ্রামের মানুষ। সরাসরি আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দেন নাম বাদ যাওয়া প্রত্যেকটি ভোটার। মহিলা ভোটারদের দাবি, তাদের দুরবস্থার কথা কাকে বলবেন, আজকে তারা চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। এরই আতঙ্কে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ গোটা গ্রামের মানুষের। গ্রামের মানুষের দাবী, দ্রুত যদি এর সমাধান না হয় তাদের যদি অন্য দেশে চলে যেতে হয় তার আগে এই গ্রামে পরিবার নিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য গোটা রাজ্যে প্রায় ৬৫ লক্ষ্যের বেশি বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে ধর্নায় বসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কত দিনে টনক নড়ে নির্বাচন কমিশনের সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বোলপুরে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক, এক ফ্রেমে অনুব্রত-কাজল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সিদ্ধান্তে শনিবার বিকেলে বোলপুরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হয়ে গেল কোর কমিটির বৈঠক। এদিন ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, সাংসদ অসিত মাল ও শতাব্দী রায়, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী অভিজিৎ সিংহ এবং আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়।বৈঠক শেষে বিধায়ক আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনের আগে দলীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে করা হয় এই বৈঠক। এছাড়াও তিনি বলেন, শনিবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর যুব সাথী প্রকল্পের ভাতা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানাই।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 12

বিজেপির অন্দরে কোন্দল ! দলেরই নেতাদের বিরুদ্ধে পোস্টার

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ভোট ঘোষণা এখনও হয়নি। প্রচার শুরু হয়নি পুরোদমে। তার আগে রাজ্যের শাসক বিরোধী শিবির বিজেপির ঘরে রীতিমতো কোন্দল শুরু হল। ঘটনা ঘিরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক তরজা দেখা দিয়েছে। একদল নেতার বিরুদ্ধে দলেরই লোকজন নানা অভিযোগে পোস্টার সাঁটিয়েছেন।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই দলের অন্দরে অস্বস্তি অনেকটাই বেড়েছে। তবে এ নিয়ে কোন নেতাই কোন মন্তব্য করেননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কাটোয়ার রাজপথে দলের একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ এবং অভিযোগমূলক পোস্টারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। ওই পোস্টারগুলোতে স্পষ্ট ভাষায় দাবি করা হয়েছে যে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর অনেক জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব বিজেপি কর্মীদের পাশে না দাঁড়িয়ে সরাসরি শাসক দলের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন। এই ধরনের ঘটনার ফলে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যা এখন পোস্টারের মাধ্যমে জনসমক্ষে আসছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দাবি, যে সমস্ত নেতা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারেননি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তাদের কোনও ভাবেই দলের রাজনৈতিক মঞ্চে জায়গা দেওয়া যাবেনা।

পোস্টারগুলোতে বিজেপির একাধিক প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অভিযুক্তদের তালিকায় উঠে এসেছে অনিল দত্ত, অধ্যাপক দয়াময় বিষুই, প্রাক্তন জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ, সীমা ভট্টাচার্য, অশোক রায় এবং পূর্ণেন্দু দত্তর মতো ব্যক্তিদের নাম।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তারা মূলত অকর্মণ্য এবং দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। পোস্টারদাতাদের মতে, কাটোয়া বিধানসভায় বিজেপি সংগঠনকে রক্ষা করতে হলে এই সমস্ত নেতাদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া অপরিহার্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে অস্বস্তি বাড়ছে। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে শনিবারই এই জেলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি ছিল।

কিন্তু তার ঠিক আগেই এই ধরনের পোস্টার এবং আদি বিজেপি কর্মীদের বিদ্রোহ দলের ভাবমূর্তিকে সংকটে ফেলল বলে দাবি অনেকেরই। বিক্ষুব্ধ কর্মীদের আশঙ্কা, হিন্দুত্ববাদী এবং আদর্শগত ভাবে স্বচ্ছ কর্মীদের দূরে সরিয়ে রাখার ফলে সংগঠন দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পরিবর্তন যাত্রার লোক সমাবেশের ওপর পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মীরা মনে করছেন যে, বর্তমান নেতৃত্ব যদি তাদের সঠিক মর্যাদা না দেয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়,

তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার ফল ভোগ করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে এই অভ্যন্তরীণ অন্তর্কলহ দলেরই বেশি ক্ষতি করছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

নির্বাচনে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সেক্টর অফিসারদের প্রশিক্ষণ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। শনিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক এস পোন্নাবলমের তত্ত্বাবধানে পুলিশ সেক্টর অফিসার এবং সিভিল সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল তৃণমূল স্তরে নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা এবং 'ভালনারিবিলিটি ম্যাপিং' বা সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া।নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে সংবেদনশীল এলাকাগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। এদিনের প্রশিক্ষণে সেক্টর অফিসারদের জানানো হয়, কীভাবে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভোটারদের আস্থা অর্জন করা যায়।

প্রতিটি সেক্টর অফিসারকে তাঁদের অধীনে থাকা প্রায় ১০টি বুথ বা নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসনের কাছে জমা

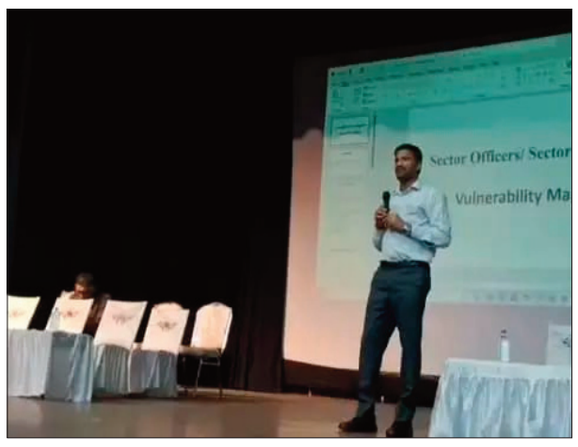

দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতেই এই 'ম্যাপিং'-এ জোর দেওয়া হচ্ছে।জেলাশাসক এস পোন্নাবলম জানান, আগামী ১৬ মার্চের আগে যেকোনো দিন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। কারণ তার আগেই নির্বাচন কমিশনের উচ্চপর্যায়ের দল রাজ্যে আসছেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, নির্বাচনের দিন ঘোষণার সাথে সাথেই রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হবে। তাই আগেভাগেই অফিসারদের তৈরি রাখা হচ্ছে, যাতে তৃণমূল স্তরে তাঁরা প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে কমিশনের নতুন নির্দেশিকাগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।উপস্থিত আধিকারিকগণ এদিনের গুরুত্বপূর্ণ এই শিবিরে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী, আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাসসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ নির্বাচনী আধিকারিকরা।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিনের শিবিরে সিভিল ও পুলিশ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ছেলেধরা আতঙ্ক , গ্রামবাসীদের হাতে ৭ সন্দেহজনক আটক

নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ গ্রামে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল ৭ ব্যক্তি, যাদের মধ্যে ৪জন ছিল মহিলা ৩জন পুরুষ। তবে তাদের চলাফেরা এবং আচরণবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে। নিমেষেই এলাকায় চাঞ্চল্য ও ছেলেধরার গুজব ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চলের ছত্রিশ গন্ডা গ্রামের মসজিদ মোড় সংলগ্ন এলাকায়।শনিবার সকালে গ্রামবাসীরা যখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় হঠাৎই একদল এত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি (যাদের মধ্যে চারজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ ছিল) তারা টোটোয় চেপে প্রবেশ করে ছত্রিশ গণ্ডা গ্রামে। পরে তাদের আচরণবিধি এবং চালচলনে অসংগতি ধরা পড়ায় গ্রামবাসীরা ওই ব্যক্তিদের টোটোটি আটক করে এবং গ্রামবাসীরা জানতে চাই যে তারা কোথা থেকে এসেছ ? তখন তাদের মধ্যে কেউ জানাই আমি উখরা থেকে এসেছি কেউ বা জানাই বহুলা থেকে এসেছি। কার্যত তাদের এমন উত্তরে গ্রামবাসীদের মনে সংশয় জাগে। স্থানীয় মানুষজন তাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাইলে প্রত্যেকের পরিচয় পত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে ৩৬ গন্ডা গ্রামের বাসিন্দা তথা শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান দেবজ্যোতি গড়ি জানান, এমন ঘটনাই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আমরা গ্রামবাসীরা সন্দেহের কারণে শান্তিপূর্ণভাবে তাদেরকে আটক করে রাখি, পড়ে ঘটনাস্থলে প্রশাসন পৌঁছালে তাদের হাতেই তুলে দিয়েছি।অন্যদিকে, গ্রামবাসীদের চোখে ছেলেধরা সন্দেহে চিহ্নিত ব্যক্তিরা তাদের কথায় বলেন আমরা গ্রামে এসেছি বিয়ের আদায়ের জন্য। কিন্তু গ্রামবাসী অন্যথায় আমাদের ছেলে ধরা সন্দেহে আটক করেছে। বর্তমানে শ্যামলা অঞ্চলে এমন ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় স্থানীয় মহলে। তবে প্রশাসন সকলকে সচেতন করে জানান কেউ গুজব ছড়াবেন না ও গুজবে কান দেবেন না।

প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের বিরুদ্ধে পোস্টার,

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মূল কারণ দাবি তৃণমূল বিধায়কের

রাকেশ লাহা ,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল হাঁটাও জামুরিয়া বাঁচাও, জামুরিয়া বিধানসভায় আমরা কোনমতে বহিরাগত প্রার্থী মেনে নেব না, এছাড়াও অপূর্ব হাজরার মত জেলা সাধারণ সম্পাদক বালিচোর, কয়লা চোর চটি চাটা তোলাবাজ কে জামুরিয়া থেকে দূরে রাখা হোক,এই পত্রের মাধ্যমে জেলাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে যদি জনস্বার্থে জেলা ও রাজ্য উচিত নির্ণয় না নেয় তাহলে জামুরিয়া বিধানসভার অধিকাংশ কর্মী নির্বাচনে বসে পড়বে এবং সাধারণ মানুষ বহিরাগত প্রার্থীকে ভোট দেবে না। এমনই দাবি সম্মলিত পোস্টার পড়ল শিল্পাঞ্চল জামুরিয়ায়। আর এই বিষয়টি সামনে আসতেই শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক চর্চার পারদ ঊর্ধ্বমুখী।প্রসঙ্গত শনিবার সকালে জামুরিয়া বিধানসভা এলাকায় দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল হাঁটাও জামুরিয়া বাঁচাও এমনই শিরোনাম এবং পদ্ম ফুলের মাঝে উল্লিখিত আরও বেশ কয়েক দফা দাবি সম্বলিত পোস্টার। কে বা কারা এই পোস্টটার সাঁটিয়েছে তা জানা না গেলেও রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি তুঙ্গে। পোস্টার এর

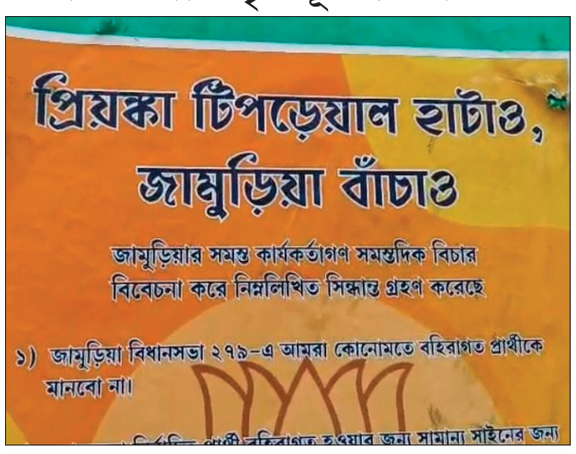

মাঝে পদ্মফুলের চিহ্ন থাকলেও এটি বিজেপির পক্ষ থেকে লাগানো হয়নি। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে বেশি ব্যবধানে জামুরিয়া থেকে শাসক দল হারবে বলেই চক্রান্ত করে শাসকদলের লোকজন এই পোস্টার চিটিয়েছে বলেই দাবি বিজেপি নেতা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় সিং - এর। এমন ঘটনায় বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালও জানান, তৃণমূল দলে কাপুরুষ আছে সেটা আমরা জানতাম, আজ তারা সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে। প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল কে এত ভয় , তারা সরাসরি কিছু বলতে না পেরে এখন পদ্ম ফুলের সিম্বল দিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন।তবে পোস্টার চেটানোর ঘটনায় বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলছেন সেই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং। তিনি জানান, আমরা কাজে বিশ্বাস করি, আমরা মানুষের কাজ করি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না থাকলে এসব হয় না। বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে সেই কারণেই তারা নিজেরাই এই পোস্টার লাগাচ্ছে, আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। বর্তমানে এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে জোড় চাঞ্চল্য ছড়ালেও বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই কি এই ঘটনার আসল কারণ ? নাকি শাসক দলের চক্রান্ত ? পুরোটাই জল্পনার মধ্যে।

তালিকা থেকে তৃণমূলের একাধিক

পদাধিকারীর নাম বাদ, সরব জেলা সভাপতি

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় একাধিক তৃণমূল পদাধিকারীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠক করল জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জেলা সভাপতির দাবি, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ায় জেলায় মোট ৩৯ জন পদাধিকারীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর মধ্যে ৩০ জন সক্রিয় কর্মীর নাম রয়েছে। পাশাপাশি তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, একজন কাউন্সিলর, দুইজন ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট এবং দুইজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দলীয় মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও তোলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসটি সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ জেলার একাধিক তৃণমূল নেতা ও পদাধিকারী। যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, যারা ভারতের নাগরিক এবং দীর্ঘদিন ধরে দেশে ও রাজ্যে বসবাস করছেন, তাঁদের নাম কোনওভাবেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে। এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচিও চলছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ধরনা মঞ্চে বসেছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় ছড়ার ছন্দে শাসক দলকে বিঁধলেন রুদ্রনীল

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ আউসগ্রামে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল শনিবার। আউসগ্রাম বিধানসভার ছোড়া কলোনিতে অনুষ্ঠিত রিসেপশন সভা থেকে রাজ্যের শাসক দলকে কটাক্ষ করে ছড়া কাটলেন রুদ্রনীল ঘোষ। সভামঞ্চ থেকে ছড়ার ছন্দে তিনি বলেন,পশ্চিমবঙ্গের মানুষ টেনশনে নেই, রানী আছে টেনসনে। রানী আছে টেনসনে; কখন কী হয় কে জানে। ভেজাল দিয়ে আর চলেনা, তাল কেটে যায় সব গানে, তাই রানী আছে টেনসনে।এরপর তিনি আরও বলেন, রাজ্যজুড়ে এসআইআর চলছে, ভুতুড়ে ভোট পগার পাড়। রানীর রাতে আর ঘুম হয় না, বুকটা ধড়ফড় করে; রানী আছে টেনসনে। তাই জোট বাঁধো ভাই, একসাথে লড়তে হবে দিনরাতে। চোর তাড়াতে লড়াই হবে দিনরাতে, লড়তে হবে একসাথে।উল্লেখ্য, আউসগ্রাম টাউন থেকে গুসকরা অটো গ্যালারি পর্যন্ত বিজেপির উদ্যোগে 'পরিবর্তন যাত্রা' র র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী কেয়া চ্যাটার্জী, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী। পরে আউসগ্রাম বিধানসভার ছোড়া কলোনিতে একটি রিসেপশন সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে রাজ্য রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরে শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রচুর কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনাও লক্ষ্য করা যায়।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার পাল্টা তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নয়া জামানা , আসানসোল ঃ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা'র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শনিবার বিকেলে পাল্টা জবাবে আসানসোল শহরে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের নামে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, এরই প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস এদিন এই মিছিল ও সভার আয়োজন করে। রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে এদিন বিকেলে আসানসোল শহরের এসবি গড়াই রোডের বুধা ময়দান থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল হটন রোড হয়ে জিটি রোডের বাসস্ট্যান্ডে আসে। মিছিলে আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায়, বোরো চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মিছিলে তৃণমূল কর্মীরা এসআইআর বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। মিছিল

শেষে সভায় মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, এসআইআর বাস্তবায়নের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস এই মিছিলের আয়োজন করেছে। বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন বৈধ ভোটারদের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। কারণ তারা জানে যে যদি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে বিজেপি জিতবে না। তাই, বিজেপির জয় নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।তিনি আরো বলেন, দুদিন আগে হওয়া বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় দশজনেরও কম লোক উপস্থিত ছিলেন। যারা এসেছিলেন তাদেরকে টাকা দিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল। নেতারা সবাই বাইরের। তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে আব কি বার ২০০ পার, বলে ৭৭টি আসন জিতেছিলো। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিজেপি আসন ৩০টির নিচে নেমে আসবে। তার পাল্টা চ্যালেঞ্জ, এসআইআর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০ র বেশি আসন পেয়ে চতুর্থ বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 13

জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার মিলনমেলা-মেদিনীপুরে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত ‘কুইজ কার্নিভাল সিজন-৬’

নয়া জামানা ।। মেদিনীপুর

জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার বার্তা নিয়ে মেদিনীপুর শহরে আয়োজিত হলো রাজ্যের অন্যতম বড় কুইজ উৎসব ‘কুইজ কার্নিভাল সিজন,৬’। মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শহরের প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে দুই দিন ধরে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুইজ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত ড. মৌসম মজুমদারের স্মৃতিতে তাঁর নামে নামাঙ্কিত মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসব।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান কুইজ কেন্দ্রের সম্পাদক সুজন বেরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রিংকু চক্রবর্তী। সংগঠনের ঐতিহ্য অনুযায়ী অতিথিরা চারাগাছে জল ঢেলে কার্নিভালের সূচনা করেন। উদ্বোধনী পর্বে প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের নিয়ে পরিচালিত ‘মস্তি কি পাঠশালা’-র কচিকাঁচারা নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র), জয়শ্রী সরকার, গায়ক সিধু, পদ্মশ্রী ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। কার্নিভাল মঞ্চ থেকে ‘বাংলার গর্ব’ সম্মানে ভূষিত করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনয় শিল্পী যোগেশ দত্তকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই সম্মান গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা প্রকৃতি দত্ত।

এছাড়া জীবনকৃতি সম্মান পান জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) এবং সমাজকর্মী সরদারমল কাঁকারিয়া। ‘মেদিনীপুর রত্ন’ সম্মানে ভূষিত হন পুতুলশিল্পী সঞ্জীব মিত্র, বিজ্ঞানী ড. অনির্বাণ দাস, ইংলিশ চ্যানেলজয়ী সাঁতারু আফরিন জাবি এবং এভারেস্টজয়ী পুলিশ কর্মী লক্ষ্মীকান্ত মন্ডল। দুদিন ধরে চলা এই কার্নিভালে আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ, সাধারণ কুইজ ও মহিলাদের বিশেষ কুইজ ‘আমি অদ্বিতীয়া’ অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ক ফেস পেন্টিং প্রতিযোগিতাও হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় আড়াইশোর বেশি দল এতে অংশগ্রহণ করে। কুইজের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগও ছিল এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। মস্তি কি পাঠশালার দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের হাতে স্কুল ব্যাগ ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রান্তিক পরিবারের মহিলাদের শাড়ি ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান কুইজ কেন্দ্রের সম্পাদক সুজন বেরা ও সভাপতি রিংকু চক্রবর্তী।

‘অরণ্যে আগুন নয়’ -মানবাজারে বন রক্ষার বার্তা নিয়ে খুদে পড়ুয়াদের সচেতনতা পদযাত্রা

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ বনভূমিকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে মানবাজারে পদযাত্রা করল খুদে পড়ুয়ারা। অরণ্যে আগুন লাগাবেন না, গাছকে রক্ষা করুন; এই স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সচেতনতা প্রচার চালায় সহজ পাঠ শিশু শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। শুক্রবার ও শনিবার মানবাজার এলাকার বনাঞ্চল ঘেরা মাকড়কেন্দী, হুল্লুং, কাশিডি শবরপাড়া এবং চাপাতি গ্রামে এই সচেতনতামূলক মিছিলের আয়োজন করা হয়। ছোট ছোট পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে গ্রাম ঘুরে সাধারণ মানুষকে বনভূমিতে আগুন না লাগানোর আহ্বান জানায়। বসন্তকে স্বাগত জানানো এবং অরণ্য রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই পদযাত্রায় অংশ নেয় প্রায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ কুমার মাহাতো জানান, গ্রীষ্মের শুরুতেই অনেক সময় মানুষের অসচেতনতার কারণে বনভূমিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঝরা পাতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং হেক্টরের পর হেক্টর বনভূমি পুড়ে যায়। এতে বনাঞ্চলের গাছপালা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই বন্যপ্রাণীদের জীবনও

মারাত্মক বিপদের মুখে পড়ে। সেই কারণেই বনভূমি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুদে পড়ুয়া তনুশ্রী মাহাতো ও রাহুল সিং সর্দার জানায়, গাছে আগুন লাগতে দেখলে তাদের খুব কষ্ট হয়। তাদের কথায়, গাছেরও জীবন আছে, তাই বনকে রক্ষা করা সবার দায়িত্ব। কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের ডিএফও পূরবী মাহাতো বলেন, শিশুরা যদি বাড়িতে গিয়ে তাদের বাবা-মাকে বনভূমিতে আগুন না লাগানোর কথা বলে, তাহলে সচেতনতার বার্তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। মানবাজার মহকুমা দমকল আধিকারিক অভিজিৎ বেরা জানান, এই সময় প্রায়ই বনভূমিতে আগুন লাগার খবর আসে। তাই এ ধরনের সচেতনতা উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুনিশোলে এক তৃতীয়াংশ ভোটার ‘বিচারাধীন’, আতঙ্কে গোটা গ্রাম

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃবাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের পুনিশোল গ্রামে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরেই তৈরি হয়েছে তীব্র উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ। জেলার সবচেয়ে বড় গ্রাম হিসেবে পরিচিত এই পুনিশোল গ্রামে ভোটারদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের ভোটাধিকার এখন বিচারাধীন অবস্থায় ঝুলে রয়েছে।

ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক। পুনিশোল গ্রাম পঞ্চায়েত মূলত এই একটি বড় গ্রামকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রায় একশো শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকায় এসআইআর শুরু হওয়ার আগে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার ৩১৭ জন। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেছে, প্রায় ৮ হাজার ৫৫৩ জন ভোটারের নামের পাশে ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ স্ট্যাম্প দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বিচারকদের টেবিলে ঝুলে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বছরের পর বছর তাঁরা নিয়ম মেনেই ভোট দিয়ে এসেছেন। এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব বৈধ নথিও নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা করেছেন।

সাঁকরাইলে দলছুট হাতির তাণ্ডব, চাষের জমিতে পিষে মৃত্যু মহিলার

শংকর বারিক,নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকে দলছুট হাতির হামলায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শনিবার ভোরবেলায় সাঁকরাইল ব্লকের ছত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলঘাগরি গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম মিথিলা মাহাত (৫৬)। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শনিবার ভোরেও মিথিলা মাহাত নিজের চাষের জমিতে কাজ করতে যান। সে সময় এলাকায় ঘন কুয়াশা ছিল। অভিযোগ, কুয়াশার কারণে তিনি সামনে থাকা বিপদ বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ একটি দলছুট হাতির সামনে পড়ে যান। মুহূর্তের মধ্যেই হাতিটি তাঁকে পা দিয়ে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর জখম হন। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে বনদপ্তর ও পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত ভাঙ্গাগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে সাঁকরাইল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মর্গে পাঠায়। সাঁকরাইল বিটের অফিসার বিপ্লব বেপারী জানান, আগের দিন ওই এলাকা দিয়ে একটি হাতির দল পার হয়েছিল। সেই সময় একটি হাতি দলছুট হয়ে এলাকায় থেকে যায় বলেই অনুমান করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই হাতির আক্রমণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে দলছুট হাতিটি হাঁড়িভাঙ্গা জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে হাতির মূল দলটি বারডাঙ্গা বিট এলাকার জঙ্গলে রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বনদপ্তরের কর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছেন। কলাইকুন্ডা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রণয় সরকার জানান, গ্রামবাসীদের সতর্ক করতে এলাকায় মাইকিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতার পরিবারের হাতে সরকারি ক্ষতিপূরণ দ্রুত তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জয়পুরে মানবিক উদ্যোগ ঃ তিন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে হুইলচেয়ার উপহার ‘বিষ্ণুপুর আমরা করবো জয়’ ও উত্তোরণের

রাখী গড়াই, নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ সমাজের অসহায় ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিক উদ্যোগ নিল দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার উপহার দেওয়া হলো। কলকাতার সমাজসেবী সংগঠন ‘উত্তোরণ’-এর সহায়তায় ‘বিষ্ণুপুর আমরা করবো জয়’ সংগঠনের উদ্যোগে এই সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া হয়। শনিবার জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খড়িকাশুলি গ্রামের অনুপ দাস ও রাজ মণ্ডল এবং আঙ্গারিয়া গ্রামের লক্ষীকান্ত সর্দ্দারের হাতে তিনটি হুইলচেয়ার তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলাফেরায় সমস্যার কারণে তারা নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। হুইলচেয়ার পেয়ে তাদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারাও অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তরুণ ভুঁইয়া, কলকাতার ‘উত্তোরণ’ সংগঠনের কর্ণধার সমাজসেবী সঙ্গীত চৌধুরী এবং

‘বিষ্ণুপুর আমরা করবো জয়’-এর কর্ণধার যাযাবর বন্ধু মুজিবর কাজী সহ অন্যান্য সমাজসেবী ও স্থানীয় ব্যক্তিত্বরা। এদিন শুধুমাত্র হুইলচেয়ার দেওয়াই নয়, ‘উত্তোরণ’-এর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে নতুন পোশাকও তুলে দেওয়া হয় উপভোক্তাদের হাতে। পাশাপাশি ‘বিষ্ণুপুর আমরা করবো জয়’ সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। সংগঠনের কর্ণধার মুজিবর কাজী বলেন, মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলেই আমাদের পথচলা সার্থক। অন্যদিকে ‘উত্তোরণ’-এর কর্ণধার সঙ্গীত চৌধুরী বলেন, সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমরা এই কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওয়া। জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তরুণ ভুঁইয়া দুই সংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এমন মানবিক উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

নারায়ণগড়ে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’, বেকারত্ব ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ গিরিরাজ-শুভেন্দুর

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুর বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার রথ ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যার দিকে নারায়ণগড়ে পৌঁছয়। নারায়ণগড় বাজারের রাইস মিল মাঠে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান দুই বিজেপি নেতা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হবে এবং বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, আইন মেনেই দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি রাজ্যে

বাড়তে থাকা বেকারত্বের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বেকার যুবকদের জন্য কার্যকর কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি রাজ্য সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্যদিকে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পার্শ্বশিক্ষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি রাজ্য সরকার উদাসীন। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ এখন চাকরি, নারী সুরক্ষা, অনুপ্রবেশমুক্ত রাজ্য এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য চায়। এছাড়াও চন্দ্রকোনা রোডের প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে একটি সংস্থার কর্মীদের হঠাৎ কাজ হারানোর ঘটনাকে সামনে এনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

কেশপুরে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’, তিলকা মাঝির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে মিছিল

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘পরিবর্তন যাত্রা’। মঙ্গলবার কেশপুর ব্লকের আমড়াকুচি এলাকা থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। দলীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে নিয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা মিছিল করে পরিবর্তনের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ডাক দেন। আমড়াকুচি থেকে শুরু হওয়া এই পরিবর্তন যাত্রা কেশপুর বাজার পর্যন্ত যায়। সেখানে পৌঁছে আদিবাসী মহান বিপ্লবী তিলকা মাঝির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ওড়িশার জাজপুরের সাংসদ রবীন্দ্রনাথ বেহেরা এবং ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস। শহিদ বিপ্লবীর প্রতি সম্মান জানাতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা

কিছুক্ষণ নীরবতাও পালন করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও জাজপুরের সাংসদ রবীন্দ্রনাথ বেহেরা, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস, সহ-সভাপতি অজয় কৃষ্ণ প্রধান সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বহু কর্মী-সমর্থক। দলের পক্ষ থেকে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি অজয় প্রধান জানান, রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই পরিবর্তন যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই দলের মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো হচ্ছে। আগামী দিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহসংযোগ কর্মসূচিও চালানো হবে বলে জানান তিনি। সমগ্র কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে এলাকা জুড়ে উৎসাহের পরিবেশ দেখা যায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 14

রমজানে অসহায়দের পাশে ‘মানবতা’ - তোহফা কিট পেয়ে হাসি ফুটল বহু পরিবারের মুখে

বাইজিদ মন্ডল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পবিত্র রমজান মাসে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এল মানবতা সংস্থা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হলো ‘রমজান তোহফা’ বিতরণ কর্মসূচি। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি এলাকার বহু দরিদ্র পরিবারের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সম্বলিত রমজান তোহফা কিট তুলে দেওয়া হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি তোহফা কিটে মোট ১০ ধরনের খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খেজুর, ছোলা, চিনি, মুড়ি, চানাচুর, দুধ, চা, আলু, পেঁয়াজ এবং লবণ। রমজান মাসে এই খ াদ্যসামগ্রী পেয়ে উপকৃত পরিবারগুলির মুখে স্বস্তি ও আনন্দের ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা, কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিশিকান্ত হালদার, পূর্বস্থলী (বর্ধমান) থেকে আগত সমাজকর্মী সেখ কামাল উদ্দিন, লক্ষ্মীনারায়ণপুর বি.এইচ.এম হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সামসুদ্দোহা, শিক্ষক সুপ্রতীম রায়, শিক্ষক আব্দুল মান্নান মোল্লা, আবুল হোসেন কয়াল, গ্রামীণ চিকিৎসক মইমুর মিস্ত্রী ও গ্রাম সদস্য নুর আলম নাইয়া-সহ অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শাহাবুদ্দিন নাইয়া। সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিম পরিবারগুলোর কাছেও আগেভাগেই রমজান তোহফা কিট পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি রমজান ও আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে একাধিক সামাজিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছে মানবতা সংস্থা। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়িতে ইহসন ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে ঈদ উপলক্ষে পোশাক বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও এমন পোশাক বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার মানবতা সংস্থার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেয়। ভবিষ্যতেও আমি এই উদ্যোগের পাশে থাকব। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা জানান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সারা বছরই মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে মানবতা। রমজান মাসে অনেক অসহায় মানুষ খাদ্য সংকটে ভোগেন, তাদের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সমাজের সহৃদয় মানুষদেরও এই ধরনের মানবিক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। রমজান তোহফা কিট হাতে পেয়ে উপকৃত মানুষেরা সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনেকেই দু’হাত তুলে সংস্থার জন্য দোয়া করেন।

ভোট ঘোষণার আগেই বসিরহাটে কড়া নজরদারি, দিন-রাত জুড়ে পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাকা চেকিং

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন।

নির্বাচন ঘোষণার আগেই জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সীমান্ত এলাকা এবং প্রবেশপথে দিন-রাত চলছে নাকা চেকিং। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বসিরহাট মহকুমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়ে, টাকি রোড, হাড়োয়া-রাজারহাট রোড সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি চারচাকা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডিকি ও গাড়ির ভিতর তল্লাশি করা হচ্ছে। পাশাপাশি গাড়ির চালক ও যাত্রীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্রও খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে যাতে কোনও ধরনের অবৈধ অস্ত্র, টাকা বা সন্দেহজনক সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া না যায়, সেই লক্ষ্যেই এই নাকা চেকিং জোরদার করা হয়েছে। এদিকে হাড়োয়া-রাজারহাট রোডের জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা, কলকাতা পুলিশ এলাকার সংলগ্ন কলুপুকুর এবং কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়ের ভাঙড় থানা সংলগ্ন এলাকাতেও বিশেষ তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই সব জায়গা দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচল করে,

তাই সেখানেও কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে ততই এই ধরনের তল্লাশি ও নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

ভোটের আগে হাড়োয়ায় তাজা বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া এলাকায় তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হাড়োয়া থানার অন্তর্গত সোনাপুকুর,শংকরপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝুজুরগাছা সংলগ্ন কুলগাছির একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে চারটি তাজা দেশি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা পরিত্যক্ত জায়গাটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মাটির উপর সন্দেহজনক কিছু বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন। কাছ থেকে দেখে তারা বুঝতে পারেন সেগুলি বোমা হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে বিষয়টি দ্রুত হাড়োয়া থানায় জানানো হয়। খ বর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম হালদারের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সতর্কতার সঙ্গে চারটি তাজা দেশি বোমা উদ্ধার করে। পরে সেগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই এই ধরনের ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও বাড়ছে উদ্বেগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রশাসনের আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন। পুলিশ ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে ওই পরিত্যক্ত জায়গায় বোমাগুলি এল এবং এর পিছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্যাসের দাম বাড়ার আশঙ্কা, সীমান্ত শহর বসিরহাটে দুশ্চিন্তায় গৃহবধূরা

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামের ওঠানামা শুরু হয়েছে। সেই প্রভাব এবার পড়তে পারে ভারতের রান্নার গ্যাসের বাজারেও;এমন আশঙ্কায় চিন্তায় পড়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত এলাকার বহু গৃহবধূ ও সাধারণ মানুষ। বসিরহাট শহর থেকে শুরু করে আশপাশের গ্রামাঞ্চল;প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এখন রান্নাবান্নার প্রধান ভরসা এলপিজি গ্যাস। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একদিকে যেমন গ্যাসের দাম বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে অনেক জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডার সময়মতো না পাওয়ার অভিযোগও উঠছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারগুলো। স্থানীয়দের অভিযোগ, আগে যেখানে নির্দিষ্ট

সময়ে সহজেই গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যেত, এখন অনেক সময়ই বুকিং করার পরেও দেরি হচ্ছে ডেলিভারিতে। এতে করে রান্নাবান্না সহ দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর এই পরিস্থিতির প্রভাব বেশি পড়ছে। এলাকার কয়েকজন গৃহবধূ জানান, যদি গ্যাসের দাম আরও বাড়ে তবে সংসারের খরচ সামলানো আরও কঠিন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে বাজারদরও বাড়তে শুরু করেছে। ফলে বাড়ির মাসিক বাজেট নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। অন্যদিকে শুধু বাড়ির রান্নাঘর নয়, এর প্রভাব পড়ছে ছোট হোটেল, খাবারের দোকান এবং চায়ের দোকানগুলিতেও। অনেক দোকানদারই জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ায় কাজ চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সব মিলিয়ে গ্যাসের সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহ সমস্যার আশঙ্কায় সীমান্ত শহর বসিরহাটের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন বাড়ছে উদ্বেগ।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি, ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসী-বাম্পার ও সিসিটিভি দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মসলন্দপুর, বসিরহাট রোডের টালিকারখানা এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে দুর্ঘটনাস্থলেই দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। জানা গেছে, বাদুড়িয়ার নারকেল বেরিয়া এলাকার বাসিন্দা আলতাব মন্ডল (৪৮) গতকাল সকালে বাজারে যাওয়ার পথে টালিকারখানা মোড়ে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। পরে পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর দেহটি গ্রামে ফিরতেই শোক ও ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই টালিকারখানা মোড় অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। বিগত এক বছরের মধ্যে একই জায়গায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায়। বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে রাস্তার উপর স্পিড বাম্পার নির্মাণ ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তার উপর জড়ো হয়ে বাম্পার ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা তাদেরও ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে দীর্ঘক্ষণ পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মসলন্দপুর, বসিরহাট রোডের টালিকারখানা এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে দুর্ঘটনাস্থলেই দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। জানা গেছে, বাদুড়িয়ার নারকেল বেরিয়া এলাকার বাসিন্দা আলতাব মন্ডল (৪৮) গতকাল সকালে বাজারে যাওয়ার পথে টালিকারখানা মোড়ে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন।

মহেশতলা-বজবজ-মেটিয়া বুরুজে পাম্পে লম্বা লাইন

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্বালানি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেই আতঙ্কের প্রভাব এবার স্পষ্টভাবে দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা, বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজ এলাকায় একাধিক পেট্রোল পাম্পে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন পাম্পে গাড়ির দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। মহেশতলার একটি পেট্রোল পাম্পে ‘পেট্রোল নেই’ বলে বোর্ড টাঙানো হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজের বিভিন্ন পাম্পে বাইক ও গাড়ির ভিড় বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যারা সাধারণত এক বা দুই লিটার পেট্রোল নেন, তারাও আতঙ্কে গাড়ির ফুল ট্যাঙ্ক ভরিয়ে নিচ্ছেন। কেউ আবার বোতল বা জারে করে ৫ লিটার, ১০ লিটার এমনকি ২০ লিটার পর্যন্ত পেট্রোল মজুত করার চেষ্টা করছেন। শুধু দু’চাকা গাড়ির চালকই নন, চার চাকা গাড়ি নিয়েও অনেককে অতিরিক্ত পেট্রোল সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে এবং এলাকাজুড়ে এক ধরনের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই আগাম জ্বালানি মজুত করতে চাইছেন। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কাজ করতে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু, ছাদ ধসে প্রাণ গেল পরিষ্কারকর্মী জয়দেবের

শুভজিৎ দাস , নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক পরিষ্কারকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বাথরুম পরিষ্কারের সময় হঠাৎ ছাদ ধসে পড়ে গুরুতর আহত হন ওই শ্রমিক। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনাটি শনিবার কুলতলীর কুন্দখ ালি গোদাবর অঞ্চলের অম্বিকানগর কেল্লা পিয়ালী এলাকায় ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব হালদার (৫২)। তিনি পেশায় বাথরুম ও নিকাশি পরিষ্কারের শ্রমিক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,

অম্বিকানগর কেল্লা পিয়ালী এলাকার একটি বাড়িতে বাথরুম পরিষ্কারের কাজ করছিলেন জয়দেব।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 15

১ থেকে ৮ মার্চ ২০২৬ কেমন যাবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

গরমকালে মুখ ধোয়ার পরে কি ব্যবহার করবেন? টোনার না অ্যাস্ট্রিনজেন্ট?

নয়া জামানা ঃ অনেকেই মনে করেন টোনার এবং অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একে অপরের পরিপূরক। আদতে তা নয়, কাজ এক হলেও দুটির উপাদান ভিন্ন। গরমকালে ত্বকের যত্নে টোনার এবং অ্যাস্ট্রিনজেন্ট; দুটোই ব্যবহৃত হয়, তবে দুটির কাজ ও উপযোগিতা একটু আলাদা। তাই ত্বকের ধরন অনুযায়ী নির্বাচন করা উচিত।

টোনার মূলত ত্বককে পরিষ্কার ও হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। ফেসওয়াশের পরে ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখতে এবং ত্বককে সতেজ করতে টোনার ব্যবহার করা হয়।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা
ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়
ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে

সাহায্য করে।
সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ
বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো।
গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়। অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টেব উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী। যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে র‍্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কঠিন পরিস্থিতিতে পাশে পেয়েছেন স্ত্রীকে, সঞ্জু-চারুলতা'র প্রেম কাহিনীর সামনে হার মানবে বহু স্ক্রিপ্ট!

নয়া জামানা ঃ বিশ্বকাপের আগে ফর্মে ছিলেন না। কিন্তু দলে সুযোগ পেতে নিজের জাত চিনিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার এবং উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন।বর্তমানে
সঞ্জু ভারতীয় ক্রিকেটের একজন প্রতিভাবান উইকেটকিপার- ব্যাটসম্যান। চলতি বিশ্বকাপে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ধামাকা ধার ব্যাটিং করে তিনি ভারতের জয় নিশ্চিত করেছেন। অপরাজিত সঞ্জু নিজের দায়িত্বে দলকে জিতিয়েছেন। তার এই সাফল্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠে যায়।ভক্তদের দাবি জীবনে হয়তো সঞ্জুর মতনই একটা সময় আসে যখন নিজের সবটা উজাড় করে দিয়ে দিতে হয়। সঞ্জু স্যামসন ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ সালে ভারতের পুল্লুভিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং অল্প বয়সেই তিনি কেরালার বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ পান।২০১৩ সালে রাজস্থান রয়্যালস দলের হয়ে আইপিএলে অভিষেকের মাধ্যমে তিনি সবার নজর কাড়েন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও চমৎকার উইকেটকিপিং দক্ষতা দ্রুতই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। আইপিএলে তিনি একাধিক শতরান করে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন এবং পরে রাজস্থান রয়্যালস দলের অধিনায়কও হন।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম -এর হয়ে টি-২০ ও একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং স্টাইল আক্রমণাত্মক ও নান্দনিক, যা দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২০১৮

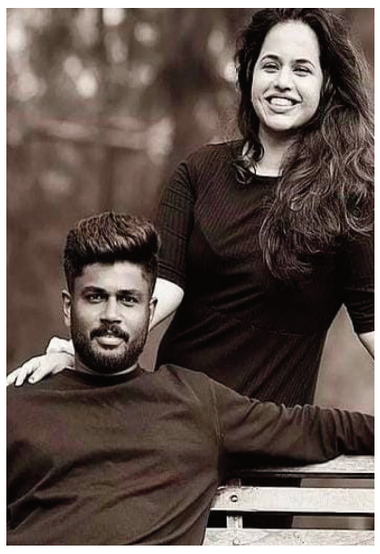

সালে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু চারুলতা রমেশকে বিয়ে করেন। কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিভার মাধ্যমে সঞ্জু স্যামসন আজ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতের জয়ের পরে সঞ্জুকে ভিডিও কলে কথা বলতে দেখা যায় তার স্ত্রী চারুলতার সাথে। সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই আলোচনা শুরু হয় সঞ্জু এবং তার স্ত্রী চারুলতা রমেশকে নিয়ে। হইচই পড়ে চারুলতা কে নিয়ে। কে এই চারুলতা? কি তার পরিচয়? সঞ্জু এবং চারুলতা উভয়েরই জন্ম কেরলমের তিরুঅনন্তপুরমে। তাদের প্রেম কাহিনী শুরু হয়েছিল মার ইভানিয়োস কলেজে পড়াশোনার সময়। কলেজে প্রথম পরিচয় এর আগে সঞ্জু-চারুলতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ফেসবুকে। সাধারণ মেসেজিংয়ের মাধ্যমে পরিচয় প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীতে প্রেমে পরিণত হয়। চারুলতার বাবা বি.রমেশ কুমার এক মালায়ালাম সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক। মা রাজশ্রী রমেশ এলআইসি তে চাকরি করেন। চারুলতার একটি বোনও রয়েছে। মার ইভানিয়োস কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর পাশ করার পরে চারুলতা পরে মানবসম্পদ নিয়ে স্নাতকোত্তর করেন লয়েলো কলেজ অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস থেকে। সঞ্জু যখন ক্রিকেটে তার জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন তখনও চারুলতা পড়াশোনায় মনোযোগী। সঞ্জু এবং চারুলতার ধর্ম ভিন্ন। সঞ্জু খ্রিস্টান ধর্মের এবং চারুলতা হিন্দু ধর্মের। তবে দুই পরিবারের সহমতেই ২০১৮ সালে এই দম্পতির চার হাতে এক হয়। স্বামী সঞ্জুর কোনো ক্রিকেট ম্যাচই মিস করেন না চারুলতা। এমনকি নানান কঠিন পরিস্থিতিতেও স্বামীর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন চারুলতা। চারুলতার ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি। তাঁর ইনস্টাগ্রাম ফিডে থাকা দুশোটারও বেশি পোস্ট রয়েছে স্বামী সঞ্জুকে নিয়ে। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচে জেতার পর তিনি সঞ্জুকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে ভুলেন নি। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লেখেন এই মানুষটিকে 'আমার' বলে ডাকতে পেরে ধন্য এবং চির কৃতজ্ঞ।

নজরে INSTA

অঙ্কিতা দেভ

সুভী জোশী

রাকুল প্রীত সিং

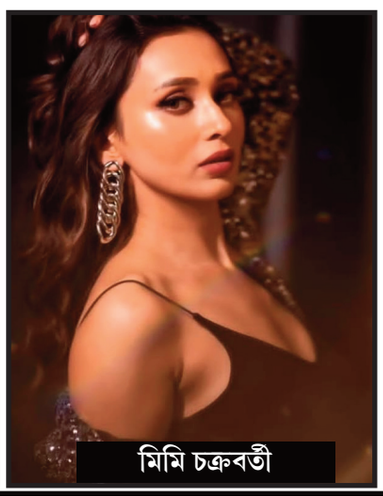
মিমি চক্রবর্তী

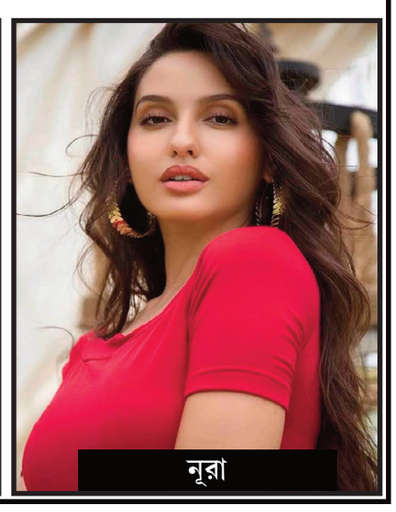
নূরা

সফল ক্যারিয়ার বনাম সংসার কেন্দ্রিক ঃ কোনটাতে নারীসমাজ বেশি স্বাচ্ছন্দ্য?

নয়া জামানা ঃ নারীর অধিকার, অবদান ও তাদের অর্জন স্মরণে প্রতিবছর ৮ই মার্চ নারী দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নারীদের কেবল তাদের পেশাগত জীবনেই উন্নতি বা সফলতা পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ; তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল নারীদের নিজের যত্ন নেওয়া, নিজেকে ভালোবাসা। আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আরও ভারসাম্য চান তাহলে আপনাকে আপনার কর্মজীবনে ভারসাম্য আনতে হবে। সফল ক্যারিয়ারমুখী মহিলা ও সংসারকেন্দ্রিক মহিলার জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়;দুটি পথই আলাদা হলেও দুটোরই নিজস্ব গুরুত্ব, চ্যালেঞ্জ ও সৌন্দর্য আছে।বর্তমান সমাজে অনেক নারী শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় সফলতা অর্জন করছেন। ডাক্তার, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী;সব ক্ষেত্রেই নারীদের উপস্থিতি বাড়ছে। ক্যারিয়ারমুখী মহিলারা সাধারণত আত্মনির্ভরশীল হন এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারেন। আর্থিক স্বাধীনতা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং সমাজে সম্মানও এনে দেয়। তবে এই পথে কিছু চ্যালেঞ্জও থাকে। কর্মজীবনের চাপ, সময়ের অভাব, পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সন্তান ও পরিবারের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেক নারী মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তির সম্মুখীন হন। সংসারকেন্দ্রিক বা গৃহিণী মহিলারা পরিবারকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালনা করেন। সংসারের প্রতিটি সদস্যের যত্ন নেওয়া, সন্তানদের লালন-পালন, পরিবারের শান্তি বজায় রাখা;এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তারা নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন।
অনেক সময় সমাজে গৃহিণীদের কাজকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয় না, কিন্তু বাস্তবে একটি পরিবারের ভিত্তি শক্ত করে রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ধৈর্য, ত্যাগ এবং সংগঠনের ক্ষমতা পরিবারকে সুসংহত রাখে।
তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি
ক্যারিয়ারমুখী নারী ও সংসারকেন্দ্রিক নারীর মধ্যে তুলনা করা প্রায়ই অপ্রয়োজনীয়। কারণ দুজনেই ভিন্ন ভিন্নভাবে সমাজে অবদান রাখেন। একজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন, অন্যজন পরিবারের ভিতকে মজবুত করেন।বর্তমানে অনেক নারী এই দুই দায়িত্বই একসঙ্গে সামলানোর চেষ্টা করছেন;যাকে ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্স বলা হয়। সঠিক পরিকল্পনা, পরিবারের সহযোগিতা এবং সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে নারী সহজেই এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন।নারীর সাফল্য শুধু ক্যারিয়ার বা শুধু সংসারে সীমাবদ্ধ নয়। একজন নারী নিজের ইচ্ছা, দক্ষতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পথ বেছে নেন। সমাজের উচিত প্রতিটি নারীর সিদ্ধান্তকে সম্মান করা এবং তার অবদানকে সমান মর্যাদা দেওয়া।

চটজলদি ঘটিবাড়ি স্পেশাল ঝিঙে আলু পোস্ত রেসিপি

পোস্ত পছন্দ করে না এমন বাঙালি বোধহয় খুব কম আছে। পোস্তর নাম শুনলেই যেন জিভে জল।পেঁয়াজ পোস্ত, আলু পোস্ত, পোস্ত ছড়িয়ে আলু ভাজা ইত্যাদি জনপ্রিয় বাঙালি পদের মধ্যে আরও একটি সুস্বাদু পোস্তর রেসিপি হল ঝিঙে পোস্ত। অনেকে আবার সাথে আলু মিশিয়ে তৈরি করেন ঝিঙে আলু পোস্ত।

নয়া জামানা ঃ পোস্ত পছন্দ করে না এমন বাঙালি বোধহয় খুব কম আছে। পোস্তর নাম শুনলেই যেন জিভে জল।পেঁয়াজ পোস্ত, আলু পোস্ত, পোস্ত ছড়িয়ে আলু ভাজা ইত্যাদি জনপ্রিয় বাঙালি পদের মধ্যে আরও একটি সুস্বাদু পোস্তর রেসিপি হল ঝিঙে পোস্ত। অনেকে আবার সাথে আলু মিশিয়ে তৈরি করেন ঝিঙে আলু পোস্ত।
ঝিঙে পোস্ত বাঙালিদের বিশেষ করে ঘটিদের খুব জনপ্রিয় একটি নিরামিষ পদ। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ খেতে দারুণ লাগে। খুব অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যায় এই বাঙালি পদ।
উপকরণ
ঝিঙে ৪,৫টি, পোস্ত ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২,৩টি, কালোজিরে আধ চা চামচ, সরষের তেল ২ টেবিল চামচ, হলুদ সামান্য, লবণ স্বাদমতো।
প্রণালী
প্রথমে পোস্ত প্রায় ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। ঝিঙেগুলো খোসা ছাড়িয়ে লম্বা করে কেটে নিন।কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বের হলে কাটা ঝিঙে দিয়ে দিন। সামান্য হলুদ ও লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে ঢেকে রান্না করুন। ঝিঙে থেকে একটু জল বের হলে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন।এরপর পোস্ত বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। প্রয়োজনে অল্প জল দিতে পারেন। ৫,৬ মিনিট নেড়ে রান্না করুন যাতে পোস্ত ঝিঙের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। শেষে ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়ে সামান্য সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। যদি সাদা তরকারি করতে চান তাহলে হলুদ বাদ দিলেও স্বাদের কোন হেরফের হবে না।গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঘটি স্টাইলের ঝিঙে পোস্ত;সহজ অথচ অসাধারণ স্বাদের একটি পদ। এক থালা গরম ভাতে ডালের সঙ্গে কিংবা শুধু এই পদ দিয়েই দুপুরের খাবার একেবারে জমে যাবে।

ইরানে নির্বিচার হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে বেসামরিক মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ 'যুদ্ধ শুরু হবে জানতাম। জানতাম দুঃখের দিন আসবে। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝতে পারিনি।' বলছিলেন ইরানের রাজধানী তেহরানের এক বাসিন্দা। ইরানে টানা এক সপ্তাহ ধরে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এতে শিশুসহ এক হাজারের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তেহরানের ওই বাসিন্দার কাছের এক বন্ধু।গতকাল শুক্রবার ছিল মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের সপ্তম দিন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরু হয়। পাল্টা হামলা শুরু করে ইরানও। যুদ্ধ এখন ওই অঞ্চলের ১৪ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইরানের মতো এই দেশগুলোতেও বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে মানবিক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘ।মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এমন মানবিক সংকটের মধ্যে গতকাল ইরানে হামলা আরও জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। দেশটিতে নিজেদের অভিযান 'লায়ন রোর'-এর দ্বিতীয় ধাপ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। এদিনই বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে ইরানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের জুনে ইরান,ইসরায়েল সংঘাতের পর এই প্রথম বিমানটি ব্যবহার করল মার্কিন বাহিনী।যুদ্ধের এমন তীব্রতার মধ্যে ইরানে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেছে ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। তাদের হিসাবে গতকাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানে ১ হাজার ৩৩২ জন নিহত হয়েছেন। যদিও গত বুধবার মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছিল, ইরানে হামলায় নিহত বেসামরিক মানুষের সংখ্যা ১ হাজার ৯৭। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২০০টি শিশু।

অথচ মাসখানেক আগে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নেমে আসতে বলেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'সাহায্য আসছে।' সেই 'সাহায্য' তাঁদের ওপরে হামলা হয়ে আসবে, তা হয়তো আশা করেননি ইরানিরা। তেহরানের এক বাসিন্দা বিবিসিকে বলেন, 'হয়তো বোমা থেকে হয়তো বেঁচে যাব। তবে মানসিক চাপ থেকে রক্ষা পাব না।'

পরমাণু কর্মসূচি ঘিরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের অর্থনীতি নড়বড়ে। গত বছর ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের সময়ও দেশটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জানুয়ারির সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সময় ইরানে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এখন আবার যুদ্ধ শুরু হওয়ায় চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ইরানিরা। এমন একজন সিএনএনকে বলেন, 'সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে যেন সিনেমা চলছে।'আসলেই গত সাত দিনেই হামলায় ইরানিরা সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হারিয়েছেন। এ সময়ে দেশটিতে নিহতের পাশাপাশি ২ হাজারের বেশি মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। হামলায় আহত ৬২৫ জনের বেশি মানুষের অস্ত্রোপচার করা লেগেছে। এ ছাড়া দায়িত্ব পালনের সময় আহত হয়েছেন ৩০ জন চিকিৎসাসেবাকর্মী।এ তো গেল হতাহতের হিসাব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানে ১১টি হাসপাতাল, ৮টি জরুরি মেডিক্যাল সেন্টার ও ১২টি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর ইরানের রেড ক্রিসেন্টের দেওয়া আলাদা তথ্য অনুযায়ী, গত সাত দিনে ইসরায়েলের হামলায় দেশটিতে ৩ হাজার ৬৪৩টি বেসামরিক স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩ হাজার ৯০টি বাসাবাড়ি।চলমান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০০ শিশু নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে ইরানে নিহত হয়েছে অন্তত ১৮১টি। এই শিশুদের বেশির ভাগ প্রাণ হারায় দেশটির মিনাব শহরে এক স্কুলে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের হামলায়। রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর দিন ওই হামলার জন্য মার্কিন বাহিনী দায়ী মনে করা হচ্ছে। এরপরও গতকাল ইরানে অন্তত দুটি স্কুলে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর একটি তেহরানে নিলোফর স্কয়ারে। সেখানে কত হতাহত হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।যুদ্ধের তীব্রতা এতটাই বেড়েছে যে প্রাণ বাঁচাতে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র ইরান ও লেবাননে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের হিসাবে, যুদ্ধের মধ্যে ৮৪ হাজারের বেশি মানুষ লেবানন থেকে পালিয়েছে। আর তেহরানে ঘরবাড়ি ছেড়েছেন ১ লাখের বেশি মানুষ। নিরাপত্তার কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ২০ হাজারের বেশি মার্কিন নাগরিককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।ইসরায়েলের হামলার মধ্যে গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলি ছেড়ে বাসিন্দাদের পালাতে দেখা যায়। এলাকাটি প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। ২০২৪ সালে ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ সংঘাতের সময়ও তাঁরা ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া এমন এক ব্যক্তি আল-জাজিরাকে বলেন, 'আমরা পশু নই। আমরা মানুষ। শীতে আমাদের বাচ্চারা জমে যাচ্ছে।'এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলে মনে করেন ইউএনএইচসিআরের ইমার্জেন্সি অ্যান্ড প্রোগ্রাম সাপোর্টের পরিচালক আয়াকি ইতো। গতকাল জেনেভায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে এই সংকটের কারণে এখন মানবিক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত মানুষকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।গতকাল সকালে ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, তারা যুদ্ধের নতুন ধাপ শুরু করেছে। এখন ইরান সরকারের অবকাঠামোগুলোয় হামলা জোরদার করবে তারা। তেহরান থেকে আল-জাজিরার সংবাদদাতা তোহিদ আসাদি বলেন, 'গতকাল রাত থেকে আজ (শুক্রবার) সারা দিন একের পর এক হামলা হয়েছে। আগের দিনগুলোর তুলনায় গত রাতে সবচেয়ে ভারী বোমাবর্ষণ হয়েছে।

'যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) গতকাল জানিয়েছে, আগের ২৪ ঘণ্টায় ইরানে প্রায় ২০০ স্থাপনায় আঘাত হেনেছে তারা। এর মধ্যে রয়েছে তেহরানে সামরিক বাহিনীর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। হামলা হয়েছে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের একটি এলাকাতেও। এ ছাড়া ইরানের শিরাজ শহরে হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছেন।ইরানের একটি ড্রোনবাহী রণতরিতে হামলার দাবিও করেছে সেন্টকম। এ হামলার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে তারা। তবে কোথায় হামলাটি চালানো হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। সেন্টকমের ভাষ্য, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরানের অন্তত ৩০টি নৌযান ধ্বংস করেছে তারা। এর আগে গত বুধবার শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের জাহাজ 'আইআরআইএস দিনা' মার্কিন সাবমেরিনের হামলায় ধ্বংস হয়।

চলমান যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে, বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ততই বাড়বে। পরিস্থিতি সেদিকেই গড়াচ্ছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর খবর অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে ওয়াশিংটন। সে লক্ষ্যে অস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য গতকাল মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন ও আরটিএক্সের সঙ্গে বৈঠক করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের হিসাবে, যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম ১০০ ঘণ্টায় ৩৭০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে মার্কিন বাহিনীর। অর্থাৎ দিনে খরচ হয়েছে গড়ে ৮৯ কোটি। তবে দীর্ঘ যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে ইরান প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েইনি। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আগামী ধাপের হামলাগুলোয় শত্রুদের অত্যন্ত 'যন্ত্রণার' আশা করা উচিত। তাদের দিকে ইরানের নতুন প্রযুক্তি ও অস্ত্র ধেয়ে যাচ্ছে। এসব প্রযুক্তি আগে এত বড় পরিসরে ব্যবহৃত হয়নি।এমন পরিস্থিতিতে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র সেনা মোতায়েন করবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশ্লেষকেরাও বলছিলেন, ইরানে সরকার পতনের যে লক্ষ্যে ট্রাম্প এগোচ্ছেন, সেটি স্থল অভিযান ছাড়া সম্ভব নয়। আবার এই কাজ ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য অতটাও সহজ হবে না। কারণ, এটি ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ নয়। আর ইরাকের তুলনায় ইরান তিন থেকে চার গুণ বড়।

গত বৃহস্পতিবার ইরানে সেনা মোতায়েন না করার পক্ষেই কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সম্প্রচারমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানে স্থলবাহিনী পাঠানো সময়ের অপচয় হবে। তারা (ইরান) সবকিছুই হারিয়েছে। তারা নিজেদের নৌবাহিনী হারিয়েছে;হারানোর যা ছিল, সবই হারিয়েছে।তবে ইরানে স্থলযুদ্ধের ইরাকের কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রস্তুত করছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ইরাক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলাও চালিয়েছে ইরান।যদি যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনী ইরানে প্রবেশ করে, তাহলে ইরানিরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি।যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জবাব দিয়ে যাচ্ছে ইরানও।

গতকাল ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর বেন গুরিয়নে হামলা হয়েছে। আইআরজিসি জানিয়েছে, তাদের নতুন প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে মার্কিন ঘাঁটিগুলোয় হামলা চালানো হয়েছে।

ইরান কি সত্যিই পারমাণবিক শক্তিধর, যুক্তরাষ্ট্রের দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানে হামলা চালিয়ে দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। শনিবার থেকে চালানো বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন।এ হামলার যৌক্তিকতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার ভোরে বলেন, এই অভিযানটির লক্ষ্য ছিল তেহরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা এবং ইরানি শাসনের আসন্ন হুমকি নির্মূল করা। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন যে, শাসন পরিবর্তনও এই হামলার লক্ষ্যগুলোর একটি।তিনি ইরানের বিরোধী গোষ্ঠীর উদ্দেশে বলেন, আমরা শেষ করলে তোমরা তোমাদের সরকার দখল করে নাও। এটি তোমাদের জন্যই হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্মে হয়ত এটাই তোমাদের একমাত্র সুযোগ।ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, এই হামলা সাহসী ইরানি জনগণকে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করার সুযোগ তৈরি করবে এবং স্বৈরশাসনের জোয়াল সরিয়ে দেবে।ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একে দেশটির বিরুদ্ধে হুমকির প্রেক্ষিতে একটি 'পূর্বপ্রতিরোধমূলক' হামলা হিসেবে বর্ণনা করেন।অভিযানটির একটি যুক্তি ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা। তবে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে;এমন কোনো প্রমাণ নেই। ইরান বরাবরই বলেছে, তাদের কর্মসূচি বেসামরিক উদ্দেশ্যে।ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার প্রধান মধ্যস্থতাকারী, শুক্রবার বলেন, ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মত হয়েছে যে তারা কখনোই বোমা তৈরির মতো পারমাণবিক উপাদান রাখবে না।যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা বা জাতিসংঘের পারমাণবিক তদারকি সংস্থাও ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে;এমন প্রমাণ পায়নি।মিলানোভিচ বলেন, 'ইরানের এখনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই, এবং থাকলেও তা ব্যবহারের প্রমাণ নেই।'

ইরানের পাল্টা হামলা কি বৈধ?

মিলানোভিচের মতে, ইরান আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তবে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হতে হবে। তিনি বলেন, তৃতীয় রাষ্ট্র;যেমন সৌদি আরব, যারা হামলায় জড়িত ছিল না, তাদের ভূখণ্ডে হামলা চালানো সমস্যাজনক।

জর্ডনে আমেরিকার 'চোখ' উপড়ে নিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে ক্ষমা চাইল তেহরান

মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে কার্যত ভোলবদল। প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চাইলেন ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজশকিয়ান। স্পষ্ট জানালেন, খামেনেই পরবর্তী ইরান উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে আর কোনো শত্রুতা চায় না। তবে শান্তির এই বার্তার মধ্যেও আমেরিকার জন্য তোলা ছিল তীব্র দহন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবিকে নস্যাৎ করে পেজশকিয়ান সাফ জানিয়েছেন, 'এটা ট্রাম্পের একটা স্বপ্ন এবং এই স্বপ্ন নিয়েই তাঁকে সমাধিস্থ হতে হবে।' অর্থাৎ প্রতিবেশীদের সঙ্গে হাত মেলালেও ওয়াশিংটন বা তেল আভিভের সামনে মাথা নত করার কোনো প্রশ্নই নেই তেহরানের অভিধানে। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের শাসনভার এখন তিন সদস্যের এক অন্তর্বর্তী কাউন্সিলের হাতে। সেই কাউন্সিলের প্রধান হিসেবেই পেজশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোকে আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর দাবি, মার্কিন বা ইজরায়েলি হামলায় মদত না দিলে জর্ডন, বাহরিন বা সৌদি আরবের মতো দেশগুলোতে আর কোনো ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়বে না। এর আগে মার্কিন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে গিয়ে বারবার প্রতিবেশী দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে। তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ইরানকে। এবার সামরিক বাহিনীর 'ভুল বোঝাবুঝি'র দোহাই দিয়ে সেই ক্ষত মেরামতের চেষ্টা শুরু করল তেহরান। তবে শত্রুতার ঊর্ধ্বে উঠে উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রাম্পের দেওয়া প্রস্তাবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এই কূটনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই ইজরায়েলের মরণকামড় অব্যাহত। শনিবার ভোরে ইরানের অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র মেহরাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি

বায়ুসেনা। একের পর এক জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা বিমানবন্দর চত্বর। একাধিক যাত্রিবাহী বিমানে আগুন ধরে যাওয়ার খবর মিলেছে। আকাশে কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠা কালো ধোঁয়া তেহরানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শুধু বিমানবন্দর নয়, কেরমানশাহ শহরের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলোকেও গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি করেছে ইজরায়েল। খামেনেইয়ের জন্য তৈরি করা গোপন বাঙ্কারগুলো খুঁজে বের করে অন্তত ৫০টি যুদ্ধবিমান দিয়ে আক্রমণ শানানো হয়েছে বলে খবর। পাল্টা মার দিচ্ছে ইরানও। জর্ডনে মোতায়েন আমেরিকার অত্যন্ত শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'থাড' রেডার ধ্বংস করার দাবি করেছে তারা। জর্ডনের মুয়াফ্ ফক সাল্টি সেনাঘাঁটিতে থাকা ৩০ কোটি ডলারের এই রেডার ব্যবস্থাটি মহাকাশ থেকে আসা ক্ষেপণাস্ত্র রুখতে সক্ষম ছিল। ইরানের দাবি, তাদের নিখুঁত নিশানায় উপগ্রহচিত্রে এখন সেখানে কেবল বিশালাকার গর্তই দৃশ্যমান। এর আগে কাতারে মার্কিন এফপিএস ১৩২ রেডার ব্যবস্থাও তছনছ করেছিল তেহরান। একের পর এক রেডার ধ্বংস করে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর 'চোখ' কার্যত অন্ধ করে দিতে চাইছে ইরান। প্রসঙ্গত, এর আগে কাতার সংলগ্ন আল উদেইদ ঘাঁটিতে আমেরিকার ৫০০০ কিলোমিটার পাল্লার 'এফপিএস ১৩২' রেডারটিও ইরান নষ্ট করে দিয়েছিল বলে খবর। গত ফেব্রুয়ারিতে জর্ডনে বসানো এই 'থাড' ব্যবস্থাটি ছিল আমেরিকার অন্যতম প্রধান আকাশ প্রতিরক্ষা কবচ।

কোচিতে ইরানি জাহাজ আশ্রয়ে 'বন্ধু' ভারতকে ধন্যবাদ তেহরানের

মার্কিন হামলার মধ্যেই একটি ইরানি জাহাজকে কোচি বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দিয়েছে ভারত। শনিবার একথা নিশ্চিত করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। জাহাজটিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এবার 'বন্ধু' ভারতকে ধন্যবাদ জানাল তেহরান। সংবাদমাধ্যম এএনআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতহলি বলেন, তভারত মহাসাগরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস ডেনার উপর হামলার পর গোটা পরিস্থিতি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।দ তিনি আরও বলেন, ত্তইতিমধ্যেই ইরানের নৌবাহিনীর আরও একটি জাহাজ আইআরআইএস লাভান কোচিতে নোঙর করেছে। এর জন্য ভারত সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে, শনিবার জয়শংকর বলেন, ত্তইরানের তরফ থেকে আমাদের কাছে একটি বার্তা এসেছিল। বলা হয়েছিল, তাদের একটি জাহাজ প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়েছে। ফলে নিকটবর্তী বন্দরে সেটি নোঙর করতে চায়।দ তিনি আরও বলেন, ত২৮ ফেব্রুয়ারি এই বার্তা পাওয়ার পর ১ মার্চ জাহাজটিকে কোচি বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এটি একটি মানবিক পদক্ষেপ।দ জানা গিয়েছে, ভারতে সামরিক মহড়া করতে এসেছিল আইআরআইএস লাভানও। মোট ১৮৩ জন কর্মী ছিলেন ওই জাহাজে। তাঁরা কোচিতে ভারতীয় নৌসেনা ঘাঁটিতেই আপাতত রয়েছেন। এই জাহাজ ভারত ছেড়ে কবে ফিরে যাবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, ইরানের জাহাজ ভারতে থাকায় ট্রাম্প রুষ্ট হবেন কি? বর্তমানে ইজরায়েলের সঙ্গেও নয়াদিল্লির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইরানি জাহাজকে আশ্রয় দেওয়াটা তেল আভিভও কি ভালোভাবে নেবে? সমস্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিখ্যাত সংবাদসংস্থা র য়টার্স সূত্রে খবর, ইরানি জাহাজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। শ্রীলঙ্কায় থাকা ইরানি জাহাজ বা সেখানকার কর্মীদের আপাতত 'বন্দি' করে রাখতে 'নির্দেশ' দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ভারতকেও একই পথে হাঁটতে হবে বলেই দাবি মার্কিন প্রশাসনের, এমনটাই বলা হয়েছে রয়টার্সের প্রতিবেদনে। আমেরিকার দাবি, ইরানের সঙ্গে সংঘাত যতদিন পর্যন্ত না মিটছে ততদিন পর্যন্ত ইরানের যুদ্ধজাহাজ বা ইরানি কর্মী কাউকেই 'মুক্তি' দেওয়া যাবে না। ভারত ছেড়ে বেরনোর পর ইরানের এই জাহাজেও মার্কিন হামলা হতে পারে, সেই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

গাধা পালন করলেই মিলবে ৫০ লক্ষ টাকা!

গাধা পালন করলেই লাখপতি হওয়ার হাতছানি। গাধা পালনে এবার কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য। পশুপালন ব্যবসায় উৎসায় বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন (এনএলএম)-এর আওতায় গাধা, ঘোড়া ও উটের প্রজনন খামার গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দিচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় পশুপালন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পে মোট খরচের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে, যার সর্বোচ্চ সীমা ৫০ লক্ষ। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা, ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও), স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), জয়েন্ট লায়াবিলিটি

গ্রুপ (জেএলজি) এই সুবিধা পাবেন। তবে এই প্রকল্পের আওতায় গাধা খামার গড়ে তুলতে হলে কমপক্ষে ৫০টি স্ত্রী গাধা এবং ৫টি পুরুষ গাধা থাকতে হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রের ভর্তুকির টাকা দু'টি কিস্তিতে দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তি পাওয়া যায় যখন প্রকল্পের জন্য নেওয়া ব্যাংক ঋণ অনুমোদিত হয়। এরপর খামার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর সবকিছু যাচাই করে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়। তবে এই প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র দেশীয় পশুর পালনেই অনুমোদন রয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/8/2026 2:12 AM Page 17

বার্বাডোজ থেকে মুম্বই

বুমরাহই যেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘চিরপ্রণম্য অগ্নি’

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১৮তম ওভারটায় বুমরাহকে সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেলেন ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে তাণ্ডব তুলে দেওয়া বেথেল। যেখানে ১৫ করে দরকার ছিল, বুমরাহর ওভারের পর তা গিয়ে পৌঁছল সাড়ে উনিশে। সেই চাপেই তালগোল পাকাল ইংল্যান্ড।মেঘের আড়ালে সূর্য হাসছে। এর একটিই অর্থ। ভয় না পেয়ে সামনে এগিয়ে যাও। মেঘ কাটবেই। এই বিশ্বাসটা সবার আগে রাখো। কবির কথায় ‘মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে’। মহাকাশ থেকে সূর্য যেমন হাসে, চওড়া হাসি আর এক সূর্যর মুখেও। যিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক। সূর্যকুমার যাদব। সেই সূর্যের মুখে হাসি এনে দিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। বার্বাডোজ থেকে মুম্বই, এই বুমরাহই যেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘চিরপ্রণম্য অগ্নি’। প্রায় পাঁচশো রানের একটা টি-টোয়েন্টি যুদ্ধে ডেথ ওভারে এসে স্রেফ ১৪ রান দিয়ে গেলেন তিনি। ১৬তম ওভারে ৮।

১৮তম ওভারে ৬। নিজের চতুর্থ ওভারে যখন বল করতে এলেন, ইংল্যান্ডের দরকার ১৮ বলে ৪৫। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটুকু রান হয়েই যায়। কিন্তু কেন তিনি বিশ্বের সেরা পেসার, প্রমাণ করে দিলেন। ০, ১, ১, ২, ১, ১। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন স্পেল এক কথায় অবিশ্বাস্য। সঞ্জু স্যামসনের ৪২ বলে ৮৯ রান কিংবা অক্ষর প্যাটেলের দুর্ধর্ষ দুই ক্যাচের সঙ্গে তাই সমানভাবে বন্দিত বুমরাহর ‘বুমবুম’ স্পেল।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে আড়াইশোর উপর রানও সুরক্ষিত নয়। যা দেখা গেল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। ওয়াংখেড়ের দর্শকঠাসা ‘ক্লাসরুমে’ অল্পের জন্য পাশমার্ক পেল না ইংল্যান্ড। স্কোর বোর্ড বলছে, হ্যারি ব্রুকদের ৭ রানে হারিয়ে ফাইনালে ভারত। কিন্তু স্কোর বোর্ড ‘বোকা’।

যাঁরা খেলা দেখলেন না, তাঁরা বঞ্চিত হলেন জেকব বেথেল নামক ২২ বছরের যুবকের অতিমানবীয় সেঞ্চুরির লড়াই দেখা থেকে। তাঁর ভয় ধরানো ব্যাটিংয়ের সামনে পার পাননি কোনও ভারতীয় বোলার। পরিত্রাতা জশপ্রীত বুমরাহ ছাড়া।১৮তম ওভারটায় বুমরাহকে সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেলেন ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে তাণ্ডব তুলে দেওয়া বেথেল। যেখানে ১৫ করে দরকার ছিল, বুমরাহর ওভারের পর তা গিয়ে পৌঁছল সাড়ে উনিশে। সেই চাপেই তালগোল পাকাল ইংল্যান্ড। বুমরাহর দেওয়া সেই চাপ বজায় রেখে পরের ওভারে হার্দিক পাণ্ডিয়া ফেরালেন স্যাম কারেনকে। অন্তিম ওভারে স্ট্রাইক নিজের কাছে রাখতে গিয়ে রান আউট হয়ে ফিরলেন বেথেল। বুমরাহই যেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘চিরপ্রণম্য অগ্নি’।

অমন আগুনে স্পেলের পর ম্যাচের শেষে জয়ের উচ্ছ্বাসে তাঁর দু’হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। চোখ দু’টি স্থির। শিয়রে বিশ্বকাপ ফাইনাল। স্বপ্ন দেখার সেই সরণিতে আরও একবার হেঁটে বিশ্বজয় করতে চান। দু’টো বছর আগে, বার্বাডোজে ঠিক এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অতিমানব হয়ে উঠেছিলেন। রবিবার কি স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি হবে?

ফাইনালে শতরান করবে স্যামসন, আত্মবিশ্বাসী রবিচন্দ্রন অশ্বিন

সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে তিনটি সেঞ্চুরি দেখতে চাইছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কিন্তু দুটি ইনিংস থেমে গেছে ‘প্রায়’ সেঞ্চুরিতে। তাতে আক্ষেপ নেই অশ্বিনের। দুটিই তো ম্যাচ জেতানো ইনিংস! তার ব্যাটে এখন একটি সেঞ্চুরি দেখলেই খুশি থাকবেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার। ম্যাচই বাকি আছে একটি, সেই সেঞ্চুরি তো হতে হবে ফাইনালেই! আমেদাবাদে রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে ভারত। শিরোপার এই মঞ্চে আসতে দলকে এগিয়ে নিয়েছেন যারা, তাদেরই একজন স্যামসন। টুর্নামেন্টের শুরুতে যিনি ছিলেন একাদশের বাইরে, ফাইনালে তিনিই হবেন ব্যাটিংয়ে দলের সবচেয়ে বড় ভরসা। সেমি-ফাইনালে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৪২ বলে ৮৯ রান, কোয়ার্টার-ফাইনালে পরিণত হওয়া সুপার এইটের শেষ ম্যাচে করেছেন ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭। দুটি ম্যাচেই ম্যান অব দা ম্যাচ হয়েছেন তিনি। যদিও একটুর জন্য পাননি শতরানের স্বাদ। একটিতে জিতে গেছে দল, আরেকটিতে তিনি আউট হয়ে গেছেন প্রায় ৭ ওভার বাকি থাকতে। সেমিফাইনাল শেষে অবশ্য ৩১ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান বলেছিলেন, সেঞ্চুরি না পাওয়ার

আক্ষেপ তার নেই, বরং ৯৭ ও ৮৯ রানের তৃপ্তিই আছে তার সবটুকু জুড়ে। একইরকম ভাবনা অশ্বিনেরও।

স্যামসনের কাছে চাওয়ামতো তিনটি সেঞ্চুরি তিনি পাচ্ছেন না। তবে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সাবেক স্পিনার বললেন, শেষটা ঝলমলে করতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। ‘ আগে আমি বলেছিলাম যে, এবারের বিশ্বকাপে তিনটি সেঞ্চুরি করবে স্যামসন। এক ম্যাচে সে অপরাজিত ৯৭ করেছে, পরেরটিতে ৮৯। এখন আমার মনে হয়, একটি সেঞ্চুরি করলেই যথেষ্ট ! নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এবং মিচেল স্যান্টনার, ম্যাট হেনরির সামনে খুব ভালো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ কাটাতে পারেনি সে। তবে জফ্রা আর্চারের জবাব যেভাবে সে বের করেছে, সেভাবে যদি ম্যাট হেনরির জবাবও খুঁজে পায়, তাহলে তাকে থামানোর কেউ নেই। আমরা চোখধাঁধানো এক শেষের অপেক্ষায় আছি এবং আশা করি সে পারবে ।‘ বিশ্বকাপের ঠিক আগে দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলেছিল ভারত। দল ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতলেও স্যামনসন পাঁচ ইনিংসে করেছিলেন মোট ৪৬ রান। দুবার আউট হয়েছিলেন তিনি হেনরির বলে, একবার করে স্যান্টনার, কাইল জেমিসন ও লকি ফার্গুসনের বলে ।

ভারতের কাছে ফাইনালে কিইয়িরা হারলে তাদের চোকার্স তকমা দেবেন ডেল স্টেইন !

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের সঙ্গে ‘চোকার’ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। কিন্তু বিশ্ব মঞ্চে বারবার ফাইনালে হেরে যাওয়া নিউজিল্যান্ডকে আরও বড় ‘চোকার’ মনে করেন ডেল স্টেইন। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারতকে হারাতে না পারলে, এই তকমা কিউইদের দিতে চান প্রোটিয়া পেস বোলিং গ্রেট । ফাইনালে আগামী রবিবার ভারতের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় শুরু হবে ম্যাচটি । নকআউট ম্যাচে বারবার হেরে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার নামের পাশে লেগে গেছে ‘চোকার’ তকমা। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে টানা সাত জয়ের পর, সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে তারা। কলকাতায় গত বুধবার তাদেরকে উড়িয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। শেষ চারের বাধা পেরিয়ে গত আসর দিয়ে প্রথমবারের মতো যেকোনো সংস্করণের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে জয়ের খুব কাছে গিয়ে পথ হারিয়ে শিরোপার স্বপ্ন ভাঙে তাদের। আর এবার আবার নকআউট পর্ব আসতেই মুখ থুবড়ে পড়ে প্রোটিয়ারা। বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশি ফাইনাল খেলেছে নিউ জিল্যান্ড। কিন্তু একবারও শিরোপা জিততে পারেনি তারা। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল তারা। পরে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরে যায় কিউইরা। চার বছর পরের বিশ্বকাপেও ফাইনালে খেলে তারা। কিন্তু লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মূল ম্যাচ ‘টাই’ হলে বাউন্ডারি ব্যবধানে হেরে আরেকবার শিরোপা স্বপ্ন ভাঙে দলটির । ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপেও ফাইনালে খেলে নিউজিল্যান্ড। সেখানেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায় দলটি। এবার আরেকটি ফাইনালে তাদের অপেক্ষায় স্বাগতিক ভারত । দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটিং গ্রেট এবি ডিভিলিয়ার্সের ইউটিউব চ্যানেলে আলোচনার সময় নিউজিল্যান্ডের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন স্টেইন। ‘ দেখো, সৎভাবেই বলছি। সবাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ‘চোকার’ ডাকতে

পছন্দ করে, কিন্তু আমি বলতে চাই, নিউ জিল্যান্ডও তো খুব বেশি বিশ্বকাপ জেতেনি। তারা আমাদের চেয়ে বেশি ফাইনাল খেলেছে। তাই, নিউ জিল্যান্ডের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, দয়া করে এবার ট্রফিটা জেতো । তা না হলে, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ওই তকমা (চোকার) তোমাদের দিয়ে দেব, ওটা তোমাদেরই প্রাপ্য। আমি নিউ জিল্যান্ডকে পছন্দ করি, কিন্তু তারা ভারতকে হারাতে পারবে না। তাদের জিততে হলে ভারতকে অবিশ্বাস্য ‘চোক’ করতে হবে। আমি বলছি, এটা অসম্ভব। সত্যিই চাই তারা জিতুক, কিন্তু সত্যিই কি আমি ভাবছি যে, তারা ভারতকে হারাবে? না ।‘ ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্টেইনকে ছক্কা মেরেই নিউজিল্যান্ডকে ফাইনালে তোলেন গ্রান্ট এলিয়ট। ওই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নেতৃত্ব দেন ডিভিলিয়ার্স। ওই হারের কথা খুব ভালোভাবেই মনে আছে দুইজনের। কথার প্রসঙ্গে ওই ম্যাচের কথা তুলে ধরেন ডিভিলিয়ার্স। ‘আমি এর জন্য নিউজিল্যান্ডকে অপছন্দ করি। ২০১৫ বিশ্বকাপে তারা কখনোই ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর অবস্থায় ছিল না। আমি বলতে চাচ্ছি, এটা বললে হয়তো লোকে আমাকে অপছন্দ করবে, তবে অস্ট্রেলিয়ায় সেবার অস্ট্রেলিয়াকে কেবল একটি দলই হারাতে পারত, আর সেটা হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। এখন আবার ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডকে দেখছি, আর তারা ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে খেলবে । খেলাধুলার কারণে নিউজিল্যান্ডের প্রতি অনেক সম্মান আছে আমার। কিন্তু ডেল, তারা যদি এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে যায়, তাহলে লোকে আমাকে আর তোমাকে মেরেই ফেলবে (হাসি) ।‘ বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও আইসিসি ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা আছে নিউ জিল্যান্ডের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে তারা ।

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড

কেমন হবে আমেদাবাদে মহারণের ২২ গজ

স্বাই ারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালের রান উৎসবের রেশ মিলিয়ে যায়নি এখনও। এবার ফাইনালেও দেখা যেতে পারে একই ধরনের রানের উৎসব ! একই ধরনের উইকেট কি বেছে নেওয়া হচ্ছে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচেও ! আমেদাবাদে রবিবার টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপার মঞ্চে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউ জিল্যান্ড। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শক ধারণক্ষমতার ক্রিকেট ভেন্যু নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। ১ লাখ ৩২ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার গ্যালারিতে কত দর্শক থাকবে, তা নিয়ে যেমন উৎসাহ আছে, তেমনি উইকেটের সম্ভাব্য আচরণ অর্থাৎ ২২ গজ কেমন খেলবে তা নিয়েও রয়েছে কৌতূহল। ফাইনালের উইকেট কেমন হবে, সেটির কিছু ধারণা নানা সূত্র থেকে জানতে পেরেছে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের উইকেট থাকতে পারে সবুজের ছোঁয়া। তবে তা দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই বলেই মত তাদের । কারণ গত বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের উইকেটের চেহারাও ছিল এরকমই। উইকেট দেখে অনেকে ভেবেছিলেন, পেস-সহায়ক হবে । আদতে কী হয়েছে তা সকলের এখন জানা। চার-ছক্কার বন্যায় রানের সুনামা দেখা গেছে সেদিন। ৪৯৯ রানের ম্যাচে ৭ রানে জিতেছে ভারত। টি-টোয়েন্টিতে দুই দল মিলিয়ে এত বেশি রান তো আর প্রতিদিন হয় না। তবে ফাইনালে ও ব্যাটারদের দাপটের আরেকটি ম্যাচই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। লাল ও কালো মাটির মিশ্রণের একটি পিচ ব্যবহার করা হচ্ছে আমেদাবাদে ফাইনালের জন্য। যেখানে টার্ন থাকার কথা সামান্য, বল থেমে আসবে না হয়তো একটুও। বলের পেস ও বাউন্স ভালো থাকবে ।অসম বাউন্স থাকবে না বলেই চলে। ব্যাটিং সহায়ক সেই উইকেটে স্পিনারদের চেয়ে পেসারদের ভালো করার রসদ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে। ‘পার’ স্কোর এই উইকেটে হতে পারে দুশর আশেপাশে। অনেকটা নতুন উইকেটের মতোই এটি। এবারের বিশ্বকাপে মাত্র একটি ম্যাচই খেলা হয়েছে এই উইকেটে। সেটিও প্রায় ১ মাস আগে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে তুলেছিল ২১৩ রান, কানাডা রান তাড়ায় করে ১৫৬ রান । নিউজিল্যান্ড এই মাঠে এবারের আসরে একটি ম্যাচই খেলেছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি লাল মাটির উইকেটে সেই ম্যাচে কিউইদের ১৭৫ রান ১৭ বল বাকি রেখেই টপকে ৭ উইকেটে জিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত এই মাঠে খেলেছে এবার দুটি ম্যাচ। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩ রান তুলে তারা ১৭ রানের জয় পায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। ৫ দিন পর দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮৭ রানের জবাবে সূর্যকুমার যাদবের দল গুটিয়ে যায় ১১১ রানে। ফাইনালে যদিও ফেভারিট বলে কিছু থাকে না, তবু ভারতকেই একটু এগিয়ে রাখতে হবে নানা দিক বিবেচনা করলে ।

বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে, আহমেদাবাদ রুটে বিশেষ বিমান, চলছে স্পেশাল ট্রেনও

২০২৩-র ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে রোহিত বাহিনী হেরে যাওয়ার পর থেকেই ‘অপয়া’ নামে কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। রবিবার ফাইনালের সূর্যকুমারদের সামনে নিউজিল্যান্ড। ‘ফাঁড়া’ কাটিয়ে সেই ম্যাচে জিতলে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনাল জিতে নজির গড়বে ভারত। তাছাড়াও দেশের মাটিতেও বিশ্বকাপ জেতা প্রথম দল হিসাবে রেকর্ড বুকে নাম তুলবেন সূর্যকুমাররা। রবিবারের সেই মেগা ফাইনাল দেখতে এখন থেকেই সমর্থকদের ঢল। ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। রেকর্ড সংখ্যক দর্শক খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে ভিড় জমাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকী অনেকেই আচমকা আহমেদাবাদ যাবেন বলে স্থির করেছেন। ‘ভারতের ম্যাঞ্চেস্টারে’ পৌঁছতে তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই কারণে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেছে। চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেবল বিমান সংস্থাই নয়, বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে ভারতীয় রেল। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং আকাসা এয়ারলাইন্স শুক্রবারই আহমেদাবাদ রুটে বিশেষ

বিমান পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর থেকেই বিমানের টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া। তার পরেই বাড়তি বিমান পরিষেবার ঘোষণা করে বিমান সংস্থা। এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের কথা ভেবে দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং হায়দরাবাদ থেকে আহমেদাবাদ যাওয়ার জন্য বাড়তি বিমান চালানো হবে। এখানে আসার চাহিদা আচমকা বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী আসন এবং বিমান সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে। আকাসা এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, ৮ এবং ৯ মার্চ মুম্বই থেকে আহমেদাবাদের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা দেবে তারা। পাশাপাশি যাত্রীরা যাতে বিমানে বসে ম্যাচের আবহ অনুভব করতে পারে, সেই পরিকল্পনাও করেছে তারা। স্কাইস্কোর ফিচারের মাধ্যমে যাত্রীরা বিমানে বসেই ম্যাচের লাইভ আপডেট জানতে পারবেন। তাছাড়াও ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের পক্ষ থেকে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদের মধ্যে দু’টি স্পেশাল ট্রেন চালানোর কথা ঘোষিত হয়েছে। এর জন্য বিশেষ ভাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর মধ্যে একটি ট্রেন ম্যাচের দিন, ৮ মার্চ চলবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা যাতে যথাসময়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছতে পারেন, সেই মতোই ট্রেনের সময় নির্ধারিত হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ খেশামেজাজে দেখা যায় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। তিনি বলেন, তএই দলে ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের চেয়ে দলের লক্ষ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ ১০০ রান করুক বা কেউ ৭ বলে ২০ রান করুক, দলের জন্য অবদানটাই আসল। আহমেদাবাদের পিচে কত রান উঠবে, এই প্রশ্নে ভারত অধিনায়কের উত্তর, আগে থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে নামতে চান না তাঁরা। তপিচ যেমন আচরণ করবে, সেভাবেই খেলব। ২০০-২৫০ রান ভালো স্কোর হতে পারে। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করবে উইকেটের উপর,দ জানান সূর্যকুমার। যদিও আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে এখন ধোঁয়াশা রয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, ফাইনালের বাইশ গজ কীরকম হবে, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। চারটে উইকেট তৈরি রাখা হচ্ছে। যার মধ্যে একটা কালো মাটির উইকেটও রয়েছে। তবে এই ম্যাচেও শিশির বড় একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। শনিবার অনুশীলনের ফাঁকে সূর্যকুমার পিচ দেখতে গেলেন। কিউরেটরের সঙ্গে কথাও বললেন। মাঝে কোচ গৌতম গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের সঙ্গে আলোচনাও করলেন। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামকে চুপ করিয়ে দেবেন। বাস্তবেও সেটাই হয়। তারপর থেকে বহুবার ভারতকে ‘চুপ করিয়ে দেব’ হুমকি দিয়েছে বিপক্ষ। স্যান্টনার অবশ্য চুপ করানোর চেয়েও নির্দয় বার্তা দিলেন।

১৮
৮ মার্চ ২০২৬

সাহিত্য আড্ডা

নয়া জামানা

মনের জানালা খুললেই সময় ও নিঃসঙ্গতার ছবি

শামশাদ বেগম

সময় ও নিঃসঙ্গতার নিরিখে কবিতার বয়ে চলা। অনন্তগামিতা; হলো তার কবিতার বৈশিষ্ট্য।

খুঁজতে খুঁজতে কবি যেন। সময়ের কাছে এক অসীম জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং এখানে সে চুপ হয়ে যায়। কী সেই জিজ্ঞাসা কিংবা তার কবিতার অন্তর্গত কী অভিপ্সা, যার টানে কবি সময় ও পরিস্থিতির দোলাচালে সেই অসীমের ভেতর নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। জীবনের পরিব্যপ্তি বা আত্মহারানোর নির্মোহতায় কবি কার কাছে প্রশ্ন তুলবে, এবং আর তার উত্তর অদৌ মিলবে কিনা; এই দ্বিধায় সে ফিরে তাকায় তার জীবন নদীর দিকে, কখনো পূবালি জানলায় গোধূলির অনুপস্থিতিতে, আবার কখনো সময়ের বুদ্ধিমত্তা, কিংবা প্রকৃতির সাথে স্বজনের সহবস্থানে।

এই সব অন্বেষণ প্রতিনিয়ত কবিকে আরও বিমূর্ত করে ফেলে।কেননা জীবনের সব পর্যায়ে সুখ বা সহচার্য মেলেনা; কখনো কখনো তা বিষন্ন করে তোলে জীবনকে। আর এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে, কবি জিয়াউল হক জুয়েলের মনের জানলা থেকে কাব্যগ্রন্থে।সময় ও চাঁদের সহবস্থানে, দুজনেই আপত্য প্রেমের অধিকারী হলেও, তাদের মধ্যকার মনোমালিন্য ও বৈপরীত্য কবির দার্শনিক দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।কবি জিয়াউল হক জুয়েলের চলমান সময় কবিতটি যেন নিঃশব্দের অনুসরণে রচিত। কবিতাটি শান্ত, সংযত অথচ গভীরতায় পরিপূর্ণ। ভাষা সহজ ও স্বচ্ছ হলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ নীরবে বহু কথাই বলে যায়। কোনো উচ্চারণের চাপ নেই,
কোনো আবেগের প্রদর্শন নেই, তবু সময়, একাকীত্ব ও অস্তিত্বের প্রশ্ন পাঠকের মনে দীর্ঘদিন প্রতিধ্বনিত হয়।
ঘড়ির কাঁটা আর সময়
দুটিই পরস্পর বিরোধী
ঘড়ি দেয়ালে আর সময় চাঁদে
পূর্ণিমার রাতে
চাঁদকে মনে হয় তরুণ।
আর ঘড়ির কাঁটা বলে
এখন নিশুতি রাত।
ঘড়ির কাঁটাকে এখানে কবি, যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ মানুষ ও সময়ের বিচ্ছেদহীন অঙ্গ স্বরঙ্গতার প্রতীকের রুপ দিয়েছেন। এটি তরতর করে বয়ে চলা এক অবিরাম ধারা, যেখানে থামার সুযোগ নেই। ভাবার অবকাশও নেই। ঘড়ির কাঁটা মানুষের হাতেই নির্মিত। একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও কাঠামোর ভেতর যার জন্ম। সেই নিয়মের ঘোরপাকে আবদ্ধ নির্দয় সময়, মানুষ কে টেনে নিয়ে চলে এক নিরপেক্ষ দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে। স্বার্থপরের মতো;
নিরীহ অথচ নির্মম।

ভাবনার অনুভূতিগুলোও কোথাও যেন বয়ে চলে যায়। তবে চাঁদ প্রকৃতির আদেশে আবদ্ধ ; নীরব ধীর লয়ে যার গমন মানুষের অনুভূতির কার্যালয়ে। চাঁদ বরাবরই কবির কাছে নবীন ও তরুণ। সেখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই, নেই যান্ত্রিকতার শাসন।

সেই মুক্ত পরিসরেই কবির সব কল্পনাগুলো সব নিষেধ অতিক্রম করে অনায়াসে উড়ে বেড়ায়। আর চাঁদনীর প্রেক্ষাপটে কবি মনন উন্মুক্ত ভাবধারায় প্রবাহিত হয়, নিয়মের বাইরে অনুভূতির ভেতর।

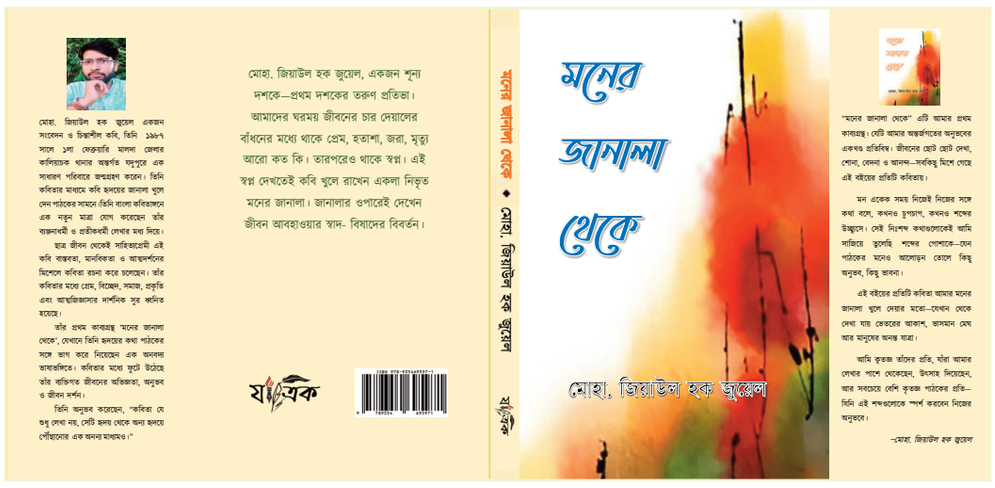

অনুভূতি নতুন প্রবাহ জন্ম দেয়। আর এখানেই কবি নিজের একাকীত্বের স্বাদ খুঁজে পান। যেখানে সত্যের মুখোমুখি হতে গেলে কোনও বাধা বা অপমানবোধ হয়না। ঘড়ির কাঁটা সময়কে যতোই নিস্তব্ধ রাতের সাথে তুলনা করুক না কেন, সময় যে অনুভূতির পিঠে ছুরি বসাতে পারেনা ; এই কথাটি তিনি বলতে চেয়েছেন। এবং এটি কবির কাছে স্বাভাবিক পরিণতি ; যা ভীষণ বাস্তব।

সময় আয়না, আর চাঁদ হলো একাকীত্বের পশম। যা নিজেকে চিনতে শেখায়। সময় অনুশাসন আরোপ করে, আর চাঁদ মানুষকে তার নিজের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

কলম তুমি নিশ্চুপ কেন?; কবিতায়, কবির প্রশ্ন সেই বহমান অনিশ্চয়তার বজ্রপাঠে। যেখানে আলেখ্য বাতায়নে বিবেক কোথাও যেন অবরুদ্ধ। কবি বলেছেন ;
কলম দিয়ে লিখি নানান কথা
ভালো কিংবা মন্দ
কলমের কালি ফুরালে
কলম বদলায়নি।

ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বে কলম ব্যবহৃত হয়, অথচ সে নিজে কোনো পক্ষ নেয় না। স্বার্থের পালাবদলে অবস্থান বদলায় মানুষ, বদলায় কলমের ভাষা। জীবন ও সময় এগিয়ে চলে। দিন ফুরোয়, কিন্তু সেই চলমান ঘূর্ণনের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে। এই কবিতা তাই নিছক কলমের নীরবতা নয়। এটি আমাদের সময়ের নৈতিক অবরোধ। বুদ্ধিজীবীর নিশ্চুপ অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনের এক তীব্র রূপক। যখন শব্দরা পথ হারায় অন্ধকারের গলিঘুঁজিতে,
কলম তখন নিথর নয়, বরং সে শব্দ জমায় আগামীর মিছিলে।মনস্তত্ব যেন খেলাঘরে সাজানো বিক্রির সামগ্রী। নিজের অবস্থানের নিটোল ও বলিষ্ঠ স্তম্ভগুলো খ রকুটোর মতো ভেঙে পড়ে।স্বার্থের পালাবদলে নিজের নৈতিকতাকেবিসর্জন দেয়। অসহায়ত্বের অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানুষ। চেতনার অবক্ষয়ে আদর্শ শেষ পর্যন্ত নিচু মানসিকতার কাছেই আত্মসমর্পণ করে।শূন্যতার বলয়ে কবি মননের আলোয় সমকালীন সাহিত্যসমাজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে চলেছেন। প্রকৃত কবিতার দায়বদ্ধতা ও গভীরতা যথাযথভাবে এখনও অর্জিত হচ্ছেনা। এই প্রেক্ষিতেই কবির কবিতায় তারই রুপ দেখতে পাই।

সাহিত্য ও নজরুল কবিতায় কবি বলেছেন ;
কবিতার ছাত্র হবো বলে,
কবিতা লিখি
কিন্তু লিখতে পারিনা।
অনুরাগী হবো বলে
নজরুল কে খুঁজেছি।
কবি চেতনার তীক্ষ্ণ আর্তি নিয়ে সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন। কবি কবিতার ছাত্র হতে চান এবং কবিতা লিখতে চান, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে অন্তরে সত্যিকারের অনুরাগ বা প্রেরণা ছাড়া তা সম্ভব নয়। সেই প্রেরণা বা অনুরাগী হওয়ার পথ খুঁজতেই তিনি নজরুলের আদর্শকে খুঁজছেন। কবি নজরুলকে খুঁজেছেন সমাজের প্রতিটি স্তরে, যেখানে তারুণ্য এবং জ্ঞানের চর্চা হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কোথাও তিনি সেই নজরুলের চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাননি। এটি বর্তমান সমাজের নৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে। কবিতার শেষ অংশে এক প্রবীণ ব্যক্তির উত্তরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যখন বলেন, আমি কাজী নজরুল ছাড়া অন্যকোনো নজরুলকে চিনিনাক্ষ্ম। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নজরুলের সেই স্পৃহা বা আদর্শ এতটাই অনুপস্থিত যে, সাধারণ মানুষের কাছে নজরুল কেবল ইতিহাসের একটি নাম হয়েই রয়ে গেছেন, বর্তমানের কোনো মানুষের চরিত্রে তার আর প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে না। সময়ের কাছে কবির আত্মজিজ্ঞাসা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা সামগ্রিক কবিতাচর্চার দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতার সংকটকে উন্মোচিত করে। কবিতাগুলোতে বিবেকের অবরুদ্ধতা, চেতনার অবক্ষয় ও আদর্শচ্যুতির যে বেদনাময় ভাষ্য উঠে এসেছে, তা পাঠককে গভীরভাবে ভাবায়। তবে কবিতার অতিরিক্ত মনস্তাত্ত্বিক ভার সচেতনভাবেই কবি পাঠকের ভাবনার উপর ন্যস্ত করেছেন।

বইটির নামকরণ কবির ভাবজগতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশে আছে। শিরোনামই যেন সমগ্র কাব্যচেতনার দ্যোতক। প্রচ্ছদও ভাবগতভাবে সংযত ও অর্থবহ, যা বইয়ের অন্তর্গত সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে যান্ত্রিক প্রকাশনী। বইটির বিনিময় মূল্য ১৬০ টাকা, যা বিষয়বস্তু ও মানের তুলনায় যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।সামগ্রিকভাবে, এটি একটি চিন্তাশীল ও দায়বদ্ধ কাব্যগ্রন্থ;যা পাঠককে শুধু আবেগে নয়, বিবেকে ও প্রশ্নে আলোড়িত করে।

জীবন

ফারুক আহমেদ

ঠোঙায় মোড়া মুচমুচে মুড়ি
দোকানি পাঠিয়েছে

মুখে তুলছে না কেউ

টক,ঝাল,লঙ্কা, আদা কুচি
মেশাই আবার

মুড়ি জীবনের গল্প বলে.

ঈপ্সিত গন্তব্যের দিকে

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

আমার উদাসীন গন্তব্য জুড়ে কারা যেন পেতে
রেখেছে অশুভ রঙা দীর্ঘ এক ফরাস

অদূরে কারা মাদল বাজিয়ে চলে গেল,কিস্কিন্ধা নগরীর দিকে
এরপর আমার গন্তব্যে গোলাপ আর কোনদিন ফুটল না
উড়ে এলোনা, একদল প্রসন্ন প্রজাপতি

উপবনের ওপারে দাঁড়িয়ে কোন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ
আশীর্বাদের সফেদ পায়রা উড়িয়ে, বললেন না ত
আর কেন? ভালো থাকিস পরগাছা
ভ্রান্ত আকাশ থেকে আজীবন ঝরে গেছি,তাচ্ছিল্যের মেঘ
প্রতিবেশীরা বর্ষাতি গায়ে চলে গেছে, শান্তিকাননের দিকে

শুধু একা আমার মা, ছাই ভর্তি উনানের পাশে
বারোমাস্যা এঁকে ঘুমিয়ে পড়েছেন,শতাব্দীর অন্ধকারে

এরপর আর গন্তব্য খুঁজিনি...
কেবল ধসে গেছি, নিজের খনন করা কবরের ভেতর

অভিসার

জীবনকুমার সরকার

তোমাকে নিয়ে অনন্ত অভিসারে যাবো
সঙ্গে কিছুই থাকবে না তুমি ছাড়া ;
সাগরের জলাধারা
কিংবা অরণ্যের নিবিড়তা
জড়িয়ে দেবে আমাদের অনাবিল
প্রহর

সৈকতের উদ্দাম প্রহরে
ভাসাবো ভেলা
গাছগাছালির কোলাহলে জড়াবো
দু'জন

মাতাল ভোরে তোমার চুলে গুঁজে দেবো
প্রেমের বিলাপ

খামাখা আলাপন

মাহফুজা বৃষ্টি

নির্ঘুম রাত্রি যাপন
চোখে ঘোর বর্ষন
ঠোঁটের কোনে
হাজারো নিশ্চুপ মেঘ
বরষার সাথে কথা বলা,
এসব কি শুধু মিথ।

এবার না হয় ছুটি হোক।
পরিসমাপ্তি হোক এ ভ্রমের,
থামুক আলাপন,
থামুক খামাখা আলাপন।

'শব্দভাষ' ঃ বহুস্বরের আভাস

সুকান্ত মণ্ডল

Poetry is not a turning loose of emotion- but an escape from emotionST. S. Eliot
এই দর্শন সামনে রেখে জীবনকুমার সরকার সম্পাদনা করে চলেছেন 'শব্দভাষ' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা। মালদা শহরথেকেনিয়মিত প্রকাশিত হয় 'শব্দভাষ'। এবারের সংখ্যা ১৬ বর্ষ ডিসেম্বর ২০২৫ নতুনভাবে পড়া যায়। এখানে আবেগ আছে, কিন্তু আবেগপ্রবণতা নেই; ক্ষত আছে, কিন্তু কাঁদুনি নেই; প্রতিবাদ আছে, কিন্তু স্লোগান নেই। মোট ২৭ জন কবি কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য
অমল করের 'আহত সন্ধ্যার সংলাপ' অন্তরঙ্গ সময়বোধের আভাস দেয়, যেখানে জ্যোৎস্না সামলানোর মানে আলোর অতিরিক্ততা। তপন বাগচীর 'হিমস্মৃতি ঝরে'তে শীত স্মৃতির আঙ্গ স্তরণ। জীবনকুমার সরকারের 'হেমন্ত'-এ ক্ষুপোয়াতি ধানের সংসারক্ষুন্ন ও ক্ষুহেমন্ত আর জীবনানন্দক্ষুন্ন-এর উচ্চারণ ঐতিহ্যকে পুনর্জাগ্রত করে, উত্তরাধিকারের শ্রমসাধ্য পুনরুদ্ধার হিসেবে। প্রদীপ মণ্ডলের 'শিকড়ের স্তুতি' রবীন্দ্রসুর, জীবনানন্দ ও ফ্রয়েডকে এক মানসভূমিতে বসিয়ে আত্মপরিচয়ের জটিল মানচিত্র আঁকে। এর বিপরীতে পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধর্মান্ধ' ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহিংস প্রতীক হিসেবে পেরেক হয়ে দাঁড়ায়। অপরেশ মণ্ডলের 'আগুন' ও অর্ণব সামন্তের 'কর্কটক্রান্তি' সংকলনকে শারীরিক করে তোলে। দেহ, স্নায়ু, দ্রাঘিমা- এই শব্দগুলিতে ভাষা যেন চামড়া পায়। পোড়ার মধ্য দিয়ে টেরাকোটা তৈরি হয়। এই সংখ্যার কেন্দ্রে অস্বস্তিও আছে। সুকান্ত মণ্ডলের 'ফলাফল' ব্যক্তিগত ক্ষত নয়, প্রতিষ্ঠানগত পচনকে নগ্ন করে। স্লোগান নেই, কিন্তু প্রতিবাদ স্পষ্ট। স্বরজিৎ মিশ্রের 'ভাঙন'-এ শব্দের সীমিত ব্যবহারে অসহ্য শূন্যতা ফুটে ওঠে। অভিজিৎ সেনের 'ক্ষত' সময়ের সঙ্গে দাগের সহাবস্থান দেখায়। মুহা. আকমাল হোসেন ও অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত নাগরিক বিভ্রম, ডটকম-বর্ষা ও মুখোশের রাজনীতি সামনে আনে। চৈতালি ধরিত্রীকন্যার 'নতুন গন্ধ'-এ জমি মা হয়ে ওঠে, শুভেন্দু পালের 'সোয়েটার' হিমের স্পর্শে ব্যক্তিগত মুহূর্ত ধরে রাখে, দেবলীনা বিশ্বাসের 'নিষেধের পদাবলী' প্রেম ও প্রতিবন্ধকতার দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই বহুস্বরেই সংখ্যাটি প্রাণ পায়। কোনও একক নন্দন বা উচ্চারণ নেই। আলো ও ক্ষত, মাটি ও মেকআপ, ঐতিহ্য ও ডিজিটাল বিভ্রম;সব পাশাপাশি। পাঠককে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না, বরং গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলে। যেখানে আবেগ আছে, কিন্তু আবেগপ্রবণতা নেই। প্রতিবাদ আছে, কিন্তু স্লোগান নেই। সম্পাদক বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে যে সম্পাদকীয়টি উপহার দিয়েছেন,অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবারের সংখ্যার অসাধারণ প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রদীপ মণ্ডল।

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

অদিতি চ্যাটার্জি

একটু একটু করে সুস্থ হচ্ছে রাই, এখনো হাঁটা চলা ঘরের মধ্যেই করছে ও। বিকেলে আজকাল মন ভালো করা বাতাস বাগানের আম গাছ, কাঠ গোলাপ গাছ , নিম গাছের সাথে খুব খেলে বেড়ায় বারান্দার ঐ বেতের চেয়ারে বসতে বড্ড ইচ্ছে করছে । চেষ্টা করে কি দেখবে একবার ! যদি মাথাটা ঘুরে যায়! যদি আবার পরে যায়! তবু সাহসটা তো করাই যায়..
চা-র কাপ দুটো নিয়ে তথাগত চলে এসেছে বারান্দায়, বড় ভালো লাগছে রাই-র এখন , পাখিরা ডাকছে যার যার আপনজনদের ঘরে ফেরার জন্য । তথাগতের বাঁ হাত রাই-র হাতের ওপর। নিশ্চিন্ত করছে সঙ্গী কে। বসো রাই, চা টা শেষ করো। আমি তিতলির কাছে একটু গেলাম। তিতলির ঘরের পর্দাটা দুলছে , বাবা মেয়ের গলা ভেসে আসছে। জীবনে প্রথমবার বড় পরীক্ষা দিতে যাবে মেয়ে বাবার সাথে । সবাই বলে, তিতলির হাবভাব, কথা বলার ধরণ অনেকটাই তথাগতের মতো। হ্যাঁ তাই তিতলি তথাগত আর রাই-র সন্তান । কোনো জায়গা নেই এখানে শুভ-র।
সেই শারীরিক অত্যাচারের চিহ্ন হয়তো আর রাই-র শরীরে নেই কিন্তু সেই আঘাতের ব্যথা আর ছ'টা বছরের মানসিক অত্যাচার নাঃ সেটা তো এই জীবনে ও কোনোদিনও ভুলবে না। পাঁচ বছরের তিতলি কে নিয়ে যখন মা-র কাছে চলে আসে রাই , মেয়ে ঘুমের মধ্যে শিউরে উঠতো সেই ভয়ের স্মৃতি তে। প্রাণ ভরে আমের মুকুলের গন্ধ নেয় রাই, ছ'বছরের এই সংসারটাকে ওরা তিনজনে মিলে আলো , রঙ আর সুগন্ধ দিয়ে সাজিয়েছে । পরিপূর্ণ রাই আর তিতলির জীবন আজ। রাই-র চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে সবাই দেখো আমার তিতলি তাঁর বাবার ভালোবাসা পেয়েছে। আমাদের জীবনটা এলোমেলো হয়ে যায়নি শেষ পর্যন্ত , নিটোল ভালোবাসা আর যত্নে ভরা আমার নিজের সংসার । শুভ দ্যাখো তোমার মেয়ে, পুরোপুরি তোমাকে অস্বীকার করে তথাগতের হাত ধরে নিজের জীবন শুরু করে দিয়েছে । চোখের কোণে জল ! মোছে ওটা রাই।
কাঁধে একটা হাতের চাপ, রাই-র বহু চেনা, ভালোলাগা- আদরের পরশ এটা । থুতনিটা নামায় ও সেই নির্ভর যোগ্য পুরুষের হাতের পাতার ওপর। মনে মনে বলে আমি এটাই চেয়েছিলাম, এই টুকুই
চেয়েছিলাম ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।